শহীদ আল-মামুন স্মরণে

বাগানের সেরা

ফুল

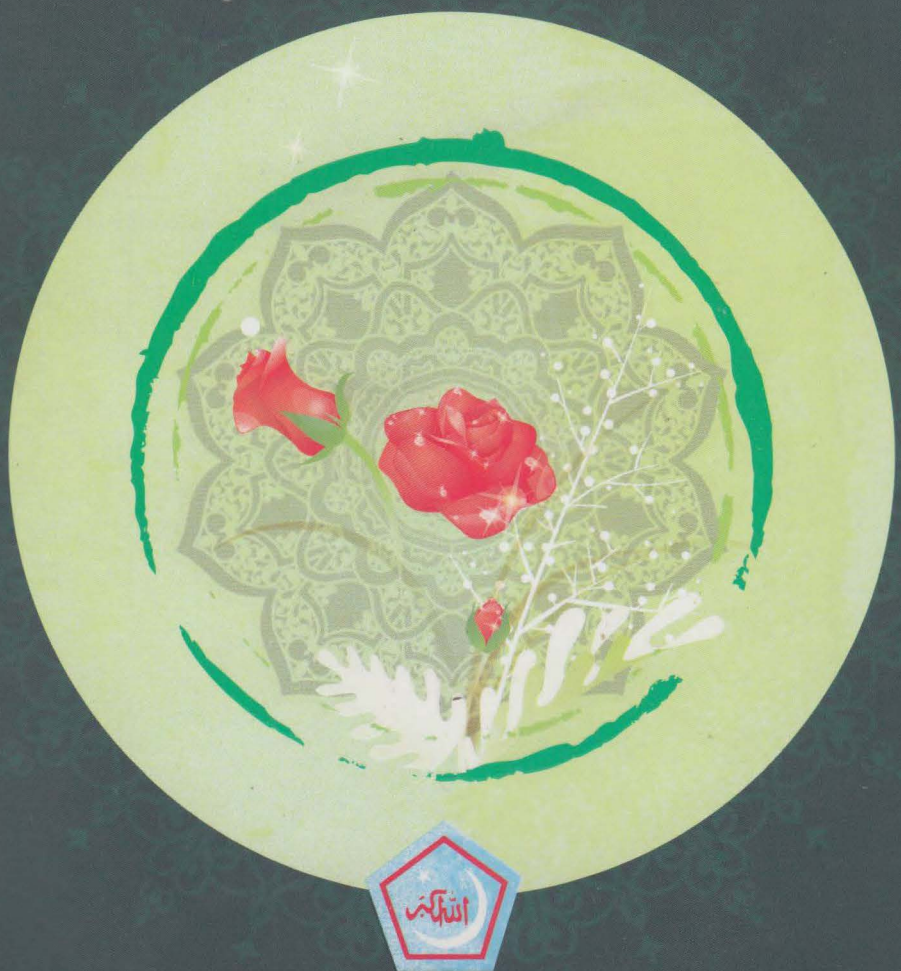

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৪ খ্রি.

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক মু. লুৎফুর রহমান খাঁন মাসুম

সম্পাদক মু.মনিরুজ্জামান

সম্পাদনা সহযোগী
মু. ওবায়দুল্লাহ সরকার
মু. নুরুল হুদা
মু. ওমর ফারুক সুজন
মু. কামাল হোসেন সরকার
মু. তাজুল ইসলাম

কৃতজ্ঞতায়
মু. আব্দুল জাব্বার
মু. ইসমাঈল
শেখ মু. এনামুল কবীর
মনির আহমেদ
তারেক মনোয়ার
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
মাওঃ আব্দুল আউয়াল
আব্দুস সাত্তার
মোঃ মোস্তফা কাউছার
জয়নাল আবেদীন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ জিয়াউল আরেফীন তুহিন

মুদ্রণে
রাইট ভিউ মিডিয়া

www.icsbook.info

কেন্দ্রীয় সভাপতি'র বাণী

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বিশ্বময় ইসলামের গণজাগরনের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও সম্রাজ্যবাদীরা একমেরুতে দন্ডায়মান।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিন পর্যন্ত, আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা মহান রবের শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রামে বাতিলের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশ। এদেশে মহান আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে অনেকে নিজের জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করেছেন। ইসলাম বিধ্বংসী আওয়ামী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বীর সৈনিক শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। তিনি হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে নিজের জীবনকে ইকামাতে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেন। ১৯৯৮ সালে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কালিমার আওয়াজকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বাতিলের বুলেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ আল-মামুন।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর মহৎ ভিশনকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম রক্ষায় কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি। বরং শাহাদাতের তৃষ্ণা নিয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিরন্ন আর্ত মানবতার মুক্তির জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নৈতিক ও আদর্শিকভাবে কাজ করে দেশের ১৬ কোটি মানুষসহ বিশ্বময় মুক্তিকামী কোটি কোটি জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

শহীদ আল মামুনের "বাগানের সেরা ফুল" স্মারক মুক্তিকামী সকল তরুণকে আন্দোলনের পথে অনুপ্রাণিত করবে। শহিদী কাফেলাকে তরান্বিত ও অনুপ্রাণিত করবে। সর্বোপরি শহীদ আল মামুনের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও স্মারক বাস্তবায়নে যারা মেধা, শ্রম দিয়েছেন তাদের সর্বাঙ্গিন সফলতা কামনা করছি।

আবদুল জাব্বার
কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.icsbook.info

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি'র

বাণী

ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী ছাত্র সংগঠন। এটি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ইসলামী জ্ঞান বিস্তার এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মানের উপযুক্ত লোক তৈরী করে থাকে। নৈতিকভাবে অধঃপতিত মানবতার মুক্তির জন্য এ ধরনের সংগঠনের কোন বিকল্প নেই। নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম, ক্যাপিটালিজমে মানবতার মুক্তি নেই আজ তা প্রমাণিত।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যুগ যুগ ধরে খোদাদ্রোহী তাগুতী অপশক্তির বিরুদ্ধে মহান রবের বীর সৈনিকেরা লড়ে যাচ্ছে জীবনভর। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মুক্তিকামী শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মানবতাকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় অকাতরে অসংখ্য তরুণ বাংলার সবুজ জমীনকে রক্তিম করে শহীদের মিছিল করেছেন জান্নাতের লোকে লোকারণ্য।

তারই ধারাবাহিকতায় শহীদ আল-মামুন জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় হায়েনার বুলেটের আঘাতে দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ জমিনকে রক্তিম করে চলে গেলেন সাক্ষী হয়ে ওপারের সুন্দর ভূবনে।

শহীদ আল- মামুনের সাহসী প্রেরণায় ইসলামের অপ্রতিরোধ্য আদর্শ এগিয়ে যাবে মঞ্জিলের দ্বারপ্রান্তে।শহীদ আল- মামুনকে নিয়ে প্রকাশিত স্মারক "বাগানের সেরা ফুল" এ পথের যাত্রীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মু. তাহের
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.icsbook.info

জেলা আমীরের
বাণী

আসহাবে রাসুলের আদর্শে উজ্জিবীত শহীদি সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তরের একমাত্র শহীদ আল-মামুনের স্বরণে স্মারক ''বাগানের সেরা ফুল'' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সত্য সমাগত মিথ্যা পদানত। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন। তাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য জীবন বাজি রেখে খোদাদ্রোহী নাস্তিক, তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রত্যয় নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ১৯৭৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাতিলের আঘাতে জান্নাতের সিঁড়ি বেয়ে যারা চলে গেলেন মহান রবের সান্নিধ্যে শহীদ আল-মামুন তাদেরই একজন।

শহীদ আল- মামুনের রক্ত কুমিল্লা জেলা উত্তরের জমিনকে দিন দিন উর্বর ময়দানে পরিণত করবে এবং এই শহীদি মিছিলে অসংখ্য তরুনকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
কুমিল্লা জেলা উত্তর

www.icsbook.info

জেলা সভাপতির বাণী

তাওহীদি জনতার হৃদয় নিংড়ানো শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির কুমিল্লা জেলা উত্তরের একমাত্র শহীদ আল মামুন স্মরণে ''বাগানের সেরা ফুল'' স্মারক প্রকাশ করার সুযোগ দানে সকল ক্ষমতার রাজা ধীরাজ আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সিজদাবনত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হাজার দুরুদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি, যার আনীত আল কোরআন বিশ্ব শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া (রাঃ) হতে শুরু করে খাব্বাব খুবাইব, হামযার উত্তরসুরীরা আজ পর্যন্ত যারা হায়েনার বুলেটের আঘাত ও নির্মম নির্যাতনে এই ভুবন ছেড়ে জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি।

আহত, পঙ্গুত্ব, নির্যাতিত, নিষ্পেসিত, অন্ধকার প্রকোষ্টে কারারুদ্ধ, হাত হারা পা হারা, চোখ উপড়ে ফেলা অসংখ্য আবাস হারা, মানবতার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি।

তরুন ছাত্র-জনতাকে আদর্শিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী ছাত্রশিবির। জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে এই কাফেলার গতিকে করেছে শাণিত। দাওয়াতি চরিত্রের মাধ্যমে দেশের আপামর ছাত্র-জনতার হৃদয়ে ছাত্রশিবির স্থান করে নিয়েছে।

উপমহাদেশের ইসলামের নবজাগরণ ঠেকাতে ইসলাম বিরোধী শক্তি বেছে নিয়েছে খুন, গুম আর সন্ত্রাসের পথ। ৩৭ বছরে শহীদ করা হয় অনেক মেধাবী সম্ভাবনাময় শিবির নেতাকর্মীকে। বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রুপকার শহীদ আবদুল মালেক থেকে শুরু করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যা ও কাল্পনিক ট্রাইব্যুনালের নাটকীয় রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের স্বীকার সৈনিক শহীদ আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসী কার্যকরের মাধ্যমে তাগুতি শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চায়।

বরং আল্লাহর ঘোষনা হচ্ছে- '' তারা (কাফিররা) মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর তথা দ্বীনকে নিভিয়ে দিতে চায় অথচ আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন যদিও তা কাফিরদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় (আল-কোরআন)।

শহীদের রক্ত বৃথা যাবেনা। শহীদ আল মামুনের রক্ত কুমিল্লা জেলা উত্তরের ময়দানকে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটিতে রূপান্তর করতে যুগে যুগে প্রত্যেক জনশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে।

আল-মামুনের স্মরণে স্মারক প্রকাশে যারা অর্থ, শ্রম, মেধা, আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগীতা করেছেন কুমিল্লা জেলা উত্তরের পক্ষ থেকে সকল শুভাকাঙ্খি, সদস্য, সাথী, কর্মীদের আন্তরিক মোবারকবাদ। বিশেষ করে স্মারক বাস্তবায়ন কমিটি ও ''বাগানের সেরা ফুল'' এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।।

মু. লুৎফুর রহমান খান মাসুম
জেলা সভাপতি

www.icsbook.info

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্র সমাজের এক আদর্শিক ঠিকানার নাম। বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রদের জন্য মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। প্রাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় যখন যুবসমাজ দিকহারা, পথভ্রষ্ঠ হতাশার মহাসাগরে নিমজ্জিত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তখন মুক্তির বারতা নিয়ে তরুন ছাত্র সমাজের নিকট আবির্ভূত হয়েছে। এদেশের মুক্তিকামী ছাত্রজনতা মৌমাছির ন্যায় ফুলের সৌরভ নিতে ভীড় জমাচ্ছে। আর এ ভীড় দেখে বাতিল খোদাদ্রোহী শক্তিরা আজ ভীত তটস্ত। কারণ মিথ্যা সত্যকে সহ্য করতে পারেনা। আর সত্য মিথ্যাকে সহ্য করতে পারেনা । তাই নমরূদ, ফেরাউনের প্রেতাত্মারা ইসলামী ছাত্রশিবির নামক আলোক বর্তিকাকে বার বার নিভিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাঁদের সকল অপচেষ্টা বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। হাঁটি- হাঁটি
পা -পা করে তাঁর চলার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আর এ পর্যন্ত আসতে অনেক ভাই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শিকার হয়েছেন নির্মম নির্যাতনের । আবার কেউ আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন । তাঁদেরমধ্যে শহীদ আল-মামুন অন্যতম।

শহীদ আল-মামুন আমাদের প্রেরণা। তাঁর বর্নাঢ্য জীবন গাঁথা অল্প সময়ে তুলে ধরা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর পরও শহীদ আল-মামুনের জীবনের গুরুত্বপূর্ন কিছু অংশ "বাগানের সেরা ফুল" স্মারকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আরো অনেক লেখা ও স্মৃতি সীমাবদ্ধতার কারণে তুলে ধরতে পারিনি। বিশেষ করে শহীদ আল-মামুনের স্মারক প্রকাশ করার জন্য যারা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আজ শহীদের স্বজনেরা ও নির্যাতিত-নিষ্পেষিত,মজলুম জনতা ছাত্র শিবিরের দিকে বুক ভরা প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। এক শান্তিময় সোনালী সমাজের স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই স্মারক প্রেরণা যোগালে আমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে। ইনশাআল্লাহ।

মু. মনিরুজ্জামান
সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরি
কুমিল্লা জেলা উত্তর।

www.icsbook.info

এক নজরে
শহীদ আল-মামুন

পিতা	আব্দুল আজীজ
মাতা	শামছুন্নাহার বেগম
ভাই বোন	৩ ভাই ও ৫ বোন। তিনি ভাইদের মধ্যে ছোট।
ঠিকানা	গ্রাম- বাকশীমূল, উপজেলা- বুড়িচং, জেলা- কুমিল্লা।
শাহাদাতের তারিখ	**১ নভেম্বর ১৯৯৮, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।**
শিক্ষাজীবন	১৯৯৫ সালে বাকশীমূল সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে শতকরা ৭৫% মার্কস সহ বুড়িচং উপজেলায় ১ম স্থান অর্জন। ১৯৯৭ সালে খারাতাইয়া ইসলামীয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে আলিম পাশ করেন। শহীদ আল-মামুন ৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগে ভর্তি হন। শাহাদাতের সময় তিনি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
সাংগঠনিক মান	সদস্য প্রার্থী
সর্বশেষ দায়িত্ব	বুড়িচং দক্ষিণ (ময়নামতি সাথী শাখা সেক্রেটারী) কুমিল্লা জেলা উত্তর। শৈলকূপা থানা সভাপতি, কুষ্টিয়া।
হামলাকারী	ছাত্রলীগ
হামলার ধরণ	মাথায় গুলি করে হত্যা।

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তর এর

সভাপতিবৃন্দ

মোঃ মনিরুল ইসলাম
১৯৯২/৯৩

আব্দুল ওহাব ভূইয়া
১৯৯৪/৯৫

মোঃ আলী আশ্রাফ খাঁন
১৯৯৬/৯৭

সাইফুল আলম
১৯৯৭/৯৮/৯৯

মোঃ শহীদুল ইসলাম
২০০০/২০০১

আহসানুর রহমান হাসান
২০০২/আগষ্ট২০০২ পর্যন্ত

আব্দুল কাইয়ুম মজুমদার
২০০২/২০০৪

সাইফুল ইসলাম শহীদ
২০০৪/২০০৬

দেলোয়ার হোসেন সবুজ
২০০৭/২০০৮

মনিরুজ্জামান বাহলুল
২০০৮/০৯

মাওঃ মাহবুবুল আলম
২০০৯/২০১১

মু.লুৎফর রহমান খাঁন মাসুম
২০১২/চলমান

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তর এ

২০১৩ সালের দায়িত্বশীলবৃন্দ

মু. লুৎফর রহমান খাঁন মাসুম
সভাপতি

মু. মনিরুজ্জামান
সেক্রেটারী

মু. ওবায়দুল্লাহ সরকার
দপ্তর ও ছাত্রকল্যান সম্পা:

মু. নুরুল হুদা
সাহিত্য ও প্রশিক্ষন সম্পা:

মু. ওমর ফারুক সুজন
অর্থ ও প্রচার সম্পা:

মু. কামাল হোসেন সরকার
স্কুল ও প্রকাশনা সম্পা:

www.icsbook.info

শহীদেরা আমাদের
সবচেয়ে বড় সম্পদ
রেখে গেছে দ্বিধাহীন
সাহসের সোজা রাজপথ

প্রবন্ধ

www.icsbook.info

শাহাদাত

মুমিন জীবনের কামনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

শাহাদাত শব্দের অর্থঃ

শাহাদাত শব্দের অর্থ হলো সাক্ষ্য। এ থেকে শহীদ ও শাহেদ শব্দ এসেছে। শাহেদ মানে যে দেখেছে বা সাক্ষ্য দিয়েছে, সাক্ষী সেই দেয় যে নিজে স্বচক্ষে দেখেছে। 'আশ শাহিদ' মানে আমি দেখার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজে দেখেছি। এভাবেই দেখা অর্থে শাহাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুরআন মাজিদে শাহাদাত শব্দটি দু 'ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি সাক্ষ্য অর্থে;অপরটি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কুরবান করার অর্থে। জীবন কুরবানী দেয়া অর্থেই বুঝায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন কুরবানী দিল সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত দু'ধরনের অর্থে বুঝাবার জন্য কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। যার অর্থ "যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।"

সাক্ষী অর্থে নিম্নে আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে:"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।" (সূরা বাকারা-১৪৩)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে:

"যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হতে পারো।" (সূরা হাজ্জ-৭৮)

জীবন দান অর্থে শহীদের ব্যবহার করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে:

মুমিন জীবনের কাম্য কী হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য।

www.icsbook.info

"এভাবে আল্লাহ জানতে চান কার ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান।" সরাসরি জীবন দান অর্থে ব্যবহার খুব বেশি আয়াতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে অর্থে "যুদ্ধে গিয়েছে ও নিহত হয়েছে" এভাবে বহু জায়গায় শহীদদের কথা বলা হয়েছে।
এটা হলো ওহুদ যুদ্ধের পরের কথা। এখানে বলা হয়েছে বদরের যুদ্ধে তোমরা আঘাত করেছে আর ওহুদ যুদ্ধে কিছু আঘাত পেয়েছ। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? তোমরা সত্যিকার মুমিন হলে চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে।
এভাবে মানুষের মধ্যে একবার জয় আবার পরাজয় আসে। চূড়ান্ত বিজয় তোমাদেরই হবে। এটা আল্লাহ কেন করেন? কেন জয় পরাজয় দেয়া হয়? এটা বলতে গিয়ে শাহাদাত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।
আল্লাহ তোমাদের মাঝে মাঝে পরাজয়ও দেন এ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মধ্যে কার কার মজবুত ঈমান তা দেখার জন্যে আর তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার জন্যে। এখানে শাহাদাত শব্দটা উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত: শহীদ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার হয়। সাক্ষী দিলেও শহীদ, আর জীবন দিলেও শহীদ। মূল অর্থ হলো সাক্ষী। আল্লাহর পথে নিহত যে সে জীবন দিয়ে সাক্ষী দিলো যে, সত্যিকার অর্থে সে দ্বীনকে গ্রহণ করেছে।

মুমিন জীবনের কাম্যঃ

মুমিন জীবনের কাম্য কী হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলা যায় মুমিন জীবনের আসল লক্ষ্য বা কাম্য হলো আখিরাতের সাফল্য। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের কৃষি ভূমি। কৃষক যেমন জমিতে ফসল বুনে বাড়িতে ভোগ করে; তেমনি মুমিন দুনিয়াতে ফসল বুনে আমল করে আর আখিরাতে তা ভোগ করে। যে আখিরাতের কামিয়াবী মুমিন জীবনের লক্ষ্য, তাকে এক কথায় বলা যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিনা হিসাবে বেহেশত লাভ। আল্লাহর রাসূল (সা:) একবার হযরত আয়েশা (রা:) কে বললেন, "এমনভাবে আমল করো যেন হিসাব ছাড়াই বেহেশতে যেতে পারে।" হিসাব দিতে গেলেই মুছিবত। সে জন্য আখিরাতের কামিয়াবী বলতে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হলেই বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে। মুমিন জীবনের আসল কাম্য হলো এটাই। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু মাতাউল হায়াতিত দুনিয়া' বা জীবিকা আছে তা নিতান্তই বেচেঁ থাকার প্রয়োজনে আর মুমিন বেচেঁ থাকবে আখিরাতে মুক্তির প্রয়োজনীয় আমল করার জন্য। দুনিয়ার জীবন হলো খেলার মতো। ব্যক্তির জীবনে খেলাধুলারও প্রয়োজন আছে কিন্তু সারাটা জীবনই হলো খেলা নয়, খেলা সামান্য কিছু সময়ের জন্য; ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার জীবনটা মর্যাদার দিক দিয়ে খেলা হিসাবে নেয়া দরকার।

আমরা যেমন লেখা পড়া ও অন্যান্য সিরিয়াস কাজ কর্মের ফাঁকে অবকাশ হিসাবে কিছু সময়ক খেলাধুলা করে থাকি, তেমনি দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাসকেও আখিরাত কামাইয়ের আসল কাজের ফাঁকে খেলার মতো মনে করতে হবে। দুনিয়ার জীবন এমন কিছু নয় যে এটাকে টার্গেট অথবা জীবনের এটাই যদি স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে, যা হওয়া বাঞ্চনীয়, তাহলে শাহাদাত তো জীবনের স্বাভাবিক কাম্য বিষয় হবার কথা। কেননা একমাত্র শহীদই দুনিয়া থেকে এ নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারে যে, জান্নাত তাঁর জন্য অবধারিত। মাওলানা মওদূদী মরহুমের ফাঁসির হুকুম হবার পর ক্ষমা চেয়ে দয়া ভিক্ষে করার মাধ্যমে মুক্তির জন্য বলা হয়েছিল। তখন তিনি সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, "জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ এবং মওতের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়। এ সময় এভাবে যদি আল্লাহ মৃত্যুদন্ড নির্ধারণ করে থাকে; তাহলে কারো সাধ্য নেই মৃত্যুকে ঠেকাবার। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোন শক্তি

www.icsbook.info

নেই মৃত্যু কার্যকর করার। আর শাহাদাতের মৃত্যুই শুধু পারে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে। আমি কি ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করবো যে, আমাকে জান্নাত থেকে বাঁচাও? এভাবে তিনি মৃত্যুকে জয় করে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য নযীর সৃষ্টি করে গেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাত বরণ করে ইসলামের সোনালী যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। এতে এটিই প্রমাণিত হলো, ইসালামের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নির্যাতন ও শাহাদাত বরণ ইতিহাসের অসম্ভব কোন অতীত কাহিনী নয়। এযুগেও তা বাস্তব। বস্তুত: প্রত্যেক যুগে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করবেন।

শাহাদাতের কামনা ও আল্লাহর পথে সংগ্রামঃ

শাহাদাতের কামনা যদি কোন মুমিন জীবনে থাকে তাহলে সে আল্লাহর পথে লড়াইয়ে কোন সময় গাফেল হতে পারে না। কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া শাহাদাতের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। একজন ভালো ছাত্র যেমন ভালো ফলাফলের প্রমান দেবার জন্য পরীক্ষা কামনা করে তেমনি একজন মুমিন শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সংগ্রামে আপসহীনভাবে লড়াই করে যাবে। বস্তুত: একজন ব্যক্তির মধ্যে শাহাদাতের কামনা আছে কিনা তা নিজের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমাণ পেতে পারে। এ জন্য বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। আন্দোলনের কর্মকান্ডে, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যদি সে উৎসাহ পায়, মৃত্যুভয় অথবা অন্যান্য প্রতিকূলতা তাকে গাফেল করে না রাখে তাহলে বুঝতে হবে শাহাদাতের কামনা তার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। আর এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে তার মধ্যে শাহাদাতের প্রেরণা বা জযবা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথে লড়াই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

" আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকদেরই যারা পরকালের দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়। আর যে আল্লাহর পথে লড়াই করে সে নিহত হোক, কিংবা বিজয়ী হোক, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।"(সূরা আন নেছা-৭৪)

বস্তুত: যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় তারাই আল্লাহর পথে কিতাল (লড়াই) করতে পারে। কিতাল হলো জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। যুদ্ধে মারা ও মরা অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করার কাজই কিতাল। যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করে অথবা বিজয় লাভ করে গাজী হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহ বিরাট পুরস্কার দেয়ার কথা বলেছেন। কিতাল শুধু মুমিনরাই করে না, যারা কাফের-বেঈমান তারাও কিতাল করে। মুমিনরা কিতাল করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা কিতাল করে তাগুতের পথে।

আল্লাহর নাফরমানীর কয়েকটা স্তর আছে। এর মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে না তারা ফাসেক। আর যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে স্বীকারই করে না তারা হলো কাফের। আর তাগুত হলো নাফরমানী ও সীমা লংঘনকারী। তাগুত তো আল্লাহর হুকুম পালন করেই না, অন্যদেরকেও নিজের আদেশ নিষেধ মানতে বাধ্য করে। এক কথায় আল্লাহর নাফরমানীর এ সীমা লংঘনকে বলা যায় বিদ্রোহ। একটি দেশে কেউ রাষ্ট্রের হুকুম মান্য না করলে তাকে অপরাধী আর কেউ যদি রাষ্ট্রের প্রাধান্যই স্বীকার না করে এবং অন্যান্যদেরকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ডাকে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী। ঠিক তেমনি তাগুত হলো বিদ্রোহী। এজন্য ইবলিশকে যেমন তাগুত বলে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিকেও বলা হয় তাগুত। তাই অন্তর থেকেই তাগুতী শক্তিগুলিকে অস্বীকার করতে হবে। যে কালেমা পড়ে একজন লোককে ঈমান আনতে হয় তাতে আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। এরপরই আসে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতএব তাগুত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা না থাকলে সে পূর্ণভাবে ঈমানকে উপলব্ধি করতে পারে না। জমিতে ভাল ধানের চাষ করতে হলে প্রথমে আগাছা সমূহ উত্তমরুপে পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে ধান পাবার আশা অর্থহীন।

www.icsbook.info

অনূরুপভাবে মনে ঈমানের চাষ করতে হলে তাগুতের উৎখাত অবশ্যম্ভাবী। আর তাগুত কি তা না জানলে উৎপাটন করবে কি করে? বস্তুত: তাগুত ও ঈমান দুয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নেই। হয় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, না হয় তাগুতের পথে। কেননা আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। খেলাফতের মর্যাদা ছাড়া মানুষের অপর কোন মর্যাদা নেই। হয় আল্লাহর খলিফা হবে, না হয় ইবলিশের খলিফা হবে। খলিফা তাকে হতেই হবে। অনুরুপভাবে প্রত্যক মানুষ কিতাল করছে- হয় ফী সাবীলিল্লাহ না হয় ফী সাবীলিত তাগুত, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

শহীদের কামনাঃ

জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় যারা জীবন দান করে তাদের মৃত বলা যাবে না, তারা মৃত্যুহীন। সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

" আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত,কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।"

সূরা আল ইমরানের ১৬৯ও১৭০ নং আয়াতে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে:

" যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক পাচ্ছে। আল্লাহর তাদের নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করছেন তা পেয়ে তারা খুশি ও পরিতৃপ্ত। এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এখনো তথায় পৌঁছেনি তাদেরও কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।"

উল্লেখিত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, যারা শহীদ হয়েছে তারা শুধু নিজেদের মর্যাদার জন্যই সন্তুষ্ট নয়, অধিকন্তু তাদের যেসব সাথী দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এ পথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। হাদীস শরীফে আছে যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে, তারা কামনা করে যে তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা এখনো পায়নি তারাও এ পথে আসবে ও শাহাদাতের মর্যাদা পাবে এ কামনায় তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়। হাদীস শরীফে আছে যারা দুনিয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে, তারা কামনা করে যে তাদের সাথী যারা শাহাদাতের মর্যাদা পায়নি তারাও যেন এ মর্যাদা পায়। এবং তারা এ কামনা করে সন্তুষ্ট হয়। আমরা যে অনুগ্রহ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি আমাদের ভাইয়েরাও সে অনুগ্রহ পেয়ে খুশি হবে। আরো এক হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করিম (সা:) বলেন, "জান্নাতবাসী মানুষ বেহেশতের নেয়ামতগুলো পেয়ে এতো তৃপ্ত হবে যে, তাদের কেউ এ নেয়ামত ছেড়ে দুনিয়াতে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্তম।" বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীস আনান ইবনে মালিক (রা:) বলেছেন, "জান্নাতে যারা যাবে তাদের মধ্যে শহীদগণ ছাড়া একজনও এ কামনা করবে না যে, সে দুনিয়ায় আবার ফিরে আসুক কিন্তু শহীদগন কামনা করবে যেন আল্লাহ দুনিয়ায় তাদেরকে আবার ফেরত পাঠান যাতে আবার শহীদ হয়ে আসতে পারে। এভাবে আরো ১০ বার যেন আল্লাহর পথে নিহত হতে পারে সে কামনা তারা করবে।"

শাহাদাতের মর্যাদাঃ

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। এখানে আমরা কোরআন থেকে দুটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করছি:

সূরা আল হাজ্জ এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

" যারা হিজরত করল আল্লাহর পথে তারপর নিহত হল কিংবা এমনিতেই মারা গেল আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে সাথে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিংসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।"

www.icsbook.info

তবে আমি তো জানি যে
দুনিয়া ধ্বংসশীল।
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
দুনিয়ার সাথে
সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে
এবং জানি যে
আল্লাহর কাছে এমন
একটি স্থান আছে যা
আপনি চাইলেই
আল্লাহর কাছ থেকে
আপনি দিতে পারেন।
এজন্য আমি ঠিক
করেছি যে এটাই আমি
পছন্দ করবো যে,
আপনি আমার জন্য
এ দোয়া করবেন।
হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ)

সূরা মুহাম্মদের ৪-৬ নং আয়াতেও অনুরুপভাবে বলা হয়েছে:
"অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ হবে তখন প্রথম কাজই হল গলা কর্তন করা যাবে না। এমনকি তোমরা যখন খুব ভালোভাবে তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেধেঁ ফেলবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষন না যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে। এই-ই হল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর "
শেষ পর্যায়ে এসে কতগুলো হাদসি উল্লেখ না করলে উপরেরর কথাগুলো পরিস্কার হয় না।

এখানে যে মর্যাদার অবহিত হয়েছে তা হলোঃ

১। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়েছে তাদের আমল কোন ক্রমেই নষ্ট হবে না।
২। আল্লাহ তাদের সোজা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবেন, মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার নেই।
৩। তাদের অবস্থা সব দিক থেকেই সুসংহত বা ঠিকঠাক করে দেবেন।
৪। তাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তার পরিচয় আগে থেকেই দেয়া থাকবে।
দুনিয়াতে যে জান্নাতের খোশখবর দেয়া হয়েছে সেখানেই প্রবেশ করানো হবে, হাদীসটি হলোঃ

নবী করিম (সাঃ) বলেন, "জেনে রেখো জান্নাত হল তলোয়ারের ছায়াতলে।" তলোয়ার যে ধরেনি, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যে আসলো না তার আবার জান্নাত কিসের? কত জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ জেনে রাখো জান্নাত তো তলোয়ারের ছায়াতলে।

www.icsbook.info

শাহাদাতের প্রেরণা কত প্রবল হতে পারে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ পূর্বক এখানে ৬টি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১। প্রথম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত রাবীয়াতুল কায়াব (রাঃ)। তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম (সাঃ) এর খেদমত করতাম দিনের বেলা রাতে চলে যেতাম। একরাত্রি আমি দেখি রাসূল (সাঃ) কেবল ''ছুবহানাল্লাহ'' পড়তে থাকলেন এবং বললেন যে, দেখ ছুবহানাল্লাহ পড়লে 'মিজান' পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শুনতে শুনতে আমার ঘুম ঘুম ভাবের সৃষ্টি হল। এ রকম প্রায়ই হতো। একদিন রাসূল (সাঃ) বললেন, ''হে রাবিয়া, আমার কাছে যদি তুমি কিছু চাও তাহলে তা আমি তোমাকে দিব। আমি বললাম আমি একটু চিন্তা করে নিই যে আপনার কাছে কি চাইবো। আমি ভাবলাম দুনিয়াটাতো নষ্ট হযে যাবে, এটি চেয়ে কি লাভ। আমি বললাম আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে দোযখ থেকে বাঁচায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূল (সাঃ) বললেন-এটাই তুমি চাইলে? বলে চুপ করে গেলেন এবং বললেন, কে তোমাকে এ কথা শিখালো? আমি বললাম কেউ আমাকে শিখায়নি। তবে আমি তো জানি যে দুনিয়া ধ্বংসশীল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং জানি যে আল্লাহর কাছে এমন একটি স্থান আছে যা আপনি চাইলেই আল্লাহর কাছ থেকে আপনি দিতে পারেন। এজন্য আমি ঠিক করেছি যে এটাই আমি পছন্দ করবো যে, আপনি আমার জন্য এ দোয়া করবেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, অবশ্যই তোমার জন্য দোয়া করব । আমাকে তুমি সাহায্য কর আমি বেশি বেশি সিজদা করে অর্থাৎ আমি যে তোমাকে দোয়া করব তোমার জন্য এ দোয়া কবুল হবে বেশি বেশি সিজদা করলে বা নামায আদায় করলে।''
আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত- একদিন রাসূল (সাঃ) এর কাছে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যে আমাল করলে আমি বেহেশতে যাব, মানে বেহেশতই তাদের ধান্ধা দুনিয়ার কোন ধান্ধা নেই।

২। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিন যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর (জাবিরের পিতা) শহীদ হলেন তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, ''হে জাবির! তোমার বাবাকে আল্লাহ কি বললেন, তা কি তোমাকে আমি বলব? আল্লাহ তায়ালা কারো সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না, কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন। তোমার বাবাকে আল্লাহ বললেন, হে আব্দুল্লাহ তুমি আমার কাছে কী চাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আবার জীবিত কর, আবার আমি নিহত হতে চাই। তখন আল্লাহ বললেন যে, এ নিয়ম তো নেই, আগেই এর ফয়সালা হয়ে গেছে, কেউ একবার এখানে আসলে আর ফেরত যায় না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাহলে অন্ততঃএটা কর,আমি এই যে আকাঙ্খাটা করলাম এটি আমার পেছনে যে ভাইয়েরা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দাও। '' এরপর এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ এ কথাটা পৌঁছে দিলেন। সূরা আল ইমরানের ১৬৯ও১৭০ নং আয়াত এ উদ্দেশ্যেই নাজিল হয়েছে।

৩। আনাস (রাঃ) বলেন- আমার চাচা আনাস বিন জর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলকে (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পয়লা যে যুদ্ধে করলেন, সে যুদ্ধে আমি তো হাজির ছিলাম না। কিন্তু এরপর যদি আল্লাহ তায়ালা কোন যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আল্লাহ দেখতে পাবেন আমি কি করি। যখন ওহুদের দিন আসলো তখন মুসলমানদের কিছু লোক ভুল করলো এবং দুরবস্থা দেখে কিছু লোক ভেগে গেল, তখন তিনি আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার ভাইয়েরা তোমার সাথে যে আচরণ করলো এজন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই,আর মুশরিকরা আমাদের সাথে এ আচরণ করলো, যে ব্যাপারে আমি দোষী নই। এরপর তিনি আগে বেড়ে গেলেন এবং সাঈদ বিন মায়াজ (রাঃ) এর সাথে তার

www.icsbook.info

দেখা হলো। বললেন, হে মায়াজ, জান্নাত, জান্নাত, আমি সাহায্যকারী রবের কছম করে বলছি আমি ওহুদের দিক থেকে জান্নাতের গন্ধ পাচ্ছি। অতঃপর সাদ বললেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইনি যুদ্ধে যা দেখালেন আমি তা পারতাম না। আনাস বললেন, আমার চাচার পায়ে আমি আশিটি যখম দেখলাম। প্রায় সবই তলোয়ারের; বল্লমের ও তীরের আঘাত। দেখলাম মুশরিকরা তাকে নিহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি। একমাত্র তার বোন তার আঙ্গুল দেখে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন-আমরা সকলেই ধারণা করি এ আয়াতটি এ জাতীয় ঘটনার পর নাজিল হয়েছে। (সূরায়ে আহযাবের ২৩ নং আয়াত)

" মুমিনদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে। যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে।তাদের কতক জীবনদান করেছে আর কতক অপেক্ষায় আছে। যারা তাদের আবরণ বদলায়নি।"

৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কতক লোক রাসূলের (সাঃ) কাছে এসে বললোঃ হে রাসূল, আমাদেরকে কোরআন-হাদীস শিখানোর জন্য কিছু লোক দিন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আনসারদের মধ্যে থেকে সত্তরনজন লোক তাদের সাথে দিলেন, তাদেরকে কোরআন শিখানোর জন্য। তারা সব ক্বারী ছিলেন, এদের মধ্যে আমার মামা হারামও শরীক ছিলেন। তারা রাতের বেলা কোরআন শিখাতেন আর দিনের বেলা পানি উঠাতেন। পানি এসে মসজিদে রাখতেন। তারা দিনের বেলা আরো একটি কাজ করতেন। তারা লাকড়ি কুড়াতেন, বাজারে বিক্রি করে তদ্বারা আহলে সুফফা ও অন্যান্য গরীবদের জন্য খাবার কিনে আনতেন। ঐ লোকেরা ছিল বিশ্বাসঘাতক। তারা তাদেরকে কতল করে ফেলল, সত্তর জনকেই কতল করল। যখন তাদেরকে কতল করা হচ্ছিল তখন তারা দোয়া কররেন-'হে আল্লাহ! আমাদের নবীর কাছে এ খবরটা তুমি পৌঁছিয়ে দাও, যে আমরা আমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, আমরা আমাদের রবের উপর খুশি হয়ে গেছি আর রবও আমাদের উপর খুশি হয়ে গেছে।' আমার মামা হারামের কাছে একজন লোক আসলো এবং পিছন থেকে বর্শা দিয়ে আঘাত করল। বর্শা শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে গেলো। তিনি বললেন- 'কাবার রবের কসম আমি কামিয়াব হয়েছি। অহীর মাধ্যমে এ খবর রাসূল (সাঃ) জানতে পেরে লোকদেরকে বললেন, " দেখো তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হয়ে গেছে, নবীকে এ কথা পৌছায়ে দিন যে, আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, আমাদের কুরবানীতে আমাদের রব খুশি হয়েছেন এবং আমরা আমাদের রবের পুরস্কার পেয়ে খুশি হয়েছি।"

৫। আবি বকর ইবনে আবী মূসা আশয়ীরী (রাঃ) বলেছেন- তারা দু জনেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন, রাসূল (সাঃ) বললেন- " নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাগুলো তলোয়ারের ছায়াতলে।" একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল যার কাপড়- চোপড় তেমন ছিল না। বললোঃ হে আবু মূসা! রাসূল (সাঃ) কি বললেন, শুনলেন তো। তিনি বললেন, হ্যা শুনলাম। তারপর লোকটি বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে সালাম দিয়ে যাচ্ছি, আর আসবো না।

লেখক
সাবেক আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

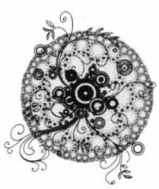

www.icsbook.info

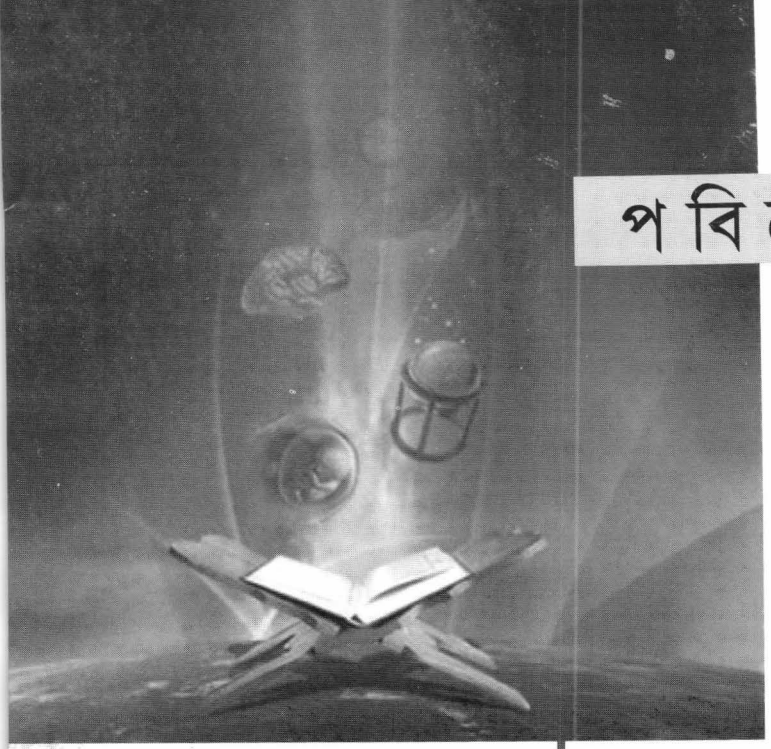

পবিত্র কুরআন

মানবজাতির সৌভাগ্যের সোপান

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

পবিত্র কুরআন গতানুগতিকভাবে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় কিতাবের নাম নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদ সর্বকালের সর্বযুগের সমগ্র মানব জাতির জীবন পরিচালনায় অভ্রান্ত

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি আল কুরআনের মতো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ করেছেন। সূরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদ সম্পর্কে বলেছেন "হে নবী! আপনি বলুন, মানুষের উচিত আল্লাহর এ অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) অর্জন করেছে (কুরআন) তা থেকে অনেক শ্রেয়।"

এ আয়াত দিয়ে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এমন কোনো নেয়ামত নেই যে কারণে মানব জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে অনাবিল পবিত্র আনন্দ করতে পারে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার একজন ইহুদি হযরত উমার (রা.)- কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত আছে, তা যদি আমাদের কিতাবে নাজিল হতো তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা আমাদের ঈদের দিন বানিয়ে নিতাম।" হযরত উমর (রা.) উক্ত ইহুদিকে প্রশ্ন করলেন, "সে আয়াত কোনটি?" ইহুদি ব্যক্তি পবিত্র কুরআন থেকে সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। যার অর্থ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুতি) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য জীবনের বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম"।

হযরত উমার (রা.) বললেন, "আমার এখনো স্মরণে আছে এ আয়াতটি কবে, কখন, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং নবী

www.icsbook.info

কারীম (স.) তখন কোথায় অবস্থান করছিলেন। দিনটি ছিলো হজ্বের দিন। আল্লাহর রাসূল (স.) ছিলেন আ'রাফার ময়দানে, কোরবানির ঈদের একদিন পূর্বে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।"

অতএব চিন্তা-গবেষণা করলে এ কথা অনুধাবন করা যায় যে, কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে পবিত্র রমজানের ঈদ দিয়ে আর তা নাযিলের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কোরবানির ঈদের মধ্য দিয়ে। সুতরাং ঈদ আমরা একটি করি না; কুরআনের মতো শ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভের কারণে আমরা বছরের দুটো ঈদ পালন করে থাকি।

বিশ্বের জাতিসমূহ আনন্দ উৎসব করে থাকে বিভিন্ন জাতীয় দিবস বা কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। যেমন খ্রিষ্টানরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ:) এর জন্ম ও তার পুনর্জীবন লাভের দিন উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করে থাকে। ইহুদিরা ফিরাউনের নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের দিনটিকে তাদের উৎসবের শ্রেষ্ঠ দিন মনে করে। হিন্দুরা তাদের নানা তিথি পর্ব এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্ম তিথি ও মহাপ্রয়াণ দিবস পালন করে থাকে। বৌদ্ধরাও অনুরূপ করে থাকে। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর। মুসলিম মিল্লাতের নিকট যদি কোন ব্যক্তির জন্মদিনে আনন্দ করা বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে মহান আল্লাহর পরেই যাঁর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যিনি স্রষ্টার সবচেয়ে প্রিয়, যিনি মানবকুল শ্রেষ্ঠ, যিনি সৃষ্টি সমূহের জন্য মহান আল্লাহর করুণা সেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্ম দিবসকেই ঈদের দিন ঘোষণা করা হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ইউনুস এর ৫৮ নং আয়াতে কুরআন নাজিলের কারণটিকেই ঈদের (আনন্দ করার) ঘোষণা দিলেন।

অতএব মুসলমানদের জন্য আনন্দ করার মতো কোন বিষয় থাকে তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন। সে কুরআন আসলে কী? এর মর্যাদাই বা কী? এটি কি শুধু ধর্মগ্রন্থ? নাকি তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক বা নানা তদবিরের কিতাব? অথবা এ কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা, মর্ম, শিক্ষা এবং অন্যান্য দিক না বুঝে শুধুমাত্র সওয়াবের নিয়তে তিলাওয়াত বা মুখস্থ করার কোন কিতাব? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক।

শতাব্দী কাল ধরে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আসলে পবিত্র কুরআন গতানুগতিকভাবে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় কিতাবের নাম নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদ সর্বকালের সর্বযুগের সমগ্র মানব জাতির জীবন পরিচালনা অভ্রান্ত নির্দেশিকামূলক অতুলনীয় গ্রন্থ। এ কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, কুরআনে শুধু নামাজ-রোজা, হজ্ব-যাকাত ও জান্নাত-জাহান্নামের কথাই বলে না, কুরআন মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কথাই সুস্পষ্টভাবে বলে। এ মহাগ্রন্থে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, সন্ধিনীতি, ভূমিনীতি, সম্পদের ব্যবহার ও সম্পদ বন্টনের নীতি, সাংস্কৃতিক নীতি, ব্যষ্টি ও সামষ্টিক জীবনাচারের নীতিমালা, পরস্পরের সাথে চুক্তি, বিয়ে-তালাক ও সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনের নীতি, উত্তরাধিকার আইন, ফৌজদারি দন্ডবিধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সততা-স্বচ্ছতা, ব্যবসা-বাণিজ্য নীতিসহ ইহকাল ও পরকালের জবাবদিহিতা তথা সমগ্র জীবন পরিচালনার সকল বিষয়ের বিস্ময়কর সমন্বয়। এদিক থেকে গোটা বিশ্বে কুরআনের সমার্থক বা তুলনীয় দ্বিতীয় আরেকটি গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। ঠিক এ কারণেই বলা হয়, মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়। বিংশ শতাব্দী বা একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা যে সকল তথ্য ও উপাত্ত পৃথিবীবাসীর সম্মুখে পেশ করে সমগ্র মানবমন্ডলীকে চমক দিচ্ছেন, তার তুলনায় সর্বাধিক নির্ভুল অভ্রান্ত অপরিবর্তনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত পবিত্র কুরআন বিগত চৌদ্দশত বছর পূর্বেই মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ তা নতুন আঙ্গিকে পেশ করছেন মাত্র।

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ এই কুরআন মহান আল্লাহর এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব। নবী করীম (স.) মহাপবিত্র আল কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, "কুরআন কোনদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কুরআন হচ্ছে হেদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন অগাধ জলধি।" এর ভেতরে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অনায়ত্ত অসংখ্য দিক-দিগন্ত। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান-ভান্ডার থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন। নবী করীম (স.) বলেছে, "এই কুরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায়বিচার করবে। যে এর প্রতি আহবান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহবান জানিয়েছে।" (তিরমিযী)

নবী করীম (স.) আরো বলেন, "কুরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের তাফসীর করে"। হযরত আলী (রা:) বলেন, "আল্লাহর কিতাব এমন যে, এর দ্বারা তোমরা দেখবে, কথা বলবে ও শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর

বাগানের সেরা ফুল
www.icsbook.info

কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। কুরআনের তাফসীর যুগের চাহিদা পূরণ করে।'' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, ''নিশ্চয়ই কাল ও সময়ই কুরআনের ব্যাখ্যা করে।'' কুরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দিয়েই করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টি এক আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আয়াতে সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে। এ জন্য এই কুরআনকে তুলনা করা চলে মানবদেহের হৃদপিন্ডের সাথে। দেহের অভ্যন্তরে হৃদপিন্ড সচল-সুস্থ থাকলে দেহ যেমন সচল-সুস্থ থাকে, আর তা বিকল বা অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ দেহই বিকল হয়ে পড়ে বা দেহটিই অচল হয়ে যায়।

এই কুরআনকে বিগত চৌদ্দশত বছর পূর্বে বিশেষ এক শুভ মুহূর্তে হেরা পর্বতের গুহায় সমগ্র দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিলো, যা মরুভূমির মরুচারী বেদুঈনদের দিগ্বিজয়ী বীর সেনাপতি, প্রজাবাৎসল্য রাষ্ট্রপতি, ন্যায় বিচারক, শ্রেষ্ঠ বিচারপতি, সমাজ সেবক, মানবাধিকারের রক্ষক, নারীর সতীত্বের পাহারাদার, অসহায়ের সহায়, মানবদরদী নেতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী-স্বার্থত্যাগী বানিয়ে সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। সে সময় উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলমানরা কুরআনের দ্বারস্থ হতো এবং কুরআন অনুসরণের কারণে কুরআনই ছিলো মুসলিম মিল্লাতের সৌভাগ্যের সিঁড়ি; আর বর্তমানে কুরআনের কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করা হয় না বরং এর সাথে সম্পর্ক শীতলতার সর্বশেষ স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে বলেই অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর ললাট লিখনে পরিনত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন যে, মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'য়ালার বাণী তিনিই সূরা তা-হা এর ২৩নং আয়াতে বলেন, ''তোমাদের জীবন পরিচালনার জন্য আমার নাজিলকৃত কিতাবের যারা অনুসরণ করবে তারা দুনিয়ায় বিপদগামী হবে না এবং পরকালেও কষ্ট পাবে না।''

> যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলমানরা কুরআনের দ্বারস্থ হতো এবং কুরআন অনুসরণের কারণে কুরআনই ছিলো মুসলিম মিল্লাতের সৌভাগ্যের সিঁড়ি; আর বর্তমানে কুরআনের কাছ থেকে সমাধান গ্রহণ করা হয় না

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা বাকারার ৩৮নং আয়াতে বলেছেন, ''যারা আমার এ কিতাবের বিধান মেনে চলবে তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তাদের কোন প্রকার উৎকণ্ঠিতও হতে হবে না।'' এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশেষ কোনো জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা বিশেষ কোনো শতাব্দী অথবা যুগের জন্য নাজিল করা হয়নি। এটি নিছক ভক্তিভরে চুমু দিয়ে গেলাফ বন্দী করে আলমারি বা শোকেসে সযত্নে তুলে রাখার কিতাবও নয়। পবিত্র কুরআনের মূল বিষয় বা কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ এবং মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য এ কিতাব মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

খোসাযুক্ত সুস্বাদু ফলের ওপরের অংশে জিহবার স্পর্শ ঘটালে যেমন এর স্বাদ অনুভব করা যায় না তেমনি কুরআনে শুধু চুমু দিলে বা মুখস্থ করলেই এর স্বাদ অনুভব করা যাবে না। কুরআন বুঝে তার বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করলেই কেবলমাত্র এর স্বাদ বা ফল অনুভব করা যাবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দিন-রাত পাঠ করলে রোগ নিরাময় না হয়ে তা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে। বরং ব্যবস্থাপত্র পড়ে পড়ে তদানুযায়ী ঔষুধ সেবনসহ চিকিৎসক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয় মেনে চলতে হবে। অনুরূপ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং তিলাওয়াতকৃত অংশ বুঝে তা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করতে হবে। কুরআনে যা পড়া হলো নিজ জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। মুসলিম মিল্লাতের জন্য সফলতার ও উন্নতির একমাত্র অবলম্বন ও সিঁড়ি হলো আল কুরআন, একেই জীবন চলার গাইড বুক-এ পরিণত করতে হবে, এর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে সকল সমস্যার সমাধান। একেই বানাতে জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এর সাথেই হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এক কথায় কুরআনের সাথেই পথ চলতে হবে। এটি না করে অন্য যা কিছুই করা হোক না কেন, তা মুসলিম মিল্লাতকে ক্রমশ হতাশা ও লাঞ্ছনার অতল গহবরে তলিয়ে দিবে- এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এ কথার বাস্তব প্রমাণ হলো

www.icsbook.info

কুরআন অনুসরণকারী যে যুগের মুসলিম মিল্লাতের পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসনে সম্মানজনক অবস্থায় ও বর্তমান যুগের মুসলিম মিল্লাতের পৃথিবীতে অবহেলা ও লাঞ্ছনামূলক দাসত্বের স্তরে অবস্থান।

বর্তমান বিশ্বে প্রায় অর্ধশত মুসলিম দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিশ্বের সমস্ত সম্পদের ৫১% ভাগ মুসলিমদের করায়ত্তে। দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান, অর্থাৎ বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০ কোটি। এই দেড়শত কোটি মুসলমানদের ঘরে ঘরে রয়েছে সফলতা, উন্নতি ও নিঃশঙ্ক জীবন-যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিত উপকরণ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এত কিছুর পরেও সমগ্র বিশ্বে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অপমানিত ও অত্যাচারিত জাতির নাম মুসলমান। এর কেবলমাত্র একটিই নির্ভুল কারণ, সেটি হলো সে যুগে কুরআনের সাথে মুসলিম মিল্লাতের যে সম্পর্ক ছিলো, বর্তমান মুসলমানদের সাথে কুরআনের সে সম্পর্ক আর নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা ও কাজের সাথে বর্তমান অধিকাংশ মুসলিম নেতৃত্বের কথা ও কাজের কোন ব্যবধান নেই। কুরআনের সাথে যখন মুসলিম মিল্লাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, তখন মুসলমানদের নাম শুনলে বন্য পশুও সম্মান প্রদর্শন করতো। আর বর্তমানে দিন-রাত সেই মুসলমানদের মাথায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেংটি ইঁদুরেরা নর্তন-কর্দন করছে, কী দিয়ে মাথা থেকে ইঁদুর তাড়াবে, সে উপলব্ধিবোধও এরা হারিয়ে ফেলেছে। বিখ্যাত এক উর্দু কবির ভাষায়-

"শের কি সারপে বিল্লি খেল রাহি
ক্যায়সা হ্যায় মুসলিমা কা বদনসীব,
শাহাদাত কি তামান্না ভুল গ্যায়ি
তাসবীহ কি দাঁনুমে জান্নাতে ঢুঁঢ়রাহি"।

হযরত উমর (রা:) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালা এই কুরআনের মাধ্যমে একদল লোককে উন্নত করবেন এবং অপর দলের পতন ঘটাবেন।" (মুসলিম)

উল্লেখিত এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, যেসব লোক কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসবে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে সম্মানিত করবেন। আর যেসব লোক এর বিরুদ্ধাচারণ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিবেন, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে কোনো সাফল্য নেই।

নবী করীম (স.) বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের ওপর অন্ধকার রাতের মতো বিপদ ধেয়ে আসবে"। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স.)! সে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী?" নবী করীম (স.) জবাবে বললেন, "আল্লাহর কিতাব, এতে রয়েছে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের ইতিহাস, তোমাদের পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের জন্য পালনীয় বিধান, এটি চূড়ান্ত যা আদো উপক্ষো করার মতো নয়"।

অতীতে বিভিন্ন জাতি আল্লাহর বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার কারণে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, পৃথিবীতে কিভাবে তারা নির্যাতিত হয়ে দাসসূলভ জীবন-যাপন করেছে, কোথাও সমূলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এসব ইতিহাস উপস্থিত ও অনাগত মানব মন্ডলীর জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন তার এসব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে পৃথিবীতে সৌভাগ্যের আসনে আসীন হতে পারে। অপরদিকে এ সংবাদও চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করা ও এর বিরোধিতা করার পরিণতিও চরম ভয়ঙ্কর। এ কুরআনকে অনুসরণ করার কারণে তা পরিণত হয় সাফল্য ও উন্নতির একমাত্র সোপানে, অপরদিকে একে উপেক্ষা করার কারণে এ কুরআনই পরিণত হয় চরমপত্রে এবং এই চরমপত্রই বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

হযরত ইমাম মালেক (রহ:) এর একটি বিখ্যাত উক্তির মধ্য দিয়ে আমার এ লেখা শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন, "এ জাতি (মুসলিম মিল্লাত) যে জিনিসের বদৌলতে একদিন যে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছিলো, শেষ যুগেও তার সাহায্যেই (অর্থাৎ, কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) কল্যাণ লাভ করবে, এর কোনো বিকল্প নেই"।

মানবাধিকার লংঘন ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এই কঠিন দুর্দিনে আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের ও অনাগত প্রজন্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেকটি ঘরকে কুরআন শেখার এবং তা অনুশীলনের দুর্গে পরিণত করি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের হৃদয়কে কুরআনের রঙে রঙিন করুন এবং আমাদের সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ অনুকূল করে দিন- আমিন ইয়া রাববাল আলামীন।

লেখক- নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.icsbook.info

বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবির একটি একক ও অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোবারক হোসাইন

শিবিরের আত্ম প্রকাশ সময়ের অনিবার্য বাস্তবতা:কোন প্রেক্ষাপট ছাড়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম নেয় না তেমনি কোন প্রয়োজন ছাড়া কোন সংগঠনের জন্মও হয় না। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা ছিল তৎকালীন সময়ের এক অনিবার্য দাবি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ,ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এ ধরনের একটি সংগঠনের আত্ম প্রকাশ অনিবার্য করে তোলে ।

দেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মেধা ও সম্পদ পাঁচার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। জনগণের জান-মাল, ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা ছিল না। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়েমের জন্য চাপিয়ে দেয়া হয় বাকশালতন্ত্র। জুলুম নির্যাতনের স্টীম রোলারে পিষ্ট সর্বস্তরের ছাত্রজনতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরাধীনতায় পর্যবসিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের মাধ্যমে জালিমশাহীর পতন ঘটে। কিন্তু শেষ হয়নি ষড়যন্ত্র। গণতন্ত্র মুক্তি পেলেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তোলার জন্য সৎ ও যোগ্য লোক তৈরির কোন সুনির্দিষ্ট পকিল্পনা ছিল না। ছিল না দেশ পরিচালনার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য। ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ হলেও তাদেরকে দেশ গঠনের উপযোগী করে তোলার কোন পথ তখন ছিল না। এমতাবস্থায় দেশগঠনের জন্য সৎ, যোগ্য, মেধাবী ও দক্ষ নেতৃত্বের বিকাশে এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মহান ও পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

নব যাত্রার শুভলগ্ন থেকেই ছাত্রশিবিরকে থামিয়ে দেবার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়। ইসলাম বিরোধী শক্তি ছাত্রশিবিরের এ আত্মপ্রকাশকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ছাত্রশিবিরের উপর চলে অত্যাচার, অবিচার, জেল, জুলুম, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অপপ্রচার ও হত্যাযজ্ঞ। কোনভাবেই তারা ছাত্রশিবিরকে এগুতে দিতে চায়নি। তাদের সন্ত্রাসের কারণে ১৮০ জন শিবির নেতা-কর্মীকে জীবন দিতে হয়ছে; আহত ও পঙ্গু হয়েছে শত শত ছাত্র। সকল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে গাঢ় তামাশার পথ চিরে চিরে ছাত্রশিবির আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ছাত্রশিবির আজ একটি আন্দোলনের নাম। ইসলামী ছাত্র শিবির ছাত্র সমাজের বিপ্লবের স্পন্দন। আগুনঝরা বারুদের পল্লবিত বৃক্ষের নাম ছাত্রশিবির। অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ভালবাসা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন আজ শুধুই ছাত্রশিবিরকে কেন্দ্র করে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার প্রতিটি জনপদ, নদী-খাল-বিল, উপত্যকায় আজ ছাত্রশিবিরের জয়গান-'পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে আমরা শিবির গড়েছি।'

ছাত্রশিবির বাতিলের আতঙ্ক ধরানো একমাত্র উচ্চারণ। উত্তাল আগ্নেয়গিরির উদগীরীত লাভা আজ সমস্ত অন্যায়কে

www.icsbook.info

মুছে দিতে চায়। ছাত্রশিবির তার গতি দিয়ে প্রতিরোধ করে বাতাসে গতি, স্রোত দিয়ে থামিয়ে দেয় সমুদ্রের উত্তাল গর্জন আর আকাশের অসীমকে খোদার রাজ্যের সীমানায় টেনে নামিয়ে নিতে চায়। অপ্রতিরোধ্য এই সংগঠনটি হচ্ছে ছাত্রশিবির। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের নাম। ছাত্রশিবির বাংলাদেশের একমাত্র শহীদী কাফেলা। বিপ্লবী ফেনিল তরঙ্গের এক উচ্ছসিত স্রোতই হচ্ছে ছাত্রশিবির। ছাত্রশিবির আজ যৌবনের প্রতীক, উচ্চকিত শ্লোগান আর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের অবলম্বন আজ ছাত্রশিবির। হতাশ, বৈরী ও ঘুনে ধরা ছাত্র সমাজের সর্বশেষ আশাস্থল হচ্ছে শিবির। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার এক অপ্রতিরোধ্য কাফেলার নাম ছাত্রশিবির। সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্বের উৎসস্থল হচ্ছে ছাত্রশিবির। বাতিলের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদের জন্য ছাত্রশিবির হচ্ছে ভূমিকম্প। অন্যায়, অসত্য ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে শিবির হচ্ছে একটি চলমান সাইক্লোন। নতুনের কেতন উড়ায় ছাত্রশিবির। বিজয়ের জয়গান গায় ছাত্রশিবির। মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ছাত্রশিবির। নতুন আবিষ্কারে উদ্বেল তারুণ্যের উৎসাহ ছাত্রশিবির। যেখানে মেধা, মননশীলতা আর মূল্যেবোধের জয়গান সেখানেই ছাত্রশিবির। শিবির মেধাহীন, সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্ররাজনীতির বিপরীতে সৎ, যোগ্য, খোদাভীরু ও জবাবদিহীতামূলক নেতৃত্ব বিকাশের কারখানা। ছাত্ররাজনীতিতে শিবির ইতিবাচক, গঠনমূলক ও সুষ্ঠু ধারার ছাত্র রাজনীতির প্রবর্তক। সর্বোপরি ইসলামী ছাত্রশিবির একটি একক ও অনন্য শিৰা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইসলামী ছাত্রশিবির : ইসলাম-শান্তি - Peace, ছাত্র-Student, শিবির-Tent তাঁবু বা ঘাঁটি। ইসলামকে জীবন ব্যবস্া হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন ছাত্রদের তাঁবু বা ঘাঁটি হচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির। shibir কে বিশ্লেষণ করলে ..s-student,h-honest,i-intellectual,b-brightness,i inspiration,r-respectful.

শিবির হচ্ছে একটি চলমান সাইক্লোন

ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য : আলস্নাহ প্রদত্ত রাসূল (সা) এর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী মানবজীবনের সার্বিক পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্ষ্টি অর্জন।" এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্র সমস্যার সমাধান এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মান-এ ৫ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে শিবির তার কর্মতৎপরতা পরিচালনা করে।

শিবির কেন প্রতিষ্ঠিত? আলস্নাহর এ জমীনে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কোরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান ও পবিত্র লৰ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। চমক লাগানো কোন সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিল তার লৰ্য নয়।

ছাত্রশিবির একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ ছাত্রশিবির এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশ্ববিদ্যালয় একজন শিক্ষার্থী কে বিশ্বমানের ডিগ্রী প্রদান করে থাকে যেমন কর্মী,সাথী,সদস্য। A university is an institution of higher education and research, which grants academic degrees at all levels (bachelor, master, and doctorate) in a variety of subjects. বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থী তার মেধা মনন ও প্রতিভা বিকাশের যাবতীয় উপকরণ পেয়ে থাকে। যেসব উপায় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা যায়, Hermonious Development of Body, Mind and Soul-এর সবগুলো শর্তই শিবিরের কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও

www.icsbook.info

এছাড়াও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সিলেবাস, নিয়মিত পাঠ্যচক্র, সামষ্টিক পাঠ, স্টাডি সার্কেল, স্টাডি ক্লাস, নিয়মিত অধ্যয়ন, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গণে পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক ও লাইব্রেরী ব্যবস্থা।
ছাত্রশিবির স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন? উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ছাড়াও ইসলামী ছাত্রশিবিরের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শিবিরকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংগঠন থেকে স্বাতন্ত্রমন্ডিত করেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

সৃষ্টি-স্রষ্টা সম্পর্ক-অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন: স্রষ্টার সম্পর্ক, স্রষ্টার অধিকার ও সৃষ্টি কর্তব্যজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হয়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন এবং একে অপরের উপর দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই। অন্যদিকে ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীকে

ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীকে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে থাকে

সমন্বিত সিলেবাস : এ সিলেবাসটি সমন্বিত সিলেবাস। সিলেবাসটিকে প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে নৈতিক মানোন্নয়ন ও মূল্যবোধ বিকাশের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মানবিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ নেই। অন্যদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেবাস অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী প্রচলিত শিক্ষা লাভের পাশাপাশি তার নৈতিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশ করতে সৰম হয়।

স্তরভিত্তিক সিলেবাস : প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সিলেবাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর তাদের নিজস্ব জনশক্তির মান উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সিলেবাস ভিত্তিক কার্যকর অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থা নেই। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকলেও তা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্কুল ছাত্রদের জন্য Book list ছাড়াও কর্মী, স্কুল কর্মী, সাথী ও সদস্যদের জন্য পৃথক স্তরভিত্তিক সিলেবাস রয়েছে।

উচ্চতর অধ্যয়ন : প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন উচ্চতর অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে তেমনি ইসলাম ও জীবন জগতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গভীর অধ্যয়নের জন্য শিবিরেও একটি পৃথক উচ্চতর সিলেবাস আছে। শিবিরের সদস্য ভাইয়েরা সদস্য হবার পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন ও পারদর্শিতার জন্য উচ্চতর সিলেবাস নির্ধারণ করে থাকে। এ ধরনের উচ্চতর অধ্যয়ন' এর কোন পদ্ধতি অন্য কোন ছাত্র সংগঠনে নেই।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কাঙ্খিত মানের হওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেই প্রত্যাশিত কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তি স্বার্থ, উচ্চাকাঙ্খা ও নীতিবোধহীন অস্বস্থিকর এক সম্পর্কের ভিতরে ছাত্ররা আজ শিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে তারা মৌলিক কিছুই শিখতে পারছে না। এ জন্যই সায়েন্স ল্যাবরেটরি স্কুলের এক শিক্ষককে তারই দু'ছাত্র গুলি করে হত্যা করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির এধরনের অপরাধ প্রবনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

www.icsbook.info

রিপোর্টিং : ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী, সাথী ও সদস্যদের প্রতিদিন ব্যক্তিগত রিপোর্ট লিখতে হয়। ব্যক্তিগত Reportএর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মীকে জ্ঞান ও আমলের দিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উপযোগী করা, নৈতিক ও আত্মিক দিকসহ সকল দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে Report এর ব্যবস্থা আছে তা আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ছাত্র সংগঠনে নেই। ইদানিং কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে ব্যক্তিগত ডায়েরি লিখার ব্যবস্থা থাকলেও তা ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি থেকে অনুসৃত। এছাড়াও শিবিরের প্রতিটি ইউনিট প্রতিমাসে তাদের মাসিক কাজের Report তৈরী করে থাকে। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজের Report পর্যালোচনা ও পরামর্শ দানের জন্য ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। রাসুল (সা) বলেছেন যার আজকের দিন গতকালকের চেয়ে উন্নত হল না সে অভিশপ্ত।

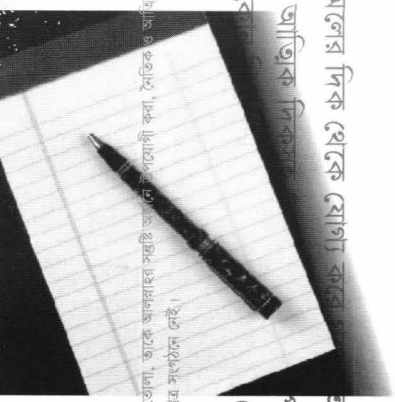

প্রতিটি কর্মীকে জ্ঞান ও আমলের দিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উপযোগী করা, নৈতিক ও আত্মিক দিকসহ সকল দিক থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে Report এর ব্যবস্থা আছে তা আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ছাত্র সংগঠনে নেই।

ছাত্রবাছাই ও অন্তর্ভূক্তির অনন্য পদ্ধতি : আমাদের কর্মপদ্ধতির দাওয়াত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কৌশলগত পদ্ধতি চরিত্রবান, নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন, সমাজে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালী ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই শ্রেণী যদি সংগঠনের দাওয়াত গ্রহণ করে তবে অন্যান্য ছাত্ররা কম সময়ের মধ্যেই দাওয়াত গ্রহণ করবে। কেননা এ শ্রেণীর ছাত্ররা বাকি সকল ছাত্রের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। টার্গেট নির্ধারণের পর পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্প্রীতি স্থাপন এবং ক্রমধারা অবলম্বন করতে হয়।

সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসমাজের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। কাগজ কলম খাতাসহ শিক্ষা উপকরণের দাবিতে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে বহুকর্মসূচি পালন করে শিবির। শিবির প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবির ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে সেখানেই শিবির আরো বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে।

শিক্ষানীতির জন্য আন্দোলন : শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৪৪ বছর পরও বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ ও চেতনার আলোকে দেশে কোন শিক্ষা-নীতি প্রণীত হয়নি। বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শিবির বরাবরই এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথমত শিবিরের জনশক্তি ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করে জনমত সংগ্রহের জন্য জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন, স্থানীয় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক, বুকলেট প্রকাশ, পুস্তিকা প্রকাশ, শিক্ষা স্মরণিকা প্রকাশ ও Workshop, গ্রুপ মিটিং ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে ১৫ আগস্টকে "ইসলামী শিক্ষা দিবস" হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ২০০২ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান মেলা, জাতীয় সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর, শিক্ষা সামগ্রী প্রদর্শন, Understanding Science Series প্রদর্শনী এবং "আমাদের শিক্ষা সংকট ঃ উত্তরণের উপায়" শীর্ষক বুকলেট প্রকাশসহ বহুবিধ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

www.icsbook.info

শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ দেয়া উচিত অনেক সময়েই তা দেয়া হয়নি। পাঠ্যপুস্তকে ব্রাহ্মণ্যবাদের আসর, দেরীতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ দলীয়করণ, ইতিহাস বিকৃতি ও জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি, বিপক্ষ শক্তি হিসাবে বিভক্ত করার গভীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শিবির সব সময় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। মিছিল, মিটিং, ছাত্রধর্মঘট, সমাবেশ বিক্ষোভ, ঘেরাও, লিফলেট, প্রচারপত্র বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ভূমিকা পালন করেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বৈষম্যের প্রতিবাদ: বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বরাবরই অবহেলিত। এবতেদায়ীর জন্য আওয়ামী সরকারের কোন বাজেট ছিল না। তাদের ফ্রি-বই বিতরণ ও বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল না। একটি মাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড। একটি মাত্র প্রশিক্ষণ Institute পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য ভাল ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা ছাত্ররা B.C.S পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। বিপুলসংখ্যক ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাকে সমন্বয় করার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার মধ্যে বিরাট ব্যবধান করে রাখা হয়েছে। শিবির তার জন্মলগ্ন থেকেই মাদ্রাসার এ বৈষম্য দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী শিক্ষা দিবস উদযাপন : শিবির এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ দিন থেকে ১৫ই আগস্টকে ইসলামী শিক্ষা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। ১৯৬৯ সালের এ দিনে ইসলামী শিক্ষার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে জীবন দিতে হয়েছে শহীদ আব্দুল মালেককে। প্রতি বছর এ দিনকে সামনে রেখে সারা দেশে শিক্ষা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ইসলামী শিক্ষার পক্ষে স্বাক্ষর অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। একটি ছাত্র সংগঠনের এটি একটি ব্যতিক্রম উদ্যোগ।

সৃজনশীল প্রকাশনায় শিবির : ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। আধুনিক রুচিসম্মত এবং সামাজিক চাহিদা নির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী এই বিভাগ থেকে প্রকাশ করা হয়। তথ্যবহুল দাওয়াতী কার্যক্রম, উপহার আদান প্রদান এবং সুস্থ বিনোদন চর্চায় শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী অনন্য। এই প্রকাশনা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে নববর্ষের ৬ প্রকার ক্যালেন্ডার, ৪ প্রকার ডায়েরী, অসংখ্য ক্যাসেট এবং বহু রকমের কার্ড, ভিউকার্ড, স্টিকার, মানোগ্রাম, কোটপিন, চাবির রিং, চিঠির প্যাড ইত্যাদি প্রকাশনীর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের মাঝে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। শিবিরের প্রকাশনা সামগ্রী সর্বস্তরের মানুষের কাছে একটি অপরিহার্য সৌন্দর্য্যের প্রতিক। তথ্যবহুল, গবেষণালব্ধ, বহু রং ও ডিজাইনের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি দেশ ও বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মনোরম সমসাময়িক প্রচ্ছদ নিয়ে মাসিক ছাত্রসংবাদ, কিশোরকণ্ঠ, Perspective, ত্রৈমাসিক-At a Glancce বের হয়, যা ইতিমেধ্যই পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিশোকণ্ঠ ও Youth Wave ম্যাগাজিন হিসাবে বের হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান সামগ্রী প্রকাশনা : দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশ করেছে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যার উপর রেফারেন্স বই ও চার্ট পেপার। এ বইগুলো এস.এস.সি/দাখিল, এইচ.এস.সি/আলিম ও ডিগ্রীর প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনন্য ও অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বহুরঙ্গা ও দ্বিমাত্রিক চিত্রসহ সম্পূর্ণ ডি.টি.পি তে ও ইলাস্ট্রেটেড ডিজাইনে ছাপানো এ উচ্চমানের বইগুলো বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ প্রয়োজন এবং একাডেমিক শিক্ষার যথার্থ তথ্য উপকরণ দিয়েই এই Understanding Science Series প্রকাশিত হয়েছে।

www.icsbook.info

সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে : একটি দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এ দেশের ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে শিবিরের রয়েছে নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভান্ডার। জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের পাশাপাশি একজন ছাত্রকে মানসিক বিকাশের জন্য এবং তার মধ্যে সহজভাবে ইসলামের জীবন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য রয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে ছাত্র ও যুবসমাজকে রক্ষা করে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হলেও প্রয়োজন পরিশীলিত সংস্কৃতির আয়োজন। সাহিত্য সংস্কৃতি মানেই অশীক্ষালতা-বেহায়াপনা, পাশ্চত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ অনুকরণ এই ধারণার পরিবর্তন করতে শিবির বদ্ধপরিকর। ইসলামী ছাত্রশিবির সে জন্যই ইসলামী সাংস্কৃতির এক বিরাট জগতকে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সাইমুম, প্রত্যয়, বিকল্প, উচ্চারণ, পাঞ্জেরী ও টাইফুন ইত্যাদি শিল্পীগোষ্ঠীর সমগ্র দেশেই সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।

ছাত্রকল্যাণমূলক কর্মকান্ড : ছাত্রদের কল্যাণমূখী কর্মকান্ড পরিচালনায় শিবির তৎপর। বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানকারী ছাত্রদেরকে লজিং-এর ব্যবস্থা করে দেয়া, বেতন দানে অক্ষম ছাত্রদেরকে বেতন প্রদান, বই ক্রয়ে সহযোগিতাসহ, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ফ্রী কোচিং, বিনামূল্যে প্রশ্নপত্র বিলি এবং কর্জে হাসানা প্রদান করে থাকে।

লেন্ডিং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা : শিবির তার কর্মীদেরকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই তার বই শিবির পরিরচালিত লেন্ডিং লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে বই প্রদান করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও শিবির বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্লাসের বই লেন্ডিং লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করে থাকে। ফেরত দেয়ার শর্তে বই গরীব ও উপযুক্ত ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন : একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বমূলক কোন প্রতিযোগিতা থেকে শিবির পিছিয়ে থাকতে পারে না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজদের মূল কাজের পরিমাণ যাচাই করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণই আমাদের কাজ নয়, নির্বাচনের আগেও আমাদেরকে মৌলিক বা বুনিয়াদি কাজ করতে হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় সভাপতি অনুমতি নিতে হয় এবং প্যানেলে কে কোন পদে নির্বাচন করবে সেটাও কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্ধারণ করে থাকেন। আমরা নিজেদের মূল কাজ বাদ রেখে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি না।

কোচিং ও গাইড : বাজারে প্রথম শ্রেণীর গাইড ও কোচিং বলতে যা বুঝায় সেগুলো ইসলামী ছাত্রশিবিরের। বুয়েট, কৃষি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইসলামী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকসহ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের গাইড এবং কোচিং রয়েছে। এছাড়াও ক্লাস কোচিং, বৃত্তি কোচিংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কোচিং রয়েছে। বাজারের অন্যান্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কোচিং এর মতো নয়। ছাত্রদেরকে ভর্তি উপযোগী করার জন্য ছাত্র-কল্যাণমূলক মনোভাব নিয়ে এ কোচিং পরিচালিত হয়।

নকল প্রবণতা থেকে মুক্ত : ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদেরকে নকল প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। শিবিরের সাথী ও সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা নকল করতে পারে না। কেউ নকল করলে তার সাথী বা সদস্য পদ বাতিল করা হয়। কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিলেও শিবির তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অন্য কোন ছাত্রসংগঠনে তা কল্পনা করা যায় না।

স্পিকার্স ফোরাম : ছাত্রশিবির মেধাবী ছাত্রদের যোগ্যতার বিকাশে এবং সুপ্ত প্রতিভার পরিস্ফুটনের জন্য স্পিকার্স ফোরামের মাধ্যমে ভাল বক্তা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্যতা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে।

www.icsbook.info

I.T-তে শিবির : শিবির তার জনশক্তিকে I.Tসচেতন করার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে। শিবিরের Website www.shibir.org, শিবির ডিজিটাল বুক-১ বের করেছে এ কিশোরকণ্ঠ ও Youth Wave এর মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাগাজিন হিসেবে বের করে। কিশোর কণ্ঠের Website, www.kishorkantha.com শিবিরের Report কে ডাটাবেইজ করা হয়ে থাকে। প্রকাশনা, দাওয়াহ ও তথ্য বিভাগে ডাটা বেইজ তৈরির কাজ চলছে।

সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড : ইসলামী ছাত্রশিবির সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। সংকট ও দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ বিতরণ, উদ্ধারকাজ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, রক্ত দান ও ব্লাড গ্রুপিং সহ নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিবির সাধারণ ছাত্রজনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সমাজ সচেতন করে গড়ে তোলা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিবির সে কাজটি প্রতিনিয়তই করে থাকে। অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংগঠনের এ ধরনের উদ্যোগ খুবই গৌণ।

বিজ্ঞানভিত্তিক ৫ দফা কর্মসূচি : আমাদের কর্মপদ্ধতি রচিত হয়েছে কুরআন সুন্নাহ, ও যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ যুগের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পানে ধাবিত হওয়ার একটি নিরেট পথ তৈরি করার জন্য। বাংলাদেশে যদি কোন ছাত্র সংগঠনের জন্ম দিতে হয় তাহলে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে শিবিরের কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলকে অনুসরণ করতে হবে।

আমাদের কর্মপদ্ধতি রচিত হয়েছে কুরআন সুন্নাহ, ও যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে

বাংলাদেশে যদি কোন ছাত্র সংগঠনের জন্ম দিতে হয় তাহলে অবশ্যই শিবিরের কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলকে অনুসরণ করতে হবে

শিবির তার জনশক্তিকে I.T সচেতন করার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছে

আভ্যন্ত্বরীণ সাংগঠনিক পরিবেশ : শিবিরের আভ্যন্ত্বরীণ পরিবেশ জান্নাতি পরিবেশ। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্ত্রের ঝনঝনানী, সন্ত্রাস, ছিনতাই, সংঘাত, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অশীক্ষালতা, বেহায়াপনার সয়লাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছাত্রসমাজ। ফেনসিডিল, হিরোইন, ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রকে নির্দ্বিধায় আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে নৈতিক অবক্ষয়ের এ প্রচন্ড ধাক্কা শিবিরকে স্পর্শ করতে পারেনি। শিবিরের একজন কর্মী নিজেদের হাতে নিহত হয়েছে এমন কোন ঘটনা কল্পনাও করা যায় না; কোন কর্মী অন্য কর্মীর গায়ে হাত দিয়েছে এমন কোন ঘটনাও নেই। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও উৎসাহ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, শুভাকাঙ্খা ও ভালবাসা। তদুপরি নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য ত্যাগী মনোভাব ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক পরিবেশকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে।

ভারসাম্যপূর্ণ সংবিধান : আমাদের সংবিধানে ৫০ টি ধারা, তিনটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট আছে। এটি উপধারা বিবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, নাতিদীর্ঘ, সহজ-সরল, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়ের সমন্বয়। এ সংবিধানে ক্ষমতার একটি সুন্দর ভারসাম্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় সভ্যপতি কার্যকরী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার সকল কাজের জন্য কার্যকরী পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। কার্যকরী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সভাপতির মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতাবিরোধ দেখা দেয় এবং কে অপরের রায় মেনে নিতে না পারেন তাহলে চূড়ান্ত্ব সিদ্ধান্তে সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

www.icsbook.info

জবাবদিহীতা: আমাদের সংগঠনে প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চেতনা থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা বাস্ত্মবায়ন ও দায়িত্ব পালনে উর্দ্ধতন দায়িত্বশীলদের কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা আছে। সংগঠনের জনশক্তি, সম্পদ, সংগঠনের মর্যাদা ইত্যাদি আমানত। সে আমানতের খেয়ানত যেন না হয় সে জন্য দায়িত্বশীলগণও জবাবদিহির চেতনা নিয়েই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উমর ফারুক রা. এর লম্বা জামা দেখে খুৎবারত অবস্থায় সাহাবীরা তাকে কিভাবে লম্বা জামা পেলেন তার উত্তর দেয়ার পর বাকি খুৎবা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্র আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা শাহাদাতের তামান্নায়, উজ্জীবিত

বায়তুলমাল : সংগঠন পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকে। ইসলামী ছাত্রশিবির পরিচালনার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। তাকে আমরা বায়তুলমাল বলে থাকি। অন্যান্য সংগঠনে অর্থ উঁচু স্বর থেকে নিচের দিকে নাজিল হয় আর আমাদের সংগঠনে নিচ থেকে উপরদিকে মিরাজ হয়। শিবিরের সর্বস্ত্মরের জনশক্তি সংগঠনের বায়তুলমালে ইয়ানত দিয়ে সংগঠনকে গতিশীল রাখতে সহায়তা করে। প্রত্যেকটি কর্মী প্রতিমাসে সামর্থ্য অনুযায়ী এয়ানত দেন, শিবিরের প্রতিটি ইউনিটে যে শুভাকাঙ্খী রয়েছে তারাও প্রতিমাসে একটা নির্ধারিত পরিমাণ এয়ানত দিয়ে থাকেন।

আত্মসমালোচনা : আমাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ছাত্র প্রতিদিনই নিজেই নিজের সমালোচনা করে থাকে। মানুষ ভূল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। প্রতিদিনের ত্রুটির জন্য সে আল্লাহর কাছে তওবা করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে। পরবর্তী দিনগুলো যেন আরো সুন্দর হয় জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে সে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিশুদ্ধ করে।

ত্যাগ ও কুরবানীর এক অনুপম নজরানা : শিবির ত্যাগ ও কুরবানীর এক অনুপম নজরানা পেশ করছে। ত্যাগ ও কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন- তোমরা কি এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না! যে কারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, আর কারা ধৈর্য ধারণ করেন।' শিবির নেতা-কর্মীদের উপর যখন জুলুম-নির্যাতন চালানো হয় তখন তারা বলতে শিখেছে- "নির্যাতন সহ্য করা আমার নবীর সুন্নাত"। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর যে জুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে তা যদি অন্য কোন সংগঠনের উপর চালানো হতো তবে সেই সংগঠনকে খুঁজে পাওয়া যেত না। জুলুম-নির্যাতন নিষ্পেষণ, হত্যা শিবিরকে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে।

জনশক্তি শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত: শাহাদাত মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্র আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা শাহাদাতের তামান্নায়, উজ্জীবিত উচ্ছস্বিত প্রাণ। আশফাকুর রহমান বিপুকে সাংবাদিকরা তার হাত হারানোর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি তো আমার জীবনই আল্লাহর রাস্ত্মায় দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার জীবন গ্রহণ করেন নাই এ জন্য আমি পরিতৃপ্ত নই। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ২৬ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে আমার হাতটিকে কবুল করেছেন এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

www.icsbook.info

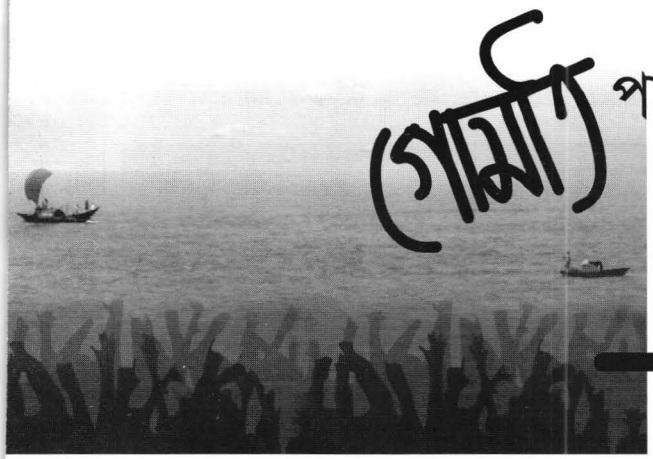

(গার্মা) পাড়ের জনপদে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের রাহবার ছিলেন যারা

অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি প্রত্যয়দীপ্ত বিপ্লবী কাফেলার নাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড বিদ্রোহ মানেই শিবির। যে কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী একটি বিপ্লবী শ্লোগানকে ধারণ করে, যে শ্লোগান উচ্চারণ করে জাহেলিয়াতের সকল বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করেছিলেন আবু বকর(রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান(রাঃ), আলী(রাঃ) সহ জান্নাতের সু সংবাদপ্রাপ্ত আল্লাহর প্রিয় গোলামেরা।

আল্লাহ মোদের প্রভূ, রাসুল মোদের নেতা, কোরআন মোদের সংবিধান, শাহাদাত মোদের তামন্নাএবং জিহাদ মোদের চলার পথ। এই প্রত্যয় নিয়ে শিবির টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়ার জনপদে পথহারা , দিশেহারা,শ্রান্তক্লান্ত,অনৈতিকতার বেড়াজালে আটকে পড়া যুব সমাজের মুক্তিদূত হিসাবে কালেমার দাওয়াত পৌছানোর গুরু দায়িত্ব আনজাম দিয়ে যাচ্ছে। হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাড়িয়েও মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপোষ করেনি এই কাফেলা। তাই প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ পথচলার প্রতিটি মহুর্ত ছিল কন্টকাকীর্ণ।, ঘটেছে অজস্র ঘটনা। শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জিবীত শিবির কর্মীরা আপোষ করেনি বাতিলের সাথে। তাই শাহাদাতের পথকেই বেছে নিয়েছেন তারা। একারণেই শাহাদাতের এ মিছিল দীর্ঘ মিছিলে পরিণত হয়েছে। যাদের হৃদয় মনকে মহান মনিব প্রশান্ত করেছেন হেদায়েতের মহান দ্বারা তারা আমৃত্যু হেদায়েতের পথে অটল ,অবিচল ও দৃঢ় থেকে হকের পথে কল্যাণের পথে, ধৈর্য্যের পথে টিকে থাকবেন এবং কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার এই জান্নাতি মিছিলকে দীর্ঘ করার প্রত্যয়ে এগিয়ে চলবেন- এটাই মহান প্রভূর কামনা। তাইতো তাদের কণ্ঠে মহান রবের নিকট ফরিয়াদ- হে প্রভূ একবার যখন দয়া করে হেদায়েত দান করেছে অতএব আর কখনো আমাদের দ্বীলকে বাঁকা পখে যেতে দিবেন না আপনার পথ থেকে। আমাদের উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন। আপনি অবশ্যই মহান দাতা।

কুমিল্লা জেলা উত্তর সাংগঠনিক শাখার পদযাত্রা

প্রতিষ্ঠার পর বৃহত্তর কুমিল্লা(কুমিল্লা, চাঁদপুর,বি-বাড়ীয়া) কেন্দ্রের অধীনে একটি শাখা হিসাবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে জেলা প্রসাশনিক ভাবে বিভক্ত হওয়ার পর কুমিল্লা জেলা কেন্দ্রের অধীনে একটি শাখা হিসাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে কুমিল্লা শহর যখন সদস্য শাখার মর্যাদা লাভ করে তখন জেলা শাখা আলাদা হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা কেন্দ্রের অধীনস্থ একটি শাখা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তখন সর্বশেষ জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করে জনাব মোঃ শাহজাহান। ১৯৯২ সালে কুমিল্লা জেলা উত্তর ও দক্ষিণ নামে দুটি সাংগঠনিক জেলা শাখা নামে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুরু হতে কুমিল্লা শহরের পুরাতন চৌধুরী পাড়াস্থ নুরজাহান লজ শিবিরের শহর ও জেলা শাখা কার্যালয় হিসাবে ছিল। শত সহস্র শিবির কর্মীর স্মৃতি বিজড়িত সেই নুরজাহান লজ ও টিএন্ডটি মসজিদ মেস। বিভক্ত কুমিল্লা জেলা উত্তর সাংগঠনিক জেলার প্রথম সভাপতি হিসাবে উত্তর জেলা প্রতিটি জনপদ যার পদচারণায় মুখরিত ছিল তিনি হলেন জনাব মু.মনিরুল ইসলাম। শুরুতে ৪টি মাত্র সাথী শাখা নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। শুরু থেকে অদ্যাবদি যারা জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন নিম্মে তাদের তালিকা উপস্থাপন করা হল।

www.icsbook.info

শুরু থেকে অদ্যাবদি যারা জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন নিম্মে তাদের তালিকা

সেশন	সভাপতি	সেক্রেটারী
১৯৯২	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা সরকার ভিপি
১৯৯৩	মোঃ মনিরুল ইসলাম	আব্দুল ওহাব ভূইয়া
১৯৯৪-৯৫	আব্দুল ওহাব ভূইয়া	মোঃ আলী আশ্রাফ খাঁন
১৯৯৬-৯৭	মোঃ আলী আশ্রাফ খাঁন	সাইফুল আলম
১৯৯৭-৯৮,৯৯	সাইফুল আলম	মোঃ শহীদুল ইসলাম
২০০০-০১	মোঃ শহীদুল ইসলাম	মু. গিয়াস উদ্দিন/ আহসানুর রহমান হাসান
২০০২-আগষ্ট২০০২	আহসানুর রহমান হাসান	আব্দুল কাইয়ূম মজুমদার
২০০২-২০০৪	আব্দুল কাইয়ূম মজুমদার	মোঃ সাইফুল ইসলাম শহীদ
২০০৪-২০০৬	মোঃ সাইফুল ইসলাম শহীদ	মোঃ দেলোয়ার হোসেন সবুজ
২০০৭-২০০৮	মোঃ দেলোয়ার হোসেন সবুজ	মোঃ মনিরুজ্জামান বাহলুল
২০০৮-০৯	মোঃ মনিরুজ্জামান বাহলুল	মাওঃ মাহবুবুল আলম
২০০৯-২০১১	মাওঃ মাহবুবুল আলম	মোঃ মাহবুবুর রহমান সরকার/মোঃ লুৎফর রহমান খাঁন মাসুম
২০১২-চলমান	মোঃ লুৎফর রহমান খাঁন মাসুম	মোঃ নজরুল ইসলাম/ মোঃ মনিরুজ্জামান

কুমিল্লা জেলা উত্তর সাংগঠনিক শাখার পদযাত্রা

দেশের ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শিবির বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে

শিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটি আদর্শিক ছাত্র সংগঠন হিসাবে ছাত্র জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ৫ দফা কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ন কর্মসূচী হল ছাত্রসমস্যার সমাধানে ভূমিকা পালন।

দেশের ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শিবির বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে ছাত্র কল্যানে শিবিরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লজিং যোগার করে দেওয়া, টিউশন যোগার করে দেওয়া, কোচিং ক্লাস করা,দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদানে মত কর্মসূচী ছাত্রজনতার ভূয়সী প্রসংশা অর্জন করেছে। শিবির মানে বিভিন্ন কলেজ ,বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কল্যানে ব্যপক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ছাত্র সংসদে দৃঢ় অবস্থান থাকা দরকার। একারণে শিবির দেশের বিবিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যপক সাফল্য অর্জন করে আসছে। তারই অংশ হিসাবে কুমিল্লা জেলা উত্তর অঞ্চলের সেরা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যেখানেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে শিবির সেখানেই অংশগ্রহন করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারী কলেজ। যেখানে আশির দশক হইতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়ে আসছে এবং শিবির প্রতিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছে। উল্লেখ করা দরকার প্রত্যেকটি নির্বাচনে শিবির কম বেশী নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল। শিবির এই কলেজে উপহার দিয়েছে ২জন ভিপি-জনাব গোলাম মোস্তফা সরকার ও মোঃ জয়নাল আবেদীন।

১জন জি এস- জনাব মোঃ মহসীন। ৫ জন এ জি এস-আনিছুর রহমান, জসিম উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন,মাহবুবুর রহমান মুকুল, শরীফুল ইসলাম।

এই ফলাফল অত্র অঞ্চলের ছাত্র জনতার নিকট শিবিরের আদর্শকে পৌঁছানোর একটি বিশাল মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। তাছাড়া অন্য যে সকল কলেজ গুলোতে শিবির প্রতিদ্বন্দিতা করেছে সে গুলো হল- কোম্পানীগঞ্জ বদিউল আলম ডিগ্রী কলেজ, শ্রীকাইল ডিগ্রী কলেজ, সাহেবাবাদ ডিগ্রী কলেজ, নিমসার জুনাব আলী কলেজ, গৌরীপুর মুন্সি বজলুর রহমান ডিগ্রী কলেজ ও হাসানপুর শহীদ নজরুল ডিগ্রী কলেজ।

www.icsbook.info

এ অঞ্চলে আন্দোলনের প্রতিটি বাঁক ছিল কন্টকাকীর্ণ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং বাতিলের সাথে আপোষহীনতার কারণে ইসলামী আনেআলনের ধারাবাহিকতায় শুরু থেকেই খোদাদ্রোহী ও ক্ষমতাসীন কায়েমী সার্থবাদী শক্তির পথের বড় বাঁধা ছিল শিবির। তাই বহু চড়াই উৎড়াই, নির্যাতন ও জুলুমের বিশাল পথ অতিক্রম করে শিবিরকে টিকে থাকতে হয়েছে। শাহাদাতের বিশাল মিছিল এই কাফেলার, পঙ্গুত্ববরণ ও আহত হয়ে অমানবিক জীবন যন্ত্রনা সয়ে বেঁছে আছে অনেক বনী আদম। কুমিল্লা উত্তর জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও অনেক নিরপরাধ শিবির কর্মীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এ অঞ্চলের মাটি। দেবিদ্বারে ১ম ১৯৮৭ সালে তৎকালীন দেবিদ্বার ও মুরাদনগর থানা সভাপতি মোঃ শাহজাহান (পরবর্তীতে জেলা সভাপতি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মিছিল বের করলে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি মিছিলে আক্রমণ করে মিছিল কে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে দেবিদ্বার কলেজে গোলাম মোস্তফা সরকার (পরবর্তীতে জেলা সেক্রেটারী)সহ কয়েকজন ভাইয়ের উপর ছাত্রদল অতর্কিত হামলা করে এবং গোলাম মোস্তফা সরকার গুরুতর আহত হয়। ৯১ সালে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন কালীন সময়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে শিবিরের ২০/২৫ জন ভাই আহত হয়। এবং এই ঘটনার পর ক্ষমতাসীন দলের এম.পি'র নির্দেশে কলেজ ছাত্রসংসদের ভি.পি প্রার্থী সহ ১৭ জনকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। ১৯৯৭ সালের ১৯ আগষ্ট ছাত্রশিবিরের ছোট আলমপুরস্থ অফিসে ছাত্রলীগ আক্রমন করে ভাংচুর চালায় এবং কোরআন হাদীস সহ অনেক ইসলামী সাহিত্য পুড়িয়ে দেয়। ছাত্রলীগের হামলায় সাবেক এ.জি.এস তমিজ উদ্দিন, বাবুল, মিজানুর রহমান, তপু, খোরশেদ সহ ১০/১৫জন মারাত্মক আহত হয়। ছাত্রলীগ রামদা, কিরিজ সহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তিতে ২০০০সালে ছাত্রলীগ কতৃক কিডন্যাপ হন শিবির কর্মী আব্দুর রশিদএবং কলেজ ক্যাম্পাসে মাথা ফাটিয়ে দেয় কলেজ সভাপতি মোঃ জাকির হোসেনকে।

বুড়িচংয়ে জাতীয় ছাত্রসমাজ কতৃক ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে আহত হন শিবির নেতা শাহীন রেজা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রশিবিরের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলায় আহত হন শিবির নেতা আব্দুল জলিল এবং সাইফুল আলম(পরবর্তীতে জেলা সভাপতি)সহ অনেকে। ১৯৯৪ সালে নিমসার জুনাব আলী কলেজে ছাত্রলীগের অনৈতিক কর্মকান্ডে বাঁধা দেওয়ার জের ধরে কলেজ শাখা সভাপতি মোঃ শহীদুল ইসলাম(পরবর্তীতে জেলা সভাপতি)কে আহত করে ছাত্রলীগ। এছাড়াও গৌরীপুর, চান্দিনা, দাউদকান্দিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রশিবিরের অনেক নেতা কর্মীর ত্যাগ ও নির্যাতন ও রক্তের উপর গড়ে উঠেছে আন্দোলনের সৌধ।

কুমিল্লা উত্তর অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের হৃদয়ে একটি বড় আসন জুড়ে অবস্থান করছে শহীদ আল-মামুন। শহীদ আল-মামুন অত্র অঞ্চলের হাজারো কর্মীর অনুপ্রেরণা। মহান মনিবের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আল-মামুনের শাহাদাত কে কবুল করে তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। তিনি যেন হকের পথে ,সত্যের পথে আমৃত্যূ এই কাফেলার সকল জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, খোদাদ্রোহী ,তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে দ্বীনকে বিজয়ী করেন। আমীন।

সাবেক জেলা সভাপতি

www.icsbook.info

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি, রাজধানী ঢাকার

ইসলামী আন্দোলন

এবং কিছু খন্ড চিত্র

মু. সাজ্জাদ হোসাইন

আমাদের স্বাধীনতা

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট জন্মনিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্ৰান। মুসলমানদের রক্ত ত্যাগ-কুরবানী আর শাহাদাতের বিনিময়ে ২০০ বছরের বৃটিশ গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছিল দেশটি। মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমি ছিল মুসলমানদের শত বছরের প্রাণের দাবী। কত প্রাণ বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। কত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে তার জন্য অপেক্ষা করে করে। ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল মুসলমানদের হারানো সালতানাত। শত শত বছর শাসন করেছে মুসলমানেরা। এ উপমহাদেশের তাজমহল, সিলমহল, সহ অসংখ্য-অগনিত স্থাপনা নির্মান করেছে মুসলমানেরা। ভারতবর্ষে ব্যাবসা করতে এসে কতিপয় মীর জাফরদের সহযোগিতায় দেশ দখল করল ইংরেজরা। তার পর থেকেই মুসলমানদের ইংরেজবিরোধী আন্দোলন। মুসলমানেরা প্রায় ১৬০০ আন্দোলন পরিচালনা করেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এখানে জন্ম নিল সাইয়্যেদ আহমেদ বেরেলভী, তিতুমীর, শরিয়ত উল্লাহর মত বীর মুজাহিদ। আর মুসলিম আলেম ও নেতৃবৃন্দের প্রতি ইংরেজরা চালিয়েছে চরম জুলুম-নির্যাতন। নিস্পেশনের ষ্টীম রোলার। অসংখ্য আলেমকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে আন্দামান – নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। উইলিয়াম হান্টার তার "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" বইয়ে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনের কথা বলতে যেয়ে উল্লেখ করেন "ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামে এমন কোন বটগাছ পাওয়া যেত না যেখানে মুসলমান আলেমদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হত না" ২০০ বছরের গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে যখন পাকিস্ৰান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে মুসলমানেরা বহুকাল। সেই স্বপ্নের সাথে বাস্ৰবতার যেন মিল হলোনা কোনমতেই। ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলে বলেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন একটি পৃথক রাষ্ট্রের কর্নধার হলেন তখন তাদের কল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে বাস্ৰব রাষ্ট্রের কোন মিল থাকলনা। জনগণ যেন কুমিরের মুখ থেকে বেঁচে এসে বাঘের মুখে পড়ল। পাকিস্ৰানের রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চাইলেন নিজের খেয়াল খুশিমত। এই রাষ্ট্রটি পৃথক হওয়ার কথা যখন চলছে তখন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম মুজাদ্দেদ আল্লামা মওদুদী এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে। তিনি বলেছিলেন ইসলামী রাষ্ট্র কিন্তু খেলনায় পরিণত হয়েছে। কতিপয় মুসলমান একত্রিত হয়ে একটি প্লাটফরম গঠন করলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক চরিত্রগঠন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলেননি, বলেছেন এর জন্য প্রস্তুতির কথা। আর তা বাস্ৰবে রুপায়িত হয়েছিল পাকিস্ৰান প্রতিষ্ঠার পর। পশ্চিম পাকিস্ৰানের নামকাওয়াস্ৰে মুসলিম শাসক গোষ্ঠি চেপে বসল পূর্ব পাকিস্ৰানের জনগণের উপর। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে হল ভাষা আন্দোলন, সেখানে জীবন দিল, সালাম, বরকত, রফিক। ৬৯ এর গণঅভুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। জন্মহল এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র,বাংলাদেশ।

www.icsbook.info

সম্ভাবনার বাংলাদেশ ৫৬,০০০ বর্গমাইলের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পর্বতমালা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নীল জলরাশির বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এ সবুজ ভূখন্ড। অপার সম্ভাবনার আমাদের এই দেশটির মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তরল সোনা তেল, আছে গ্যাস, চুনাপাথরসহ অসংখ্য মূল্যবান ধাতু। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র তট রয়েছে আমাদের। আর সমুদ্র তীর থেকে ২০০ ন্যটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অগভীর মহীসোপানে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ টন কালো বালি যা দিয়ে নির্মাণ করা সম্ভব আধুনিকযুগের বিস্ময়কর আবিস্কার কম্পিউটারের সিলিকন চিপ। আর তার নিচেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য তেল ও গ্যাসের কূপ। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। সিলেটের কুলাউড়ায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ পাহাড় দিচ্ছে আগামীদিনের বাংলাদেশে সমৃদ্ধির ঝিলিক। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম এ দেশটির সবচেয়ে বড় সম্পদ এর জনশক্তি। প্রায় এক কোটি তরুণ যুবক প্রতিবছর বয়ে নিয়ে আসছে হাজার কোটি ডলারের রেমিটেন্স। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক খাত বিশ্বের দরবারে সুনামের সাথে নিশ্চিত করছে তার গুণগতমান এবং আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা।

একি ভয়ানক অক্টোপাস ?

আর আমাদের এই প্রিয় দেশটিকে নিয়ে চলছে গভীর চক্রান্ত। আমাদের দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের প্রবাল সমৃদ্ধ সেন্টমার্টিন দ্বীপটিকে দক্ষিণ এশিয়া নৌঘাঁটি বানানোর চক্রান্ত করছে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও আমরা মালিকানা পাইনি তালপট্টি দ্বীপের। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ইজারা দেয়ার অপচেষ্টা চলছে ভিনদেশীদের কাছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বুকচিরে ট্রানজিটের নামে দেয়া হচ্ছে করিডোর আর দেশের সার্বভৌমত্বকে করা হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন। আমাদের দেশের সীমান্তের চারদিকে ইসরাইলের মতো কাটাতারের বেড়া দিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র। আর তার সীমান্ত রক্ষীবাহিনী পাখিরমতো গুলি করে মারছে নিরীহ, নিরস্ত্র বাংলাদেশী মুসলমানদের। ফেলানীর মত নিষ্পাপ কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করে কাটা তারে ঝুলিয়ে রেখেছে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষীরা। হাবিবুর রহমানকে কুড়িগ্রাম সীমান্তে উলঙ্গ করে পিটিয়ে হত্যা করেছে আমাদের সুহৃদয় প্রতিবেশীরা। মিডিয়ার কল্যাণে গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে এ দৃশ্য। টিপাইমুখবাঁধ, তিস্তা ব্যারেজ, ফারাক্কাবাঁধ যেন ১৮ কোটি মানুষের মরণ ফাঁদ। তবুও কোন বিকার নেই সরকারের। যেন অমিত সম্ভাবনা নিয়ে নীরব মৃত্যুপানে ধেয়ে চলা। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। একটু চেষ্টা করলেই তাকে পরিণত করা সম্ভব এশিয়ার সুইজারল্যান্ডে। অথচ ভিনদেশী চক্রান্তে রক্তাক্ত হচ্ছে এ জনপদ।

বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা তার দক্ষিণ এশীয় সহচর ভারত, বৃটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান কিছুদিন আগে নৌমহড়া করেছে ভারতীয় মহাসাগরে। অপরদিকে চীনও উদীয়মান পরাশক্তি। একদিকে আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ চাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অপরদিকে চীন ও চায়না দক্ষিণ এশিয়ায় কারও খরবদারী। চীন ও চায় বাংলাদেশের সহযোগীতা। মাত্র ৪৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করলেই চীন প্রবেশ করতে পারে বঙ্গোপসাগরে। সবমিলিয়ে ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষকদের ধারনা আগামী যেকোন সময়ে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর " Tug of war" এ অর্থাৎ ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা আমাদের এ দেশটিকে বানানো হচ্ছে কালচারাল কলোনী। অপসংস্কৃতি আগ্রাসনে হারিয়ে যেতে বসেছে দেশীয় লোকজ সঙ্গীত। বিদেশী নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা আর নর্তকীদের আবাধ বিচরণ যেন মনে করিয়ে দেয় আমাদের পরাধিনতাকে,ভারতীয় সকল TV Channel এদেশে দেখানো হলেও বাংলাদেশী কোন Channel দেখানো হয়না ভারতে। তবে প্রতি মাসে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা দেয়া হয় এসব Channel দেখার জন্য। প্রতিদিন ফেনসিডিল, ইয়াবা, হেরোইন, কোকেনসহ সীমান্ত পথে পাঠানো হচ্ছে আমাদের দেশে,আর অস্থির করে তোলা হচ্ছে তরুণ সমাজের একটা বিশাল অংশ। আর অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আতঙ্কিত করছে শান্তি প্রিয় সাধারণ মানুষকে। গুম, খুন আর নিরাপত্তাহীনতা শান্তি কেড়ে নিয়েছে দেশের জনগণের।

মুক্তিপাগল ছাত্রজনতার হৃদয়ের স্পন্দন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের প্রত্যয়দীপ্ত কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, গোমতী, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, আত্রাই, ধলেশ্বরী, ইছামতি, ধরলা, মনু, খোয়াই, বালু, ডাকাতিয়ার তীরবর্তী সবুজ জনপদগুলোর নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, খোদাভীরু মানুষগুলোর রক্ত, ঘাম আর চোখের পানি পড়েছে নদীর জলে আর তা পানির সাথে মিলে তৈরী করেছে এক প্রচন্ড জলোচ্ছাসের। সে জলোচ্ছাসের নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে মাত্র ৬ জন ভাইকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে শিবির। কালে কালে এই ছোট্ট চারা গাছটি পরিণত হয় এক বিশাল মহীরুহে। সূচনালগ্নের অল্প সময় পর থেকেই ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীবৃন্দ তাদের অনুপম

www.icsbook.info

চরিত্র দিয়ে আকৃষ্টকরে গোটা ছাত্রসমাজকে। লাখে লাখে ছাত্র যোগদান করতে থাকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পতাকাতলে। দেশের বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা মুখরিত হতে থাকে ইসলামের স্লোগানে।

"তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্ব নেতা মুহাম্মদ"

"শিবিরের অপরনাম আদর্শের সংগ্রাম।"

শিবিরের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মীর কাশেম আলী ভাই যখন মাওলানা মওদুদীর সাথে সাক্ষাত করতে যান তখন তিনি বলেছিলেন "এমন একটি সময় আসবে যখন তোমার দেশের শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র তোমাদের সাথে চলে আসবে।" আমাদের বিরোধী শক্তি সেটি টের পেয়েছে। আর তাই হারাম হয়েছে তাদের রাতের ঘুম। তারা যেকোন মূল্যে প্রতিহত করতে চায় দেড় হাজার বছরের আগের সেই হেরার জ্যোতি ধারাকে। সেটি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের সূরা-আসসফ ৮ নং আয়াতে বলেছেন " এ লোকেরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তার এ নূরকে পরিপূর্ণ করে দিবেন; কাফেরদের কাছে তা যতই অপছন্দনীয় হউক না কেন''। এজন্যে তারা বেছে নেয় খুনের পথ, নির্যাতনের পথ। রক্তাক্ত করতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাবী, নামাযী, চরিত্রবান, জীবন্ত কোরআনগুলোকে রক্তে লাল হয়ে যায় সোহরাওয়ার্দীউদ্যান, মতিহার, জোবরা গ্রাম, আলমডাঙ্গা শান্তিরভাঙ্গা। বড় বড় শহরগুলো পরিণত হয় ত্রাসের রাজত্বে। আর মেধাবী চরিত্রবান ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে রাজপথ। পুলিশের থানাগুলো আর কারাগারগুলো হতে থাকে একবিংশ শতাব্দির সাইয়্যেদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুবদের নির্যাতনভোগের সাক্ষী। ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর জুলুম যত বাড়তে থাকে । তার গতি যেন বেড়ে যায় দ্বিগুন, চতুরগুন, হাজারগুন। যে আগুন বাংলাদেশে জ্বলেছে তা যেন আর নেভার নয়। লক্ষ লক্ষ পথভ্রষ্ট ছাত্রকে আলোর পথ দেখায় শিবির একবিংশ শতাব্দির নকীব হয়ে। পাপাচারী যুবক শিবিরের স্পর্শে যেন হয় নিস্পাপ, নিষ্কলুষ ইউসুফ নবী। মাদকাসক্ত হয় শহীদি মৃত্যুতে আসক্ত। সন্ত্রাসী হয় অসহায়ের সহায়। অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগতকারী হয় সম্পদের মোহাফেজ।

আমাদের ঢাকা এবং আমাদের আন্দোলন: কিছু খন্ড চিত্র

৪০০ বছরের পুরানো এ ঢাকা। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী আমাদের এ প্রিয়নগরী। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম এ মহানগরীতে বাসকরে প্রায় পৌনে দুই কোটি মানুষ। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ নগরীর রয়েছে নির্দেশনামূলক ভূমিকা। ইতিহাসের বাঁকে যেন নকীবের হাক হেকে যায় এ মহানগরী। তেমনি একটি দিন ২০০৬ সনের ২৮ অক্টোবর। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অনেক ইতিহাস এ মহানগরীর

রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর ২৮ অক্টোবর ইতিহাসের এক জঘন্যতম কালো অধ্যায়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ছিল চারদলীয় জোট সরকারের ব্যালট বিপ্লবের পাঁচ বছর পূর্তি উৎসব। জাতির সামনে জোট সরকারের ৫ বছরের কর্মকান্ডের সফলতা তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যথারীতি সমাবেশের আয়োজন করে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে আর বি.এন.পি নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে। সকাল ১০.০০টায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর পাসের সড়কে যখন স্টেজের কাজ চলছিল আর স্টেজের কাজে সহযোগিতা এবং তদারকিতে ব্যাস্ত ছিলেন জামায়াত-শিবির নেতাকর্মীবৃন্দ। স্টেজ এর আশে পাশে খুব বেশী লোক ছিল না। সব মিলিয়ে দুই-তিনশত। ঠিক সেসময় শেখ হাসিনার নির্দেশে লগি বৈঠা ও মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের তান্ডব বাহিনীর ৫০০০-৬০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল হামলা চালায় নিরীহ, নিরস্ত্র জামায়াত-শিবির নেতা কর্মীদের উপর। শুরু হয় ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় তান্ডব। হাজার হাজার হায়েনার মোকাবেলায় দূর্ভেদ্য ব্যূহ তৈরী করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কয়েকশ নেতাকর্মী। দীর্ঘ আট ঘন্টাব্যাপী চলে আক্রমণ। শত আক্রমনের মুখেও ৪.০০ টায় শুরু হয় সামাবেশের কার্যক্রম। আমীর জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্যের সময় বিস্ফোরীত হয় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বোমা কিন্তু তার পরও আমীরে জামায়াত বলিষ্ঠতার সাথে তার বক্তব্য চালিয়ে যেতে থাকেন। অপর দিকে সমাবেশের পশ্চিম পার্শ্ব থেকে এবং সমাবেশের চারপাশের গলিপথ থেকে অবিরাম বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ হতে থাকে। আহত হতে থাকে শত শত ভাই। মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত পান সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল, আহত হন মুজিবর রহমান মঞ্জু, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, পায়ে গুলিবিদ্ধ হন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক মু. রেজাউল করিম। হাতে গুলিবিদ্ধ হন ধানমন্ডি থানার শিবির সভাপতি ওবায়দুল্লাহ আনসারী, দীর্ঘ নয় দিন আই সি ইউতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েন ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের প্রশিক্ষণ সম্পাদক জীবন্ত শহীদ আমিনুর রহমান আমান। যার কফিন তৈরী করা হয়েছিল। আরও আহত হন পল্লবী থানার সেক্রেটারী ইউনুস আলী মাসুদ, ইব্রাহীম খলীল নুরুজ্জামান, দারুসসালাম থানার মারুফসহ ইসলামী ছাত্রশিবির এবং জামায়াতে ইসলামীর কয়েকশত নেতাকর্মী।

www.icsbook.info

লগিবৈঠার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেণ ঢাকা মাহনগরী পশ্চিমের সদস্য ১০নং ওয়ার্ড সভাপতি স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী পূর্বের সাথী হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন এবং সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম, জামায়াত কর্মী হাবীবুর রহমান, জসীম উদ্দীন, মুহাম্মদ জসীমউদ্দীন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকায় অনুষ্ঠিত সকল কেন্দ্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শাখা রেখে আসছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জীবন দিতে, আহত হতে, পঙ্গুত্ব বরণ করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেনা ইসলামী প্রিয় তৌহিদী ছাত্র জনতা। বায়তুল মোকাররম এর উত্তর সড়কের পিচ ঢালা কালো পথ শহীদের যে রক্ত পান করেছে। এ রাজপথ একদিন ইসলামের পক্ষে কথা বলবে ইনশাআল্লাহ।

একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল চিরন্নী অভিযান। যে ছাত্রসংগঠনের সাথে চল্লিশ লক্ষ্য ছাত্র জড়িত

অভিযান ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসের আরো একটি কালো অধ্যায়। নীরব ব্যালট চুরির মাধ্যমে ক্ষমতা আসল ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার। এসেই এদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিপক্ষে করতে লাগল এক গভীর ষড়যন্ত্র । রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগ চালাতে লাগল ত্রাসের রাজত্ব। আমাদের মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাস শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বাংলা কলেজ, সরকারি হোমিওপ্যাথীক মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হল থেকে আমাদের ভাইদেরকে বের করে দেয়া হয়। লুট করা হয় বইপত্র, কম্পিউটারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র । পিটিয়ে, কুঁপিয়ে রক্তাক্ত করা হয় অসংখ্য ভাইকে, তবুও আইন শৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দেখা যায় নির্বিকার।

শুধু এতটুকুতেই শান্তি পায়নি আওয়ামীলীগ। নাটক সাজালো রাজশাহীতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে দলীয় কোন্দলে বলী হয় ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক। আর এটি আওয়ামী রাজনীতির খুবই স্বাভাবিক অধ্যায়। ইস্যু তৈরি করে শুরু করল প্রতিপক্ষকে দমনের বিভৎস রাজনীতি। আমরা আফগানিস্থানে চিরুনী অভিযানের কথা শুনেছি রাশিয়ান বাহিনী তালেবানদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ঘোষনা দিলেন চিরুনী অভিযানের। কি হাস্যকর ব্যাপার দেশের বৈধ একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল চিরুনী অভিযান। যে ছাত্রসংগঠনের সাথে চল্লিশ লক্ষ ছাত্র জড়িত। যে ছাত্রসংগঠনটিকে এ দেশের জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিক বলে মনে করে যার দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্বের কোটি কোটি মজলুম জনতা। অভিযান পরিচালনা করা হল আর গ্রেফতার করা হল হাজার হাজার নিষ্পাপ, নামাজী, পবিত্র ছাত্রজনতাকে। এই নিরাপরাধ তরুণ যুবকদের গ্রেফতার এবং নির্যাতনের দায় একদিন এ সরকারকে শোধ করতেই হবে। শুধু গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত থাকেনি। আমাদের ২০-২৫ বছরের পুরাতন থানা অফিস ও ওয়ার্ড অফিসগুলোকে তারা তছনছ করে দিয়েছে। দিনের পর দিন অনাহার, অর্ধাহারে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে দায়িত্বশীলদের। তারপরও এ জালীমশাহীর বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই মিছিল হত রাজপথে।

আমীরে জামায়াত সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ২০১০ সালের ১৯জুন ইতিহাসের আরও একটি কালো দিন। দিন হলেও এটি রাতের চেয়েও বেশী অন্ধকার। এদিন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জামায়াতের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গ্রেফতার করা হয়। নায়েবে আমীর বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছেরে কোরআন সাবেক এমপি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীকে এবং সেক্রেটারী জেনারেল একসময়ের ছাত্ররাজনীতির তুখোর নেতা সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ভাইকেও অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয় একই দিনে। অভিযোগ হল তারা নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন। ঘটনাটি হল ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত একটি সিরাত আলোচনা সভা হচ্ছিল মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে। সেখানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। সেই আলোচনা সভায় লেখকের থাকার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে রফিকুল ইসলাম খান বলেছিলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাসূলের উত্তরসূরী।

www.icsbook.info

এটিকে বিকৃত করে আওয়ামী সরকারের লোকজন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলা সাজায়। অভিযুক্তদের কেউই সেখানে ছিলেন না। অথচ তাদেরকেই মামলার আসামী বানানো হয়। তবে বাংলাদেশের মানুষ জানে কারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়, কারা মদের লাইসেন্স দেয়,কারা দেশে অশ্লীলতা আমদানী করে, কারা নির্বাচনের সময় ধর্মীয় লেবাস পড়ে ধর্ম ব্যাবসা করে। কিছুদিন পরেই বের হল তাদের আসল চরিত্র মামলা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া থেকে মোড় নিল যুদ্ধাপরাধের দিকে। গ্রেফতার করা হলো ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান ভাইকে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লাকে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদ সদস্য মীর কাসেম আলী ভাইকে।

ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে মিডিয়াতে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হলো ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি গ্রুপ দেশে নাশকতার পরিকল্পনা করছে। তখনকার সময়গুলোকে প্রায় প্রতিদিনই এধরণের প্রচারণা চালানো হত। শিবিরের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যান সম্পাদক গোলাম মর্তুজাকে ৪৭ দিন গুম করে রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের উপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন। ঢাকা মহানগরী পশ্চিমের সুলতান মাহমুদ রিপন, আব্দুল্লাহ যায়েদ বিন সাবিত , দ্বীন মোঃ ইমরান এবং আলমগীর হাসান রাজুর উপর দিনের পর দিন চলতে থাকে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নির্যাতন। এদের সকলেই প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। তাদের শরীরের হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি। অথচ নিরপরাধ এ ছাত্রনেতাদের নিয়ে সাজানো হয় নাশকতার নাটক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ নাটকের একদিন স্বরুপ উদঘাটন করে দিবেন। এ প্রত্যাশা সকল শান্তি প্রিয় মানুষের।

১৯ সেপ্টেম্বের ২০১১ এ দিনটিও ইতিহাসের পাতায় ঠাই করে নিয়েছে কিছু ঘটনার জন্য। আমীরে জামায়াত, সাঈদী সাহেব, সেক্রেটারী জেনারেল সহ দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার কারণে ফুসে উঠেছিল দেশের তৌহিদ প্রিয় জনতা। তাদের কোন দোষ ছিল না। বিগত সরকারের আমলে আমীরে জামায়াত এবং সেক্রেটারী জেনারেল গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের বিরুদ্ধে দুই টাকার দুর্নীতির অভিযোগ কেউ করতে পারেনি। অথচ জনগণ জানেন সরকারী দলে থাকলে সাধারণ একজন নেতাও কি পরিমাণ দুর্নীতি করে। আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী বিশ্ববিখ্যাত মোফাচ্ছেরে কোরআন। যার ডাকে হাজার হাজার মানুষ নয়, লক্ষ কোটি জনতা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায় ছয় শতাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ঠাঁই নিয়েছে। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে এবং মুক্তির দাবিতে ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছিল লক্ষ মানুষ। রাজপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল মানুষের ভীড়ে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে এবং মুক্তির দাবিতে ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছিল লক্ষ মানুষ। রাজপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল মানুষের ভীড়ে

সরকারের প্রস্তুতি দেখে মনে হয়েছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। হাজার হাজার পুলিশ, র‍্যাব, গেয়েন্দাবাহিনীর লোকজন এবং আওয়ামী ক্যাডার সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি মনে করে দিয়েছিল যুদ্ধবিদ্ধস্ত সোমালিয়ার কথা। বিনা উসকানিতে তারা জলকামান, রায়টকার, টিয়ারশেল, রাইফেল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে নিরীহ জনতার উপর। হাজার হাজার লোক আহত হয়, গ্রেফতার হতে থাকেন শতশত। কে বা কারা পুলিশের প্রায় বিশটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় আর তার দোষ দেয়া হয় জামায়াত শিবিরের উপর। মামলা হয় পাঁচটি এবং সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম, শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যাপক তাসনীম আলম এবং ইজ্জতউল্লাহ সাহেবকে। রাত থেকে শুরু হয় প্রতিপক্ষ দমনে নির্যাতন। একজন সুস্থ সবল মানুষকে পঙ্গু করে দেয়া হয়। যে মানুষটি পায়ে হেঁটে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন তাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়া হয়। এর পর দিন মিডিয়ার কল্যানে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করল তিনি আর হাটতে পারছেন না। এটি কি গণ মানুষের রাজনীতি ? এটি কি গণতন্ত্র ? এটি কি মানবাধিকার লঘন নয় ? জেগে উঠবে না কি বিশ্ব বিবেক, বিশ্ব মুসলমান কিংবা কোন সিংহ পুরুষ এর প্রতিবাদ জানাতে?

একদিন হ্যাঁ একদিন এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। প্রতিশোধটি হলো এই বাংলাদেশে কালেমাখচিত পতাকা উড়ানো হবে আর খোদাদ্রোহী শক্তিগুলো তাদের অন্তর জ্বলায় দগ্ধ হবে।

৫ নভেম্বর ১২ এই দিনটি ঢাকার ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৪২ বছরের আগের মিমাংসিত একটি Dead issue কে সামনে এনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার তাদের সাজানো ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নিয়োগ করা বিচারপতি এবং বানানো সাক্ষী ও বশংবদ প্রসিকিউটর দিয়ে

www.icsbook.info

অন্যায়ভাবে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ইসলাম প্রিয় তৌহিদি জনতাসহ আপামর জনসাধারণ। নেমে আসে রাজপথে। নেতৃবৃন্দ আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মিছিলটি মতিঝিল শাপলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইটে এসে শেষ হবে। সময় বিকাল ৩ টা। অন্যান্য স্থানের শৃংখলা বিভাগের মত লেখকের এবং জামায়াত ঢাকা মহানগরী কর্ম পরিষদ সদস্য লস্কর মো: তসলিম ভাই এর দায়িত্ব পড়ে দৈনিক বাংলা মোড়ের শৃঙ্খলার। যথারীতি মিছিল শুরু হওয়ার প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে আমরা সেখানে উপস্থিত হই এবং দেখতে পাই পল্টন মোড় থেকে শুরু করে শাপলা চত্বর পর্যন্ত, ইত্তেফাক পত্রিকা অফিস থেকে শুরু করে বঙ্গভবনের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার পুলিশ, দাঙ্গা পুলিশ, র‍্যাব এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা বাহিনীর লোকজন মহাসড়কের দুপাশে দাড়িয়ে আছে। জনমনে ভীতি সঞ্চার করেছে তারাই। এই হল মহাজোট সরকারে নাগরিক অধিকার আদায় করার নমুনা। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তারা চিনে না। তারা মনে করেছিল হাজার হাজার সদস্যের পেটোয়া বাহিনী দিয়ে এবং তাদের অস্ত্র জলকামান, রায়টকার, এপিসি, টিয়ার শেল, সটগান, পিপার স্প্রে, সাউন্ড গ্রেনেড, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে তারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে ভয় ধরিয়ে দিবে। আর তারা পালিয়ে যাবে। সকল ষড়যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য নেমে এসেছিল রাজপথে। আইনশৃখলা বাহিনীর নির্বিচারে গুলি বর্ষণের মুখেই মিছিল শাপলা চত্বর থেকে সামনের দিকে আসতে থাকে এবং নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে প্রকম্পিত হতে থাকে রাজপথ। মিছিল আর বেশীদূর এগুতে পারেনি। শুরু হয়ে যায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। আমার দায়িত্ব দৈনিক বাংলায় হওয়াতে এ পার্শ্বটি প্রত্যক্ষ করার এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। মিছিল শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট থেকে আসার পথে এবং দৈনিক বাংলা মোড়ের চারপাশের সশস্ত্র পুলিশ সদস্যরা রাজপথে থাকা নিরিহ ছাত্রজনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং গুলি করতে থাকে। টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে অন্ধকার করে ফেলে চারপাশ এবং ছাত্রজনতাকে গলিপথে ঢুকিয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রজনতা সংঘবদ্ধ হয়ে পেটোয়াবাহিনীকে পাল্টা ধাওয়া দেয় এবং টিয়ার সেল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তায় আগুন জালানো হয়। প্রায় চল্লিশ মিনিট ব্যাপী স্থায়ী হয় এখানকার সংঘর্ষ। আহত হয় সবমিলিয়ে দুই শতাধিক। দৈনিক বাংলায় সংঘর্ষে চোখে রাবার বুলেট বিদ্ধ হয় বাংলা কলেজ শাখার সাথী শাহীন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেলিনুর, শেরেবাংলানগরের অপুসহ ৫ জন। এর মধ্যে শাহীনের ডান চোখটিকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তাকে যখন ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটাল থেকে কল্যাণপুর ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে আসা হয় তখন ডা: মাহবুবুর রহমান, শাহীনের চোখের মনিটি তার চোখের পাতা খুলে দেখিয়েছিলেন। দেখলাম তার চোখটি পুরোপুরি গলে গিয়েছে আর মনিটি ঝুলে আছে। এ দৃশ্য দেখে মনের গভীরে যে কষ্ট তখন গুমরে উঠেছিল তা বুঝাতে পারবনা। এই ভাইটি সকালে মিছিল থেকে ছুটি চেয়েছিলেন কিন্তু প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তাকে আমি ছুটি দেইনি। এর জন্য নিজেকে আরো বেশী অপরাধী মনে হচ্ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাকে পরকালে তার জন্য আরও সুন্দর একটি চোখ জান্নাতে দান করুন। বাকিদের মধ্যে সেলিনুরের চোখটি থাকলেও সেটি এখন পূর্ণাঙ্গভাবে দৃষ্টিহীন।

হাজার হাজার পুলিশ, দাঙ্গা পুলিশ, র‍্যাব এবং সাদা পোশাকে গোয়েন্দা বাহিনীর লোকজন মহাসড়কের দুপাশে দাড়িয়ে আছে, জনমনে ভীতি সঞ্চার করেছে তারাই।

১০ নভেম্বর ১২

১০ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবস। আমরা বলতে পারি বদিউজ্জামান দিবস। ফজরের পর পরই সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জব্বার ভাই ফোন দিলেন। বললেন সকালের দিকে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা হতে পারে। জনশক্তিদের নিয়ে ভোর থাকতেই অফিসের নিরাপত্তার জন্য চারদিকে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মত সংগঠনের ভাইদের নিয়ে পুরানা পল্টন অফিসের চারিদিকের রাস্তা এবং গলিপথে আমরা অবস্থান নিলাম। মহানগরী পূর্ব এবং উত্তরের ভায়েরা ছিলেন। সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে দেখলাম জিরো পয়েন্টে বি.এন.পি ও আওয়ামীলীগ এবং এদের অংগ সংগঠনসমূহ পৃথক মিছিল নিয়ে ফুলের স্তবক শহীদ নূর হোসেনকে স্মরণ করে জিরোপয়েন্টের মন্যুমেন্ট এর পাদদেশে ফেলে রাখছে এবং স্বৈরাচার নিপাত যাক বলে শ্লোগান দিচ্ছে। পাঠকের স্মরণ থাকার কথা শহীদ নূর হোসেন ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছেন। অথচ কি সেলুকাস ২২ বৎসর পর সেই স্বৈরাচারকে নিয়েই ঘর বেধেছে আওয়ামীলীগ আবার শহীদের স্মৃতি স্তম্ভে ফুলও দিচ্ছে। যাক বদিউজ্জামান ভাইয়ের কথায় আসি। সকাল ৯ টায় ফোন আসল বাদিউজ্জামান ভাই আর নেই। বুকটা বেদনায় ভরে গেল। শাহাদাতের খবর পেয়ে উপস্থিত সকলেরই মন খারাপ।

www.icsbook.info

বদিউজ্জামান ভাই ৫ নভেম্বর সারা দেশব্যাপী জামায়াত-শিবিরের যে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল সে মিছিলে জয়পুরহাট শহরে তিনি সহ দুই জন ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তাদেরকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে জেলা সভাপতি ভাই জানালেন এবং আমাকে বললেন ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য। আমি তখন আমার মহানগরীর অফিস সম্পাদক আব্দুল্লাহ জায়েদ বিন সাবিত ভাইকে ভর্তির জন্য ব্যবস্থা নিতে বললাম। সাবিত ভাইয়ের বাড়িও জয়পুরহাটে। বদিউজ্জামান ভাই এবং অপর একজন ভাইও চোখে বুলেটবিদ্ধ হয়েছিলেন। মহানগরী পশ্চিমের আরও পাঁচজন ভাইও চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসাপাতালে আগেই ভর্তি হয়েছিলেন। বদিউজ্জামান ভাই এর মাথার যন্ত্রনা বেশী হওয়াতে তাকে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটালে পাঠানো হয় অপারেশন এর জন্য। অথচ পরবর্তীতে তিনি স্ট্রোক করে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটিই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের প্রতিবাদে প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। সেক্রেটারী জেনারেল জানালেন বিকালে বিক্ষোভ মিছিল করতে হবে। মহানগরীর পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা বিকাল ৩ টায় মিরপুর-১০ নম্বর গোল চত্বর থেকে মিছিল শুরু করি। মিছিলে শত শত ছাত্রের সরব উপস্থিতি এই অন্যায় জুলুমেরই কড়া প্রতিবাদ জানান দিচ্ছিল। বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতাকে নির্যাতন এবং গ্রেফতার করার জন্য মিরপুর, কাফরুল, পল্লবী, রুপনগর থানা সহ গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। তারা চারদিক থেকে আমাদের মিছিলটিকে ঘিরে ফেলে। ছাত্রজনতাও তা প্রতিরোধ করে। এখানে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় প্রায় ২৮জন পুলিশ এবং অসংখ্য নেতাকর্মী আহত হন।

৪ ডিসেম্বর ১২ কালসির কালশীটে দাগ এখনো যেন মনের পাতায় লেগে রয়েছে আর আহত ভাইদের রক্তের কালোদাগ যেন কালসির কালো পিচঢালা রাস্তায় সুবাস বিলিয়ে যাচ্ছে। ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর

> “আমার সামনে আমাদের ভাইদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে অথচ আমি কাঁদতেও পারছিনা”

গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের সক্ষমতা যাচাই করা
গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের সক্ষমতা যাচাই করা

ইতিহাসে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম হরতাল। এর আগে কখনও জামায়াত কিংবা শিবির এককভাবে বাংলাদেশে হরতাল করেনি। এর আগে অনেকেরই ধারণা ছিল জামায়াত কিংবা শিবির বাংলাদেশে এককভাবে হরতাল কিংবা অবরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। জামায়াত বাংলাদেশে এককভাবে হরতাল করতে পারে কি পারে না আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ সেদিন টিভির পর্দায়, পত্রিকায় এবং চাক্ষুস দেখেছিল। নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং জাতীয় ইস্যুতে আহবান করা এ হরতাল যেমন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক তেমনি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের সক্ষমতা যাচাই করা। ভোর থেকেই দলের অন্যান্য স্থানের মত ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালানো, বিক্ষোভ মিছিল করা এবং হরতালে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কাজ চলতে থাকে সমান তালে। আমাদের ডাকা প্রথম এই হরতালে সকল জনশক্তি যেন এক একজন সিংহদিল মুজাহিদ। হাজার হাজার ভাই যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন তাদরে প্রিয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য। আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধরপাকর, ধাওয়া, গুলি, এবং টিয়াসেলের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে পিকেটিং। কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ভাই জানালেন দুপুর ১২ টায় মিরপুরে হরতালের সমর্থনে মিছিল করার জন্য তিনি এতে উপস্থিত থাকবেন এবং মিডিয়াকে রাখতে বললেন। আমরাও সকলেও সেভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তারপরে আবার তিনি জানালেন সময় পেছানোর কথা তখন আমরা সময় পিছিয়ে ১.৩৫ মিনিট রাখলাম। ১.১৫ মিনিটে যখন আমরা মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরে পৌঁছলাম তখন দেখাগেল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শত শত সদস্য সসস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত এবং ১৪-১৫ মিডিয়া ক্যামেরা আমরা সেদিকে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হব সেদিকে তাক করা। বুঝতে পারলাম ম্যাসেজটি লিক হয়ে গিয়েছে। তখন মহানগরী সেক্রেটারী গোলাম কিবরিয়া ভাই এর সাথে পরামর্শ করে আমরা কালসি বাস ষ্ট্যান্ড এলাকা থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কালসীতে জনশক্তিদের অধিকাংশ যখন উপস্থিত হয়েছিল তখন প্রায় পৌঁনে ৩ টা বাজে। কিছু জনশক্তি এবং মুরুব্বী সংগঠনের ভাইয়েরা লোকেশন বুঝতে না পেরে মুল সড়কে না থেকে কালসি কবরস্থান পর্যন্ত চলে যায়। তারা আর মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রচার

www.icsbook.info

সম্পাদক আবু সালেহ ইয়াহিয়া ভাই এসে পড়ায় আমরা কেন্দ্রীয় সভাপতির পরামর্শক্রমে মিছিল শুরু করে দেই। মিছিল শুরু করে কয়েকশ গজ পেরোনোর পর কেন্দ্রীয় সভাপতিকে আমরা চলে যেতে অনুরোধ করি। তিনি চলে যান। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পরই। আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, এবং মহিলালীগ গলিপথ থেকে আমাদের উপর হামলা চালায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদেরকে সে পথে ধাওয়া দেই এবং গলিপথে তারা পালিয়ে যায়। এবং আমরা মহাসড়কে চলে আসি এবং স্লোগান চলতে থাকে। সামনে পুলিশ রাস্তায় ব্যারিকেড দেয় এবং পিছন দিক থেকেও পুলিশের তিনটি পিকআপ আসতে থাকে। গলিপথগুলো থেকে শত শত আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী স্বশস্ত্র হয়ে আমাদের উপর হামলা চালায় এবং রিভালবার দিয়ে গুলি করতে থাকে। চারদিকের রাস্তা অবরুদ্ধ দেখে আওয়ামীলীগের মিছিলটি আবার ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তার পাশের গলি দিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেই আমরা। এবং সেই মোতাবেক আমরা চলে যাই বিভিন্ন দিকে। কিছু দূর যাওয়ার পর, মহানগরীর সকল সেক্রেটারিয়েট ভাইকে থানা ভিত্তিক তাদের জনশক্তিদের খোঁজখবর নিতে বলি। তখন মহানগরীর প্রচার ও ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ফরাজি ভাই জানালেন, ভাই আমাদের বেশ কয়েকজন ভাই যারা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে ধরে ফেলেছে এবং তাদেরকে প্রচুর নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি ক্যামেরা হাতে থাকায় এবং তার দাড়ি না থাকায় কেউ সন্দেহ করেনি। তিনি ফোনে একের পর এক বিবরণ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ভাই সহ্য করতে পরাছিনা। আমার সামনে আমাদের ভাইদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে অথচ আমি কাঁদতেও পারছিনা। তিনি জানালেন ইউনুছ সুমন ভাইকে একদল ধাওয়া করেছে এবং তার পায়ে ইটের টুকরো দিয়ে ঢিল দেওয়ায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে দৌড়াচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ পর ধরে ফেলে এবং বেদম মারপিট করার কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। মারেফাত আলী আলামীনকে নির্মাণাধীন তিন তলা বিল্ডিং থেকে ফেলে দিলে সে একটি বড় রড ধরে ঝুলে থাকে, তার পরবর্তীতে তার হাতের আঙ্গুলে আঘাত করলে সেখান থেকে সে পড়ে যায়। জামায়াত কর্মী মিতুল ভাই একটি ওয়ার্কশপে ঢুকেছিলেন তার সাথে ছিলেন আরও দুজন। তাদেরকে রড, হাতুড়ি, শাবল এবং লোহার পাইপ দিয়ে পেটাতে পেটাতে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। হাসানুজ্জামানকে একটি দোকান থেকে ধরে এনে ১০-১২ জন মিলে তার হাত দুটো পিছন দিয়ে নিয়ে কনুইয়ের উপর থেকে ভেঙ্গে ফেলে। আব্দুল কাদেরকে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় বাক্‌শালী সন্ত্রাসীরা। সাগরের চোখের কোটরের হাড় ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে ফেলা হয় তার ডান হাতও। নিজামকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। জাফরের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। সর্বমোট ১২ জন ভাইকে তারা নির্যাতন করে এবং অজ্ঞান অবস্থায় রাজপথে একজনের উপর আর একজনকে রেখে স্তুপ দিয়ে রাখে মধ্যযুগীয় যুগের বর্বর কায়দায়। এ জুলুম যেন চেঙ্গিস খান, হালাকু খানকেও হার মানায়। আর আমাদের আইন শৃখলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ মামারা সাক্ষী গোপালের মত ঠায় দাড়িয়ে থাকে। ঘটনার ভয়বহতা ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের পল্টন ট্র্যাজেডি দিবসের লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা করার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। আমরা আশঙ্কা করছিলাম কয়েকজন ভাই শাহাদাৎ বরণ করতে পারেন। মাগরিবের সময় কান্নাকাটি করে আমরা আল্লাহর দরবারে তাদের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। ইয়াহইয়া ভাইসহ আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ করে তাদের নিরাপদে আনার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম। পল্লবী থানায় ভাইদেরকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন পর্যন্ত একজন ভাইয়ের জ্ঞান না ফেরায় আমরা ভেবেছিলাম আমাদের প্রিয় ভাই নিজামকে আল্লাহ হয়ত শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহর অসীম রহমতে রাত আটটার দিকে নিজামের জ্ঞান ফিরে এবং সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম তার ফিরে আসাতে।

৫ মে ২০১৩ হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে তৌহিদ যে কত গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে সেটি টের পেয়েছিলাম ৫ মে ২০১৩ তে। আমাদের দেশের ইসলাম প্রিয় জনতা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে কত গভীরভাবে ভালোবাসেন সেটি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন কারাগারে বন্দি। থাকি ১০ সেলের ২নং রুমে। সেলে টিভি থাকলেও বিটিভি ছাড়া আর কোন চ্যানেল আসেনা। তবে ১০ সেলের কয়েকটি রুমে স্যাটেলাইটের কয়েকটি চ্যানেল আসে। টিভির এন্টিনাটি রাস্তার পাশে যে বড় দেয়াল তার কাছাকাছি লাগালে ৫/৬টি চ্যানেল মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়। ৭ নং রুমে ছাত্রদলের কয়েক জন সহ অবরোধের খবর দেখছিলাম কয়েকটি চ্যানেলে এবং কারাগারের ভিতর থেকেও পার্শ্ববর্তী বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া হেফাজত কর্মীদের বলিষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। বুঝতে বাকি রইলো না শাহবাগীদের আল্লাহ এবং রাসূলের দ্রোহিতায় ফুসে উঠেছে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদ জেগে উঠেছে আলেম সমাজ। স্যাটেলাইটের কল্যাণে দেখতে পেলাম ভোর হতে না হতেই রাজধানীর গাবতলী, সায়দাবাদ, মহাখালী, আব্দুল্লাহপুর, সদরঘাটত, কাঁচপুর, এলাকা হাজার-হাজার মানুষ অবরোধ করে রেখেছে। টিভি স্ক্রিনে শুধু সাদা পোশাক আর টুপি তে সাদা দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে সাদা পোশাকগুলোও রক্তে লাল হয়েছে গভীর রাতে। আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার আগেই পরিবহন মালিক সমিতিকে তাদের যানবাহন রাস্তায় নামতে নিষেধ করে দেয়, লঞ্চ মালিকদের লঞ্চ টার্মিনাল থেকে বেড়

www.icsbook.info

করতে নিষেধ করে দেয়। তারপরও বাধা মানেনি আলেম সমাজ, লক্ষ লক্ষ আলেম অবরোধ করে বসে ঢাকা ঢোকার সমস্ত রাজপথ, নৌপথ। মাইলের মাইল পায়ে হেটে, জায়নামায, তাসবিহ আর শুকনা খাবার নিয়ে তারা প্রবেশ করে ঢাকায়। ঢাকার প্রবেশ পথগুলো যখন অবরুদ্ধ তখন তারা সরকারের কাছে আবেদন জানান সমাবেশ করার। সমাবেসের অনুমতি দেয় সরকার বিকাল চারটায় শাপলা চত্বরে। কিন্তু নেপথ্যে আলেমদেরকে হত্যা করার এক গভীর নীল নকশা প্রণয়ন করে তারা। সমাবেশের অনুমতি পেয়ে দলে দলে হাজার হাজার আলেম সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ যিকির করতে করতে ঢাকার বিভিন্ন দিক থেকে তসবীহ আর জায়নামায হাতে আসে থাকেন শাপলা চত্বরের অভিমুখে। ঢাকাবাসী এরকম অহিংস অভাবনীয় কর্মসূচী আর কখনও প্রত্যক্ষ করেছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আওয়ামীলীগ এবং এর পেটোয়া বাহিনীর হাত লাল হলো হাজার হাজার আলেমের রক্তে। আলেমদের উপর এ নির্যাতন যে বৃটিশ বেনিয়াদের তৎকালীন সময়ে আলেমদের উপর করা নির্যাতনের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

সারা দেশ থেকে আসা আলেম সমাজ মুলত ছিল ঢাকাবাসীর জন্য মেহমান। সে আলেমরা আল্লাহর যিকির করতে করতে ঢাকার রাস্তা দিয়ে হাটছিলেন তাদেরকে মেহমানদারী করতে ভূললনা ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী। সমাবেশস্থলে পৌছার পথে তাদের উপর হামলা করা হলো, চাপাতি দিয়ে, তাঁদের মাথায় আঘাত করা হলো, চোখ উপরে ফেলা হলো, গুলি করে শহীদ করে দেয়া হলো। শুধু হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি তারা তাঁদের লাশও গুম করা হল। ঢাকার চারপাশ থেকে যখম হয়ে, রক্তাক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম জড়ো হলেন মতিঝিলের রাজপথ গুলোতে। স্বাধীনতার পর এত বড় সমাবেশ আর প্রত্যক্ষ করেনি বলে অনেক মানুষকে আমি বলতে শুনেছি। সমাবেশ স্থলে শাহবাগীদের শাস্তির চেয়ে একের এক বক্তার বক্তৃতা করতে থাকলেন অনেক রাত পর্যন্ত। মাইলের পরম মাইল হেঁটে, আহত, রক্তাক্ত, ক্লান্ত-শ্রান্ত আলেমরা যখন রাস্তার দুপাশের লাইট গুলো নিভে যায়। নেমে আসে গভীর অন্ধকার। আর এ অন্ধকারেই ঝাপিয়ে পড়ে হাজার হাজার পুলিশ, র‍্যাব, আওয়ামী ক্যাডারদের সন্ত্রাসী বাহিনী। নিরস্ত্র-নিরিহ, ক্লান্ত, ঘুমন্ত আলেমদের উপড় ঝাপিয়ে পড়েছিল তারা যেমনভাবে বালাকোটের ময়দানে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল শিক এবং বৃটিশদের সম্মিলিত বাহিনী। শত শত আলেমকে হত্যা করা হয়েছে নির্বিচারে, আহত হয়েছেন হাজার হাজার। পরবর্তীতে প্রতিবেদন বের হয়েছে ১৬৫,০০০ রাউন্ড গুলি সেখানে করা হয়, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, গ্যাস গ্রেনেড, নিৰেপ করা হয়। প্রত্যক্ষ অপারেশনে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৮০০০ পুলিশ, র‍্যাব আরও প্রস্তুত রাখা হয় কয়েক হাজার। শত শত আলেম কে হত্যা করে তাদের লাশ গুম করা হয় গভীর রাতে। এ হত্যাকান্ড স্মরণ করিয়ে দেয় জালিয়ানবাগের হত্যাকান্ডের কথা। স্বাধীন বাংলাদেশে এতো আলেমকে একসাথে হত্যা করার ইতিহাস নেই আর একটিও। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যারা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, দাওয়াতি কাজ করতে যেয়ে যারা ধুলো মলিন করেছেন তাদের পা, পবিত্র ঠোটে জপেছেন আল্লাহর নাম, কোরআনের আলো জ্বেলেছেন বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে তাদেরকে আজ গভীর অন্ধকারে গুলি করে হত্যা করেছে সরকার। খোদাদ্রোহিদের বিচার চাওয়া যাদের অপরাধ । এ নিষ্পাপ মানুষদের রক্ত নিশ্চিতভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে খোদার আরশ। এমন একদিন আসবে আলেমদের এ রক্ত দেখে জেগে উঠবে আগামী দিনের সিপাহ সালার। তার নামটি আমরা জানিনা। তিমির রাত্রি ভেঙ্গে গর্জে উঠবে আল্লাহর সিংহ, ঝলসে উঠবে আল্লাহর তরবারী। সে দিনের আশায় বুক বেধে আছে কোটি কোটি মজলুম মুসলিম জনতা।

- কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য, এবং কেন্দ্রীয় বিতর্ক কার্যক্রম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

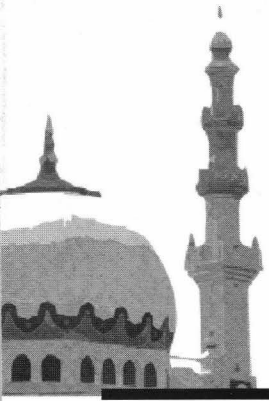

দাওয়াতের দ্বীনে ভাষার গুরুত্ব

আলী আশরাফ খাঁন

ভাষা আল্লাহর বড় নেয়ামত। একমাত্র মানবজাতিই সে অনন্য নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। মানুষকে বলা হয় 'হায়ওয়ানে নাতেক' বা (বাক শক্তি সম্পন্নপ্রাণী) অন্য প্রাণীদের আলাদা আলাদা ভাষা থাকলেও তা তাদের নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। পিপিলিকা থেকে আরম্ভ করে হাতি-তিমি পর্যন্ত সকলেই নিজেদের মাঝে তাদের ভাষার মাধ্যমেই ভাবের আদান প্রদান করে থাকে। হাতি হাতির ভাষা বোঝে হরিণের ভাষা বোঝে না। আবার হরণি অন্য হরিণের ভাষা বুঝলেও ক্যাঙারুর ভাষা বুঝে না। টিয়া ময়নার ভাষা বুঝেনা আবার কাক কোকিলের ভাষা অনুসরণ করে না। নিজ জাতি ও গোত্রের মাঝে তাদের প্রয়োজনীয় ভাষার ব্যবহার এবং অনুসরণ করে থাকে। খাদ্য সংগ্রহ বাসস্থান নির্মাণ ও বংশ বৃদ্ধি করাই হচ্ছে অন্য সব প্রাণীর জীবনের একমাত্র কর্তব্য।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। তার জীবনে অনেক দায় দয়িত্ব। জীবনের যাবতীয় দায় শোধ করতে ভাষাই মানুষের মুখ্য হাতিয়ার। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে বয়ান বা ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। 'খালাকাল (ইনছানা ওয়া আল্লামাহুল বায়ান) ভাব প্রকাশের মাধ্যমে ভাষা। মানুষ মাত্রই ভাবের আদান প্রদান হয়ে থাকে। তাই Mood বা ভাবের প্রকারান্তরে ভাষা প্রয়োগ করতে হয়। প্রেমের ভাষা আর ক্রোধের ভাষা এক নয়। ঘৃণার ভাষা ও শ্রদ্ধার ভাষা আলাদা। ভক্তি স্নেহ আদেশ উপদেশের ভাষার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন।

দাওয়াত ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহর আনুগত্যের দিকে মানুষকে আহবান করা ঈমানের দাবী। এ কাজ যুগে যুগে নবী রাসূলগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। দুনিয়াতে আর কোন নবী আসবেন না বিধায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর এ কাজ ফরজ হয়ে আছে। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সর্ব প্রথম দাওয়া ইলাল্লাহর কাজ ফরজ হয়। দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন। কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে দাওয়াতের গুরুত্বারূপ করা হয়েছে।

শরীফে ২৫ জন নবী রাসূলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তম্মদ্ধে হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.), লুত (আ.) ইউসুফ (আ.) দাউদ (আ.) সোলাইমান (আ.), মুসা (আ.), ইব্রাহিম (আ.) প্রমুখ এর দাওয়াতী কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। নবী রাসূলগণের দাওয়াতী কাজের ভাষা পর্যালোচনা করলে দায়ীর অনেক পাথেয় পাওয়া যায়। দাওয়াতী কাজ করার প্রস্তুতি স্বরূপ হযরত মুসা (আ.) এর প্রার্থনা ছিল- হে আমার রব আমার বুক প্রশস্থ করে দাও। আমার দায়িত্ব সহজ করে দাও, আমার জড়তা দূর করে দাও জনতা যাতে আমার কথা অনায়াশে বুঝতে পারে।

দাওয়াতের পদ্ধতি প্রধানত ৩টি। হিকমত বা বিধানময় উত্তম পরামর্শ এবং যুক্তি পূর্ণবিতর্ক। স্থান কাল ব্যক্তি ভেদে ধারণ ক্ষমতা আন্দাজ করে দাওয়াতের ভাষা প্রয়োগ করতে হয়। নিস্বার্থ উপদেষ্টা প্রমানিত হতে না পারলে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। দাওয়াত প্রাপ্তদের মাঝে চমকে উঠার প্রবণতা থাকতে পারে। দ্বীনের আহবানে বিরক্ত হওয়া বা দ্বীন পালন অসম্ভব মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য তর্কের উদ্রেক হতে পারে তাই দায়ীকে হতে হবে বাস্তববাদী তার্কিক। যার তর্কের মাঝে থাকবে পরমত সহিষ্ণু মনোভাব, থাকবে ক্ষুরধার যুক্তি, সৃজশীলতা ও মনোমুগ্ধকর তথ্য উপাত্ত। জাহেলিয়াতের অপারগতা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতিরেকে দাওয়াতের আধুনিক পদ্ধতি হতে পারেনা।

দাওয়াতের ভাষা হবে সহজবোধ সাবলীল ও আড়ম্বরহীন। ভাষা হবে শ্রুতিমধুর, প্রতিশ্রুতি শীল ও আশ্বাসপূর্ণ। হতাশা ব্যঞ্জক, কর্কশ, রুক্ষ, অশালীন ও নির্দেশ মূলক ভাষা দাওয়াতের ভাষা হতে পারেনা। নবীজিকে আল্লাহ কুরআনুল কারীমে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনি উপদেশ দিয়ে যান আপনিতো উপদেশ দাতা আপনি পরোপকারী নন। বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা মহানবী (সা.) এর অন্যতম চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল। জটিল কঠিন কথাকে ৩ বার আবৃত্তি করাও নবী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট।

মক্কার সভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রের এক ভদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি বনু সা'দ গোত্রের পরিবেশে বেড়ে উঠে আরবের সবচেয়ে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তদুপরি অহির প্রাঞ্জল ভাষা তাঁর বাক্যালাপের মাধুর্যকে আরো পরিশালিত করে দিয়েছিল।

দাওয়াতের ভাষা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবহ। মাক্কী সুরা সমুহের বৈশিষ্ট এ ক্ষেত্রে প্রণিধান যোগ্য। অতি দীর্ঘ আলোচনা এবং একই বিষয়ের বার বার অবতারণা দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতাকে ম্লান করে।

তাই দায়ীকে সব সময় সুন্দর ভাষা উপহার দেয়ার কথা খেয়াল রাখা জরুরী। ভাষার সম্মোহনী শক্তির প্রভাব যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকে। দায়ীকে এ কথা ভুলে থাকলে চলবে না। মাতৃভাষার পাশাপাশি দায়ীকে অন্যান্য ভাষাতে দখল থাকতে হবে।

"রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন
মাফ করলেন তো বেচে গেলেন"।

www.icsbook.info

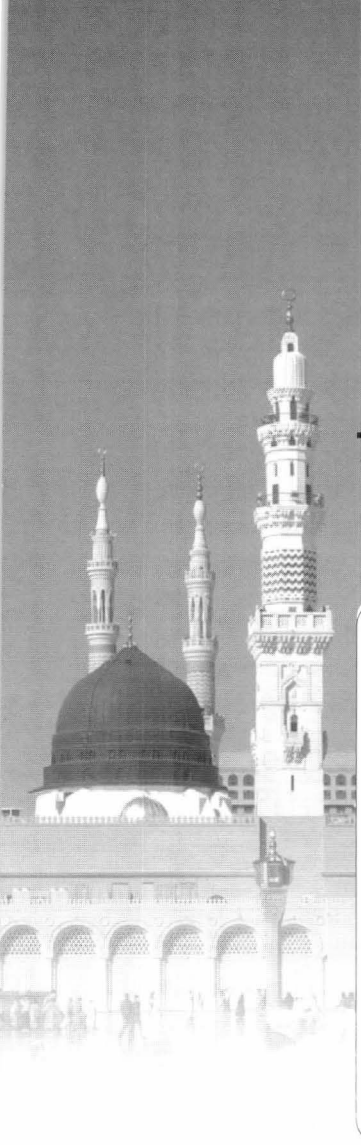

আসহাবে রাসূল (সা:)এর জীবনে
ত্যাগ-কুরবানী ও আমরা

মু. সাইফুল ইসলাম শহীদ

সুহবত আরবী শব্দের বহুবচনে সাহাবী শব্দের উৎপত্তি।একবচনে সাহিব ও সাহাবী এবং বহুবচনে সাহাবা আসহাবে ও সাহাবা ব্যাবহৃত হয়।বাংলা ভাষায় এর আভিধানিক অর্থ হল সাথী,সংগী,সহচর অর্থাৎ আত্মনিবেদিত প্রাণ। ইসলামী পরিভাষায় সাহাবা শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা:)এর মহান সঙ্গী-সাথীদের বুঝায়। সাহাবীদের সামগ্রীক কর্মকান্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।সাহাবায়ে কিরামের জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাদের ঈমানের মজবুতি ও দৃঢ়তা। তারা যে যখনই ইসলাম গ্রহন করুন না কেন, ইসলাম গ্রহন করার পর তাদের ঈমান এত শক্ত রুপ ধারন করে যে , তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ দেখা যায়

হযরত উম্মু শুরাইকা ঈমান আনলেন। তার আত্নীয়-স্বজনরা তাকে ধরে নিয়ে প্রচন্ড রোদে দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি যখন খরতাপে জ্বলছেন তখন তাকে রুটির সাথে মধুর মত গরম জিনিস খেতে দিত । কিন্তু পানি খেতে দিত না । এ অবস্থায় তিন দিন কেটে গেল । তিন দিন পর জালেমরা তাকে বললো যে দ্বীনের উপর তুমি আছ তা ত্যাগ কর। তিনি এমন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেন যে,তাদের কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। যখন তারা আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বুঝাল যে, তুমি তাওহীদ ও আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার কর,তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল : আল্লাহর কসম আমিতো এখনো সেই বিশ্বাসের উপর অটল আছি।সাহাবারা কাফিরদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদা সবসময় পিতার সঙ্গে সদাচরন এবং তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তার কাছে ঈমানের দাবী ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ন। আর এ কারনে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে তার পিতা মুসলমানদের অমর্যাদা করছেন তখন তিনি নিজ পিতাকে হত্যা করে তার মস্তক রাসুলুল্লাহর (সা:)এর নিকট হাজির করার প্রস্তাব দেন। বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার (রা) পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারনা ও কল্পনার উর্দ্ধে। হযরত আবু উবায়দা (রা) সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এক ব্যাক্তি বারবার ঘুরে - ফিরে তার সামনে এসে দাঁড়াতে লাগলো।আর তিনি ও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন। যেন লোকটির সাক্ষাত এরিয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রু পক্ষ ও আবু উবায়দার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়ে গেল।

www.icsbook.info

যখন আবু উবায়দার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল,তিনি তার তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। লোকটি কে ? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবায়দার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে আবু উবায়দা তার পিতাকে হত্যা করেনি। তিনি হত্যা করেছেন পিতার আকৃতিতে শিরক ও পৌত্তলিকতাকে।

সাহাবারা নিজের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করতেন। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি পারস্যের সাথে মুসলমানদের তুমুল লড়াই হলো। ইয়ারমুকের ময়দানে হারিছ ইবনে হিসাম ,আয়াস ইবনে আবি রাবিয়া ও ইকরামা ইবনে আবি জাহলকে (রা.) ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। পিপাসায় কাতর হারিছ (রা.) পানি চাইলেন। যখন তাকে পানি দেয়া হল এবং তিনি পান করতে যাবেন তখন ইকরামা (রা.) তার দিকে তাকালেন। হারিছ বললেন, ইকরামাকে দাও। পানির গ্লাসটি যখন ইকরামার কাছে নিয়ে যাওয়া হল আয়াস রা. তার দিকে তাকালেন। তা দেখে ইকরামা বললেন,আয়্যাসকে দাও। আয়্যাস (রা.) কাছে পানির গ্লাসটি নিয়ে যাওয়া হলে দেখা গেল তিনি শাহাদাত বরন করেছেন। তারপর গ্লাসটি হাতে নিয়ে একে একে তার অপর দুই সাথীর কাছে গিয়ে দেখা গেল তারা ও শাহাদাত বরন করেছেন । সবাই চেয়েছেন নিজের জীবনের উপর অন্যের জীবনকে প্রাধান্য দিতে ।

একদিন রাসূল(সা.) বললেন,যে আজ রাতে এই লোকটিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে যাবে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন । আবু তালহা তাকে সঙ্গে করে বাড়ীতে আসলেন । বাড়িতে সেদিন ছোট ছেলে মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না । তাই স্ত্রী উম্মে সুলাইম ভুলিয়ে-ভালিয়ে সন্তানদের ঘুম পারালেন । তারপর যে সামান্য খাবার ছিল তা মেহমানের সামনে হাজির করে নিজেরা ও খেতে বসেন । এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে নিজেরা বসে বসে খাবার ভান করতে থাকেন । মেহমান তা বুঝতে না পেরে পেট ভরে আহার করেন । হযরত খুবাইব (রা.) এর ঘটনা সত্যের পথে নির্যাতন - নিপীড়ন ভোগ করার আরেক প্রকৃষ্ট উদাহরন। হযরত খুবাইব(রা) - এর হস্তদ্বয় পিঠমোড়া করে বেঁধে মক্কার নারী- পুরুষেরা তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যায় । জনতা করতাল দায়ে এ হত্যাকান্ডকে যেন উৎসবে পরিনত করে। কিন্তু তিনি তাদের নির্মম নির্যাতন তিনি ব্যাকুল হননি । ফাঁসির মঞ্চে বসার আগে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করার সুযোগ দাও এবং অতপর হত্যা কর । তারা নামাজ আদায়ের সুযোগ দিল । খাব্বাব খুব অল্প সময়ে নামাজ আদায় করলেন। অত:পর বললেন, আল্লাহর শপথ ! তোমরা যদি এই ধারনা পোষন না করতে যে আমি মৃত্যু ভয়ে নামাজ দীর্ঘ্য করছি তাহলে আমি আরো বেশী নামাজ আদায় করতাম। নামাজ আদায়ের পর তারা তার জীবিত অবস্থায় তাঁর অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ গুলো একের পর এক বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর বলে , তুমি কি চাও তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি? রাসূল প্রেমিক এই করুন অবস্থায় উত্তর দিলেন, আল্লাহর শপথ ! আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ (সা.) এর গায়ে কাঁটার আচর লাগবে তা হতে পারে না ।সাথে সাথে তারা চিৎকার করে তারা বলে উঠল , তাকে হত্যা কর, তাকে হত্যা কর। সাথে সাথে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন্ত খুবাইবের উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো কাফেরেরা । তীর বর্ষা আর খঞ্জরের আঘাতে আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।

আজকের যুগে ও যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলছেন তারা জালেমদের জুলুমের শিকার হচ্ছেন । জালেমের এই ধরনের শিকার শুধু অমুসলিমদের দ্বারা হচ্ছেন না । বরং পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে অনেক কথিত মুসলিম শাসকের হাতে ও চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অনেক সত্য পন্থী মানুষ। ফিলিস্তিন , কাস্মীর , ইরাক, বসনিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে যখন অমুসলিমরা সরাসরি আক্রমন করে তখন আমরা তা সহজেই দেখি এবং প্রতিবাদ মূখর হয়ে উঠি। কিন্তু মিশর , বাংলাদেশ , পাকিস্তান , আলজেরিয়া সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুসলিম শাসকদের হাতে যখন মুসলমানেরা নির্যাতিত হয় তখন সে খবর খুব কম লোকই রাখে। আল্লাহ পাক অবশ্যই জালিমদের জুলুমের বিচার করবেন। কিন্তু আল্লাহপাক জালিমের বিচার করবেন তাই বলে মজলুমের পাশে আমরা না দাঁড়াই তাহলে আমরাও হয়তোবা বিচারের সম্মুখীন হবো।

আমরা জানি সাইয়্যেদ কুতুবকে কিভাবে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। তাকে প্রচন্ড জ্বরের মাঝে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলখানায় একটি ছোট কুটিবৌর রাখা হয়েছে। দীর্ঘ সময় একটি চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তা নায়ককে। শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে কামর দেয়ার জন্য। তার সাথে অন্যেরা খেতো কিন্তু তাকে কোন পানি পর্যন্ত দেয়া হয়নি কয়েকদিন।এইভাবে জুলুম করেই তারা ক্ষান্ত হননি তাকে " ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ "

www.icsbook.info

বইটি লেখার কারনে মিথ্যা অজুহাতে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। যেই রাতে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে সেই রাতে ও তার ছোট বোন হামিদা কুতুবকে দিয়ে আপোস প্রস্তাব দেয়া হয় কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর জালিম নাসেরের নির্দেশে ফজরের নামাজের সময় তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। ইমাম হাসানুল বান্নাকে শহীদ করার পর তার আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর কাউকে জানাযায় উপস্থিত হতে দেয়া হয়নি। তার বৃদ্ধ পিতা শহীদ হাসানুল বান্নার কফিন কবরে রাখেন্ ।

"কারাগারে রাতদিন" বইতে সাইয়্যেদ জয়নাব আল গাজ্জালী ইখওয়ানের কর্মীদের উপর সেই নির্যাতনের যেই বিবরন দিয়েছেন, বাংলাদেশে ও তা শুরু হয়েছে । বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে কথিত মানবতা বিরুধী অপরাধের মামলায় প্রহসনের বিচারের আয়োজন চলছে, সাবেক আমিরে জামায়াত বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আজমকে কথিত মানবতা বিরুধী অপরাধের মামলায় হাস্যকর ভাবে ৯০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। বিশ্ব বরেন্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। ট্রাইবুনালের এই বিতর্কিত রায় দেশে - বিদেশে সমালোচিত হয়েছে।এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ ও যুবক রাস্তায় নেমে আসেন । সরকারের নির্দেশে পাখির মত গুলি করে দেড় শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মু. মোজাহিদকে ও সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামানকে মানবতা বিরুধী অপরাধ মামলায় বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করেন। জামায়াতে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল যে মামলায় খালাস দিয়েছে সে মামলায় সম্পূর্ন রহস্যজনকভাবে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। যে আবদুল কাদের মোল্লাকে ১৯৭১ সালে কসাই কাদের বানানো হয়েছে সে আবদুল কাদের মোল্লা কিভাবে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিষয়ে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ন হয় এবং ঢাকা রাইফেলস স্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন তা আসলেই বোধগম্য নয়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মেধাবী ছাত্রনেতা মো. দেলোয়ার হোসাইনকে গ্রেফতার করে রিমান্ডের নামে যে নির্যাতন করা হয় তা বিবেকবান কোন মানুষ মেনে নিতে পারবেনা। এ সকল জুলুম আর নির্যাতন প্রমান করছে বাংলাদেশ থেকে ইসলামী অন্দোলন ও ইসলামী নেতৃত্বকে নির্মূল করাই সরকারের উদ্দেশ্য । যা এ দেশের তৌহিদী জনতা কখনো পূরন হতে দেবে না। হে আল্লাহ ! জালিম যখন জুলুমের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তোমার বান্দারা তোমার রহমতের দিকেই তাকিয়ে থাকে। আমরা তোমার রহমতের প্রত্যাশী। কিন্তু হে আল্লাহ !আমাদিগকে জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি দান কর । হে! আল্লাহ! আজ মাযলুমের কান্না চারিদিকে শোনা যায়। আমাদিগকে মাযলুমের সাহায্যকারী হওয়ার তাওফিক দান কর।

লেখকঃ
সাবেক সভাপতি
কুমিল্লা জেলা উত্তর

www.icsbook.info

আল্লাহ তাঁর নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেনই

মু. মনিরুজ্জামান বাহলুল

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন।পৃথিবীর শুরু থেকেই এর আরম্ভ এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে। যারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দ্বীনকে এই জমিনে কায়েম করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্ঠা চালায় তাদের সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের লড়াই অবধারিত। বাতিল শক্তির ধ্বজাধারীরা বরারবই সত্যের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা অনুযায়ী সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম নির্যাতনের মুখেও সত্যপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত করবেন এবং বাতিল পরাভূত ও পরাজিত হতে বাধ্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তারা চায় মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহর তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান না করে ক্ষান্ত হবেন না, তা কাফেরদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোকনা কেন।" (সূরা- আত তাওবা-৩২) ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে নবী রাসূলগনের সাথে এ লড়াই হয়েছে। জুলুম নির্যাতন, অপপ্রচার,কারাবরন,দেশান্তর এমনকি শাহাদাতের মতো ঘটনাও সংঘঠিত হয়েছে তাদের জীবনে। এ ব্যাপারে আল্লাহর বানী, "বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস,যে রাসুলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রোপ করতে থেকেছে ।(সূরা-ইয়াছিন-৩০) যারাই এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের উপর জুলুম, নির্যাতন, অপপ্রচার,কারা বরণ তথা শাহাদাতের মতো ঘটনাও ঘটেছিল ।মুমিন ব্যক্তিদের ঈমানের পরীক্ষা এমনই এক অনিবার্য বাস্তবতা যে এ থেকে আত্নগোপন করে পালিয়ে বাঁচার কোন সুযোগ নেই কিংবা অন্য কোন নেক আমলের মাধ্যমে এ থেকে নিস্কৃতি লাভের কোন পথও খোলা নেই। সীমাহীন জুলুম নিপীড়ন ও অত্যাচার সত্ত্বেও ঈমানদারগন মহান আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে যায় দ্বিধাহীন চিত্তে। পৃথিবীতে এমন কোন নবী আসেনি যাদের জুলুম নির্যাতন চালানো হয়নি। পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (স:) এর উপর চালানো হয়েছিল অবর্ণনীয় জুলুম ও নির্যাতন। তাদের উত্তরসূরীরাও অগ্নিপরীক্ষার নিখাদ প্রমানিত হতে হয়েছে। তাদেরকে এক প্রনান্তকর সংগ্রাম,চরম দ্বন্দ্ব সংঘাত,অবর্ণনীয় বিপদ মুসিবত,দঃখ কষ্ট, সীমাহীন হয়রানী,অমানবিক কারা নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারো রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়,কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারো উপরে আসে মারধর,কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার উপর। উৎপাটিত করা হয় কারো চোখ,বিচূর্ন করা হয় কারো শির। নারী,সম্পদ, ক্ষমতা,নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে।এই সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক ধারাবাহিক অনিবার্য অনুষঙ্গ।এগুলো ছাড়া ইসলামী আন্দোলন মজবুত, ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে পারে না।

www.icsbook.info

নিকট অতিতে পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামী আন্দেলন ও এর নেতৃবৃন্দের ওপর কঠিন নির্যাতনের স্টিম রোলার পরিচালনা করা হয়। মিশরে তৎকালীন স্বৈরাচারী জালেম সরকারের গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা প্রীয় নেতা হাসানুল বান্নাহ। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয় সাইয়েদ কুতুব ও আব্দুল কাদের আওদাহকে। তুরস্কে বদিউজ্জামান নুরসীসহ অনেকেই জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (র:) অনেকবার কারাবরণ করেন এবং ফাঁসির আদেশ হয়। অবশ্য বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ফলে তাঁর ফাঁসি কার্যকর করতে পারেনি।

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা সম্পর্কে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (র.) বলেছেন, ইসলামী আন্দেলনের পথ ফুল বিছানো নয়। একটি বিরাট বিপদ মহান ও বিপদ সঙ্কুল বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় উঠাবার সাথে সাথে তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ আপদ ঝাপিয়ে পড়তে থাকবে। অগনিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর,দৃঢ়তা,অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ আপদের মোকাবেলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকবে অনুগ্রহ রাশি। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানী হবে এবং তাঁর রহমত তাদের ওপর ছায়া দেবে। আর এরকম লোকেরাই সঠিক পথে চলবে।" (সূরা- বাকারা-১৫৭)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সব সময় বিপদে রেখেই খুশি হন বিষয়টা এমন নয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের আরো বেশি প্রিয় পাত্র বানানোর জন্য পরীক্ষা করেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার প্রতি সব সময় সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন আল্লাহর তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত দান করেন আর কখনও কখনও দুনিয়াতে তাদেরকে তাঁর সাহায্য ও মহা বিজয় দান করেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জান্নাত লাভের আশায় সকল বাধা- বিপত্তি, দুঃখ- কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন হাসিমুখে বরন করে নেয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহ তায়ালার নিজের কাজ। এজন্য যারা প্রচেষ্টা চালায় তারা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করবে, এটি আল্লাহর ওয়াদা। তবে শর্ত হচ্ছে তাদেরকে সত্যিকারের মুমিন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা চিন্তিত হয়োনা,ভয় পেয়োনা, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হও।" (সূরা আলে ইমরান-১৩৯)

আমরা দেখি রাতের পর দিন আসে,এবং দিনের পর রাত। মানুষের জীবনে কখনও সুখ আসে আবার কখনও দুঃখ। নদীতে কখনও জোয়ার আসে আবার কখনও ভাটা। পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় চিরদিন কেউ একই অবস্থায় থাকে না। কেউ কখনও শাসক হয় আবার শাসিত হয়। আজকে যিনি রাজা কালকে প্রজা। ফেরাউন, নমরূদ হিটলারসহ অসংখ্য স্বৈরশাসকদের করুন পরিনতি সকলেরই জানা। সেই সমস্ত স্বৈরশাসকদের উত্তরসূরীরা আজ একই কায়দায় বাংলাদেশের জমিন থেকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের মূলউৎপাটন করার জন্য জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। ইসলামী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার ও রিমান্ডের নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন,গুম,খুন ও নৃশংস অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে দেশে এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। এক দিকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার অভাবে গরীব-দুঃখী অসহায় মানুষের চারিদিকে হাহাকার। গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের সংকটে বিপর্যস্ত জনজীবন। রাষ্ট্রীয় মদদে হত্যা,সন্ত্রাস,গুম ও খুনের ফলে

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের আরো বেশি প্রিয় পাত্র বানানো জন্য পরীক্ষা করেন

www.icsbook.info

যেখানে সেখানে বেওয়ারিশ লাশের মিছিল। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জবরদখল, ছিনতাই, ডাকাতি, শিশু অপহরন, নারী নির্যাতনসহ আইনশৃখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি,ঘরে বাইরে কোথাও আজ জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা নেই। জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়া মজলুম মানুষের আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাশ আজ ভারী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগনের প্রতিবাদের ভাষাকেও কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাক স্বাধীনতা আজ বাকরুদ্ধ। অসহায়,বিপন্ন ও মজলুম মানবতা আজ সব কিছু হারিয়ে এ অবস্থা থেকে পরিত্রানে মহান প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছে। মানবতার এ ক্রান্তিকালে আমাদের ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। কারন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন নির্যাতিত,নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে দ্বীনে হককে বিজয়ী করতে সর্বাত্নক সংগ্রাম করার জন্য। মহান আলস্নাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমাদের কি হলো, তোমরা কেন সংগ্রাম করছোনা সেই সব অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য,যারা দুর্বলতার কারনে নির্যাতিত হচ্ছে? যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপথ থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাও,যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা- আন নিসা-৭৫)

আমরা সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। আর এ সংগ্রামে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন মজবুত ঈমান, খাটি ইসলামী চেতনা, আল্লাহভীতি,আল্লাহর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, মজবুত ইচ্ছাশক্তি,ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাস ও স্বার্থের নিঃশর্ত কুরবানী। দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে জীবনের উদ্দেশ্যে পরিনত করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের উপর নির্ভরতা ও তাঁরই নিকট খাঁটিভাবে আশ্রয় নেয়ার পর সত্যিকারের মু'মিনের অন্তর অবশ্যই ভয়শূন্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

" আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেনো শক্তি তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবেনা। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্ছা মু'মিদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।" (আলে- ইমরান-১৬০)

যথার্থ চিন্তাভাবনা করে সুস্থ মস্তিস্কে আন্দোলন ও সংগঠনের যাবতীয় দাবি ও চাহিদা উপলব্দি করে এ পথের উপর অটল ও অবিচল অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্যের জন্য আল্লাহ যে নীতি পদ্ধতি নির্ধারন করেছেন সেই পদ্ধতিতে এগিয়ে যেতে হবে। আন্দোলোনের কর্মীদের চরিত্রকে আরো সুন্দর, বলিষ্ঠ,উন্নত ও উজ্জল করতে হবে। আমাদের নৈতিক দৃঢ়তাই আমাদের সম্পর্কে মানুষের মনে আস্থার জন্ম দেবে। মহান আল্লাহর ওয়াদা, "আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা সত্যিকার ঈমান এনেছো এবং নেক আমল করেছো তাদেরকে আমি নিশ্চই কর্তৃত্ব দান করবো।" (আন-নূর-৫৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম নির্যাতনের মুখেও সত্যপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চত করবেন এবং বাতিল পরাভুত ও পরাজিত হতে বাধ্য।

মহান আল্লাহ ঘোষনা করেন, "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যা কেবলই পতনের জন্য।" (বনি- ইসরাইল-৮১)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্রের পথ মাড়িয়ে তাঁর সন্তুষ্টির পথে টিকে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন !

লেখকঃ
সাবেক সভাপতি
কুমিল্লা জেলা উত্তর

www.icsbook.info

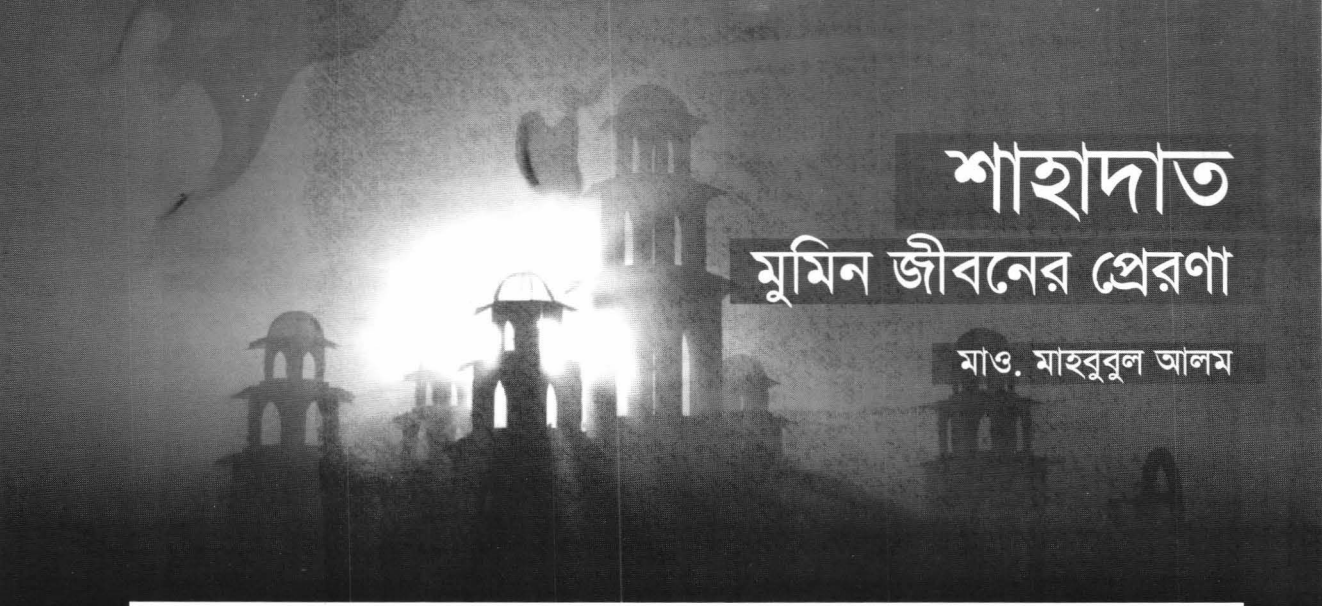

শাহাদাত
মুমিন জীবনের প্রেরণা

মাও. মাহবুবুল আলম

কবির ভাষায়

"জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখীণ জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যাবি জিন্দেগানি"।

শহীদি রুক্তে হেসে উঠেছে এ দেশের তরুণ যুব সমাজের বিশাল একটি শহীদি কাফেলা। শহীদের রক্তস্নাত কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আজ এ দেশের মুক্তিকামী ছাত্র জনতার কাছে একটি প্রিয় নাম। জাহেলিয়াতের তীব্র নখরাঘাত, রামপন্থী, বামপন্থী আর নাস্তিক্যবাদের সয়লাবে জাতি যখন আপাদমস্তক নিমজ্জিত; অশ্লীলতা বেহায়াপনা আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির থাবা যখন তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছিল ঠিক এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির তার যাত্রা শুরু করেছিল। শুরুতেই অনেক মহলের সাধুবাদ পেলেও এ সংগঠনকে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে ছাত্র শিবির আর সুধী সমাজের আশা-আকাঙ্খার একটি বিশ্বস্ত ঠিকানা।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিবির আজ এক অপ্রতিরোধ্য সংগঠনের নাম। এ অপ্রতিরোধ্য গতি এনেছে এ সংগঠনের অসংখ্য ভাইয়ের আত্মত্যাগ আর পঙ্গুত্ব বরনের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের পথ পরিক্রমাকে ব্যাহত করতে বাতিল শক্তি সব সময় ছিল সোচ্চার। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ শহীদেরা এ শক্তিকে রুখে দিয়েছে তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ দেশের সবুজ ভূখন্ডে ইসলামাকে বিজয়ী করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তাদের মহামূল্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। পেশ করেছেন শাহাদাতের সুমহান নজরানা।

শাহাদাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ:

শাহাদাতের অর্থ সাক্ষ্যদান: bear, witness উপস্থিত থাকা, শপথ করা, declare- oath beedful, শাহাদাত বরণ করা, প্রত্যক্ষ করা evidence ইত্যাদি।

শাহাদাতের প্রকারভেদ:

মালাবুদ্দা **মিনহু** লেখক কাজী ছানা উল্লাহ পানিপথী (রাহ.) শহীদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা (১) হাক্বীকী শহীদ (২) হুকমী শহীদ ভাগ করেছেন।

প্রকৃত শহীদ

(১) যে মুসলমান যুদ্ধরত অসহায় অমুসলিম সৈন্যদের হাতে মারা যায়, (২) যে মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের হাতে মারা যায়, (৩) যে মুসলমান ডাকাতদের হাতে মারা যায়।

(৪) যে মুসলমানকে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

(৫) যে মসুলমানকে অন্য কোন মুসলমান অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। ঐ মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে পানাহার, চিকিৎসা গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, অসিয়ত করার দ্বারা কোন উপকৃত না হয়ে থাকে এবং আহতত হওয়ার পর যদি কোন নামায তার উপর ক্বাযা না হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে শহীদী হাকিকী বলে। আর এ ধরনের শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল বিহীন পরিহিত বস্ত্রসহ দাফন করবে। তবে তার জানাযা নামায পড়তে হবে।

www.icsbook.info

হুকমী শহীদ

(১) কোন মুসলমানকে ফাঁসির স্থলে মৃত পাওয়া গেলে অথবা হত্যাকারী কে তা জানা না গেলে, (২) পানিতে ডুবে মারা গেলে, (৩) আগুনে পুড়ে মারা গেলে, (৪) সফর অবস্থায় মারা গেলে, (৫) আল্লাহর প্রেমে মারা গেলে, (৬) বিধ্বস্ত ঘর দেয়ালে চাপা পড়ে মারা গেলে, (৭) ঝড়-তুফান ইত্যাদিতে মারা গেলে, (৮) জুমার দিনে বা রাত্রে মারা গেলে, (৯) তলবে ইলম তথা ইলমে দ্বীন শিক্ষা অবস্থায় মারা গেলে, (১০) বাচ্চা প্রসব অবস্থায় মারা গেলে, (১১) কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে আহত হওয়ার পর মারা গেলে। (১২) যারা মহামারীতে মৃত্যু বরণ করে।, (১৩) যারা নিউমোনিয়া ও বক্ষব্যাধিতে ও পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী) এ ধরনের শহীদদের হুকুম, তাকে গোসল ও কাফন ইত্যাদি দিতে হবে।

ফিকহুল মুয়াসসার এর লেখক আল্লামা শফীকুর রহমান নদভী বলেন, শহীদ তিন প্রকার। যথা: (১) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের শহীদ। আর সেই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শহীদ।, (২) শুধু আখেরাতের শহীদ (হুকমী শহীদ), (৩) শুধু দুনিয়ার শহীদ (মুনাফিক)

শাহাদাতের মর্যাদায় কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

(১) আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৪), (২) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেছে। সেসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথী হবে আর তার সাথী হিসাবে তারা কতই না উত্তম। (সূরা আন নিসা: ৬৯)

(৩) এইভাবে তিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান আর মানুষের ঈমান পরীক্ষা করেন আর কিছু বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। (আলে ইমরান: ১৪০), (৪) যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে আর অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং যারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করে সে সকল দায়ীদেরকে কতল করে তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের শুভসংবাদ দাও। (সূরা আল ইমরান: ২১), (৫) যাঁরা আমার জন্য হিযরত করেছে, বাড়ীঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার জন্য লড়াই করেছে ও শাহাদাত বরণ করেছে আমি তাঁদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব এবং এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। (সূরা আলে ইমরান-১৯৪), (৬) নিশ্চয়েই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, আর তাঁরা এই জানমাল দিয়ে লড়াই করবে, মারবে আর নিজেরাও মরবে- শাহাদাত বরণ করবে। (সূরা আত-তাওবা: ১১১)।

শাহাদাতের মর্যাদায় হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি

(১) রাসূল (সা.) বলেন, হে শহীদগণ তোমাদের কুরবানী বিষয়ে আমি আল্লাহকে সাক্ষী দেব অত:পর তিনি শহীদের গোসল ও সালাত ছাড়া রক্তাক্ত দাফনের নির্দেশদেন। (বুখারী), (২) রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট শহীদদের যে ছয়টি মর্যাদা রয়েছে এর প্রথম: শহীদের রক্ত জমিন স্পর্শ করার আগে তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হবে। (মুসলিম), (৩) রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ ৭২ জন হুরকে একজন শহীদের সাথে বিবাহ দেবেন। যাঁরা হবে অপরূপা। (তিরমিযী), (৪) রাসূল (সা.) বলেন, শহীদদেরকে ৭০ জন গুনাহগার আত্মীয় পরিজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেবার অনুমতি প্রদান করা হবে। (তিরমিযী), (৫) রাসূল (সা.) বলেন, যে মুজাহিদ সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)

সর্বশেষ বলব আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যার গোটাজীবন তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মুনাজাতে বলতেন, রাসূল (সা.) শিখানো দোয়া- আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিও। আর শাহাদাতের উপর অটল রাখিও। আমারাও আমাদের জীবনের সবসময় এই দোআ পড়ব।

যেমন পান্দনামার লেখক শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) তার কিতাব শেষ করেছেন নিম্নের কবিতার মাধ্যমে-

জিসমে পুঝমুরদাহ বাতাব ওয়াতা পরসাদ
ইয়া রব আঁ সা'অতি কেহ্ জাঁ বর লব রসাদ
শরবতে শহদে শাহাদাত নৃশিয়াম
হাম তূমী বাশী মরা ফরইয়াদ রাম
চূঁ নাদারাম দর দো'আলম জুয তূকাস

(যখন তাপ উত্তাপে শরীর বিমর্ষে উপনীত হবে, হে প্রভূ সে মুহূর্তে প্রাণ ঠোঁটের উপর পৌঁছবে, সৌভাগ্যের রসতার পোশাক পরিধান করাইও। তখন শাহাদাতের মধুর শরবত আমাকে পান করাইও। তখন শুধু তুমিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী, উভয় জগতে যখন তুমি ব্যতীত আমার আর কেউই নেই।)

লেখক - সাবেক জেলা সভাপতি

তথ্যপুঞ্জি

১। কোরআনুল কারীম, ২। সিহাহ সিত্তাহ, ৭। মসনবী শরীফ, ৮। পান্দনামা, ৯। মালা বুদ্দা মিনহু, ১০। ফিকহুল মুয়াসসার, ১১। শরহু মায়ানী ওয়াল আছার, ১২। বাংলা একাডেমী ইংরেজী অভিধান, ১৩। সাহাবায়ে কেরমা আমাদের প্রেরণা, ১৪। স্মৃতি অমলিন (১)

www.icsbook.info

হুকমী শহীদ

(১) কোন মুসলমানকে ফাঁসির স্থলে মৃত পাওয়া গেলে অথবা হত্যাকারী কে তা জানা না গেলে, (২) পানিতে ডুবে মারা গেলে, (৩) আগুনে পুড়ে মারা গেলে, (৪) সফর অবস্থায় মারা গেলে, (৫) আল্লাহর প্রেমে মারা গেলে, (৬) বিধ্বস্ত ঘর দেয়ালে চাপা পড়ে মারা গেলে, (৭) ঝড়-তুফান ইত্যাদিতে মারা গেলে, (৮) জুমার দিনে বা রাত্রে মারা গেলে, (৯) তলবে ইলম তথা ইলমে দ্বীন শিক্ষা অবস্থায় মারা গেলে, (১০) বাচ্চা প্রসব অবস্থায় মারা গেলে, (১১) কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে আহত হওয়ার পর মারা গেলে। (১২) যারা মহামারীতে মৃত্যু বরণ করে।, (১৩) যারা নিউমোনিয়া ও বক্ষব্যাধিতে ও পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী) এ ধরনের শহীদদের হুকুম, তাকে গোসল ও কাফন ইত্যাদি দিতে হবে।

ফিকহুল মুয়াসসার এর লেখক আল্লামা শফীকুর রহমান নদভী বলেন, শহীদ তিন প্রকার। যথা: (১) দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের শহীদ। আর সেই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শহীদ।, (২) শুধু আখেরাতের শহীদ (হুকমী শহীদ), (৩) শুধু দুনিয়ার শহীদ (মুনাফিক)

শাহাদাতের মর্যাদায় কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

(১) আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৪), (২) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেছে। সেসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথী হবে আর তার সাথী হিসাবে তারা কতই না উত্তম। (সূরা আন নিসা: ৬৯)

(৩) এইভাবে তিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান আর মানুষের ঈমান পরীক্ষা করেন আর কিছু বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। (আলে ইমরান: ১৪০), (৪) যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে আর অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং যারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করে সে সকল দায়ীদেরকে কতল করে তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের শুভসংবাদ দাও। (সূরা আল ইমরান: ২১), (৫) যাঁরা আমার জন্য হিযরত করেছে, বাড়ীঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমার জন্য লড়াই করেছে ও শাহাদাত বরণ করেছে আমি তাঁদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব এবং এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। (সূরা আলে ইমরান-১৯৪), (৬) নিশ্চয়েই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, আর তাঁরা এই জানমাল দিয়ে লড়াই করবে, মারবে আর নিজেরাও মরবে- শাহাদাত বরণ করবে। (সূরা আত-তাওবা: ১১১)।

শাহাদাতের মর্যাদায় হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি

(১) রাসূল (সা.) বলেন, হে শহীদগণ তোমাদের কুরবানী বিষয়ে আমি আল্লাহকে সাক্ষী দেব অত:পর তিনি শহীদের গোসল ও সালাত ছাড়া রক্তাক্ত দাফনের নির্দেশদেন। (বুখারী), (২) রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট শহীদদের যে ছয়টি মর্যাদা রয়েছে এর প্রথম: শহীদের রক্ত জমিন স্পর্শ করার আগে তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হবে। (মুসলিম), (৩) রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ ৭২ জন হুরকে একজন শহীদের সাথে বিবাহ দেবেন। যাঁরা হবে অপরূপা। (তিরমিযী), (৪) রাসূল (সা.) বলেন, শহীদদেরকে ৭০ জন গুনাহগার আত্মীয় পরিজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেবার অনুমতি প্রদান করা হবে। (তিরমিযী), (৫) রাসূল (সা.) বলেন, যে মুজাহিদ সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)

সর্বশেষ বলব আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যার গোটাজীবন তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মুনাজাতে বলতেন, রাসূল (সা.) শিখানো দোয়া- আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিও। আর শাহাদাতের উপর অটল রাখিও। আমারাও আমাদের জীবনের সবসময় এই দোআ পড়ব।

যেমন পান্দনামার লেখক শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) তার কিতাব শেষ করেছেন নিম্নের কবিতার মাধ্যমে-

জিসমে পুঝমুরদাহ বাতাব ওয়াতা পরসাদ
ইয়া রব আঁ সা'অতি কেহ্ জাঁ বর লব রসাদ
শরবতে শহদে শাহাদাত নৃশিয়াম
হাম তূমী বাশী মরা ফরইয়াদ রাম
চূঁ নাদারাম দর দো'আলম জুয তূকাস

(যখন তাপ উত্তাপে শরীর বিমর্ষে উপনীত হবে, হে প্রভূ সে মুহূর্তে প্রাণ ঠোঁটের উপর পৌঁছবে, সৌভাগ্যের রসতার পোশাক পরিধান করাইও। তখন শাহাদাতের মধুর শরবত আমাকে পান করাইও। তখন শুধু তুমিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী, উভয় জগতে যখন তুমি ব্যতীত আমার আর কেউই নেই।)

লেখক - সাবেক জেলা সভাপতি

তথ্যপুঞ্জি

১। কোরআনুল কারীম, ২। সিহাহ সিত্তাহ, ৭। মসনবী শরীফ, ৮। পান্দনামা, ৯। মালা বুদ্দা মিনহু, ১০। ফিকহুল মুয়াসসার, ১১। শরহু মায়ানী ওয়াল আছার, ১২। বাংলা একাডেমী ইংরেজী অভিধান, ১৩। সাহাবায়ে কেরমা আমাদের প্রেরণা, ১৪। স্মৃতি অমলিন (১)

www.icsbook.info

শহীদেরা বাগানের সেরা ফুল

মু.মনিরুজ্জামান

অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী কালো আকাশ আমাবশ্যার রাত, তৃষ্ণার্ত মরুভূমি ,পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত পৃথিবী মজলুমের আর্তনাদে ভারী আকাশবাতাস , একজন শান্তির দূতের আগমনীর বার্তার প্রহর গুনছিল পৃথিবী । ঠিক তখনই আল্লাহ তাঁর বিধান জমিনে কায়েম রাখার লক্ষ্যে একে একে অসংখ নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কবির ভাষায় -

"এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরেছিল সেদিন
উদয় রবির পানে চেয়েছিল জগত তমসালিন
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার অশিবিষ ফনাতলে
ধরনীর আশা যেন ক্ষীন জ্যোতি মানিকের মত জ্বলে।

নবী রাসুলগণ এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন বাঁধা ও নির্মম নির্যাতনের সম্মুখিন হয়েছেন। কেহ শহীদ হয়েছেন আবার কেহ গাজী হয়েছেন। কেহ কারারুদ্ধ হয়েছেন আবার কেহ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নবী রাসূলদের আগমনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে যাহারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাহাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছেএবং ভবিষ্যতে যাহারা দায়িত্ব পালন করবেন তাহারাও এ নির্যাতনের শিকার হবেন ," মহান আল্লাহ বলেন- আর মানুষেরা মনে করছেন তাঁরা ঈমান এনেছেন একথা বললেই ছেড়ে দেওয়া হবে , অথচ তাকে পরীক্ষা করা হবেনা ।" (আনাকাবুত-২) এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিকটে নিয়ে যান। বাগানের অনেক ফূলের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ফুলটির যেমন আকর্ষণ বেশী থাকে ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম ফুলটি নিয়ে যান।
"মহান আল্লাহ বলেন - আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কে ঈমানদার এবং তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহন করবেন আর তিনি জালিমদের ভালবাসেন না।"(আলে-ইমরান-১৪০) শহীদ হওয়ার আকাংখা করা পূণ্যের কাজ কিন্তু শহীদ হওয়ার যোগ্যতা ,গুণ অর্জণ করা হচ্ছে শহীদ হওয়ার অপরিহার্য দাবী। যুগে যুগে যাহারা শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর প্রিয় মেহমান হয়েছেন কারণ তাহারা- As the stars that are starry in the time of our darkness. "শহীদেরা জীবন মিল্লাতের গৌরব দূর্যোগের রাহাবার"

আল্লাহ তাদের মর্যাদার কারণে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন, কারণ তারা আল্লাহর সৈন্য আবার ব্যক্তিগত কোন কাজে নয় বরং আল্লাহর দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় আল্লাহ তাদের তুলে নিয়েছেন।সুতারাং তাঁহারা মৃত্যু বরণ করবেন কেন? বরং তাঁরা জীবিত "আল্লাহ বলেন- যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলনা বরং তাঁরা জীবিত তোমরা তাহা উপলব্ধি করতে পারনা। "(বাকারাহ-১৫৪)

www.icsbook.info

আল্লামা ইকবাল বলেন- Life is the bigining of death and death is the bigining of life.অর্থ ঃ জন্মই হল মৃত্যুর সূচনা , আর মৃত্যুই হল অনন্ত জীবনের সূচনা। Jhon milton এর মতে, Death is the golden key that open the place of eternity. অর্থ ঃমৃত্যু এমন এক স্বর্ণালী চাবী যা যা চিরস্থায়ীত্বের দরজা খুলে দেয়। শহীদের মর্যাদার বর্ননা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন- তোমরা তাদের কে মৃত বলনা বরং তারা জীবিত এবং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত।

মহান আল্লাহর যে সকল মুহসিন বান্দাহ গণ আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহন করেছে। জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময় আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন তাহারাই সফলকাম হয়েছেন। আল্লাহ বলেন- নিশ্চই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন।(সুরা তাওবা-১১১)

যে সকল মুমিনগন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে জীবন, মরণ ,সালাত, কুরবাণী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ঠ করেছেন। এবং শাহাদাতের তামান্না লালন করেছেন আল্লাহ শুধু তাদের কবুল করেছেন । আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল যাদের জীবনের মূল কামনা তাদের মধ্যে হযরত হানযালা (রাঃ) অন্যতম। তিনি ফরয গোসল আদায় না করেই আল্লাহর দ্বীন রক্ষার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। আল্লাহর দ্বীনই যদি জমিনে কায়েম না থাকে তাহলে তার ফরয গোসল দিয়ে কি হবে? একদা রাসূল (সা:) শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে ছিলেন এমন সময় এক যুবক তার মুখের খেজুর ফেলে দিলেন এবং বললেন আমি দুনিয়ার খেজুর খেয়ে সময় নষ্ট করতে চাইনা তাই মুখের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে গেলেন এবং আল্লাহর পথে শহীদ হলেন।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামেখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ আব্দুল মালেক তার বাবা মায়ের নিকট লিখেন" আমি বড় হতে চাইনা আমি ছোট থেকেই জীবনের স্বার্থকতা পেতে চাই"। আরো লিখেন আপনারা আমার জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করবেন" জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের অন্ধকার আর সরকারী যাতাকলের নিষ্পেষন আর ফাঁসির মঞ্চেও যেন আম,াকে ভরকে দিতে না পারে"। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে সফল হয়ে বাতিলের চক্ষুশূলে পরিণত হন এবং ১৯৬৯ সালের ১৫-ই আগষ্ট শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক উজ্জল নক্ষত্র । তিনি তার সমগ্র জীবনে আল্লাহর নিকটে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করেছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিকট শহীদি মৃত্যুর জন্য দোয়া চেয়েছেন। ২০০৮ সালের সদস্য সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের রাহবারদের নিকট এই বলে দোয়া চেয়েছেন- বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আল্লাহ যদি কাউকে শহীদ করেন তাহলে যেন আমি আব্দুল কাদের মোল্লাকে সর্বপ্রথম শহীদ হিসাবে কবুল করেন। সকল সদস্য ভাইয়েরা নিম্মস্বরে আমীন বললে তিনি (আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই) সকলের নিকট হতে উচ্চস্বরে আমীন আদায় করে নেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শপথদারী মুজাহীদদের দোয়া ও আমীন হয়তো আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন এবং তার সমগ্র জীবনের আকাঙ্খা আল্লাহ তায়ালা পূরণ করেছেন। রাষ্ট্রপতির নিকট প্রাণ ভিক্ষার সুযোগ পাওয়ার পরেও তিনি জালিমের নিকট মাথা নত করেন নাই । বরং আল্লামা মওদূদীর মতই বলে গেছেন মৃত্যুর ফায়সালা জমীনে হয়না, আসমানে হয়। আর বজ্র কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে গেলেন আমি সমগ্র জীবন আল্লাহর নিকট শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করেছি। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহীদ ভাই বলেন মোল্লা ভাই আমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বপ্রথম কবুল করেছন।

আল-মামুন শাহাদাতের তামান্না নিয়েই কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কুমিল্লা উত্তর জেলায় সদস্য প্রার্থী হয়ে বুড়িচং উপজেলার সেক্রেটারী এবং সর্বশেষ ময়নামতি সাথী শাখার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনকরেন। আল- মামুন শিবিরের ৯৮তম শহীদ । ১৯৯৮সালে ১ নভেম্বর তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয় এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

আল- মামুন ভাই ঢাকা ও কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরিক্ষা দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েও যায়নি,কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন করা যাবেনা। তাই কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে বলে যান "হয়তো শহীদ হবো নয়তো শিক্ষক হবো"। তিনি যাওয়ার পূর্বে থানা ও জেলায় কোন এয়ানত বকেয়া আছে কিনা খোঁজ নিয়ে পরিশোধ করে যান। তিনি আহত হওয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত ব্যক্তিগত ডায়েরী লিখে যান।

www.icsbook.info

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ আব্দুল মালেক তার বাবা মায়ের নিকট লিখেন-

জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের অন্ধকার আর সরকারী যাতাকলের নিষ্পেষন আর ফাঁসির মঞ্চেও যেন আম,াকে ভরকে দিতে না পারে''

শিবিরের ১০০ তমশহীদ যোবায়ের ভাই ১ম শ্রেণী থেকে সকল ক্লাসে ছিলেন ফার্ষ্ট বয়। ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি সহ এস.এস.সি ও এইচ.এস.সিতে লেটার সহ প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরিক্ষায় ১ম স্থান অর্জন করেন এবং অর্থনীতিতে ভর্তি হন। শেষবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বে ফযরের নামাযের ইমামতি করেন, মসজিদে তার বাবাও ছিল সে মুনাজাতে বলেন 'হে আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দাও'স্বভাব সূলব কন্ঠে তাঁর বাবা বললেন 'আমিন'। তার এই আমিন যে আল্লাহ কবুল করেছেন তা মাত্র ৪০ দিন পরেই দেখতে পেয়েছেন, যখন যোবায়েরের নিথর দেহ বাড়ীর উঠানে নামানো হয়েছে।

শিবিরের ১২৩ তম শহীদ রেজবুল হক সরকার প্লাবন। প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন, তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না ছিল প্রবল। সে তাঁর এক দায়িত্বশীল এর নিকট চিঠি লিখেন '' ভাইয়া আমি কিভাবে শহীদ হতে পারি'' বা শাহীদ হওয়া যায় কিভাবে ? বাতিল শক্তি তাঁকে সহ্য করতে না পেরে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। ২০০৪ ইং সালে এস.এস.সি পরিক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হলে দেখা গেল তাঁর স্কুলে সেই একমাত্র এ+ পেয়েছে। দুনিয়ার সার্টিফিকেট বের হওয়ার পূর্বেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন।

পরিশেষে বলা যায় , শহীদের মিছিল প্রতিদিন দির্ঘায়িত হচ্ছে। শত বাঁধা মোকাবেলা করে শহীদের মিছিল সামনে এগিয়ে যাবে। শহীদের সাথীদের প্রতিশোধের হুংকারে বাতিলের মসনদ প্রকম্পিত হবে। আল্লাহর দ্বীনকে সিক্ত করবে। কবির ভাষায় - The tree of freedom is watered by the blood of tyrant. অর্থ- স্বাধীনতার বৃক্ষ মজলুমের রক্তে সিক্ত হয়।

শহীদের প্রতি ফোটা রক্তে আন্দোলনের ভীত আরো মজবুত হবে। শত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে প্রবল গতি নিয়ে এ কাফেলা সামনে এগিয়ে যাবে। কোন অপশক্তি এ গতিকে থামিয়ে দিতে পারবেনা।

আমাদের গতি সত্যের পথে কারো বাঁধা আজ মানবে না,
বিজয় আছে সম্মুখে তাই মুক্তির এ মিছিল থামবেনা।

লেখক
মনিরুজ্জামান
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর

www.icsbook.info

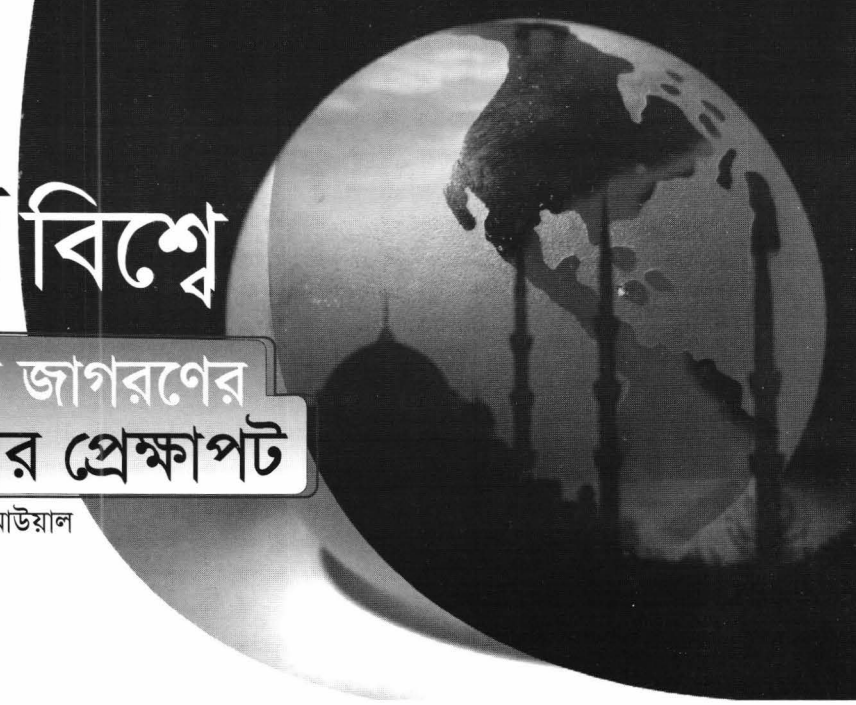

বর্তমান বিশ্বে

ইসলামী জাগরণের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট

এ্যাডঃ মু.আব্দুল আউয়াল

ইসলামের ইতিহাসে খেলাফতে রাশেদার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা, কায়েম রাখার অব্যহত প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন বিশ্বের কিছু দেশে সিদ্ধান্তকারী পর্যায়ে বা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। উল্লেখ করার বিষয় যে-

১.ইসলামী জাগরন আন্দোলন ব্যাক্তিগত উদ্যোগ থেকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির এ সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা রেখেছে মিশর কেন্দ্রীক ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এর আরব বিশ্বের বৃহত্তম মজলুম ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীন বা Muslim Brotherhood, হিমালয়ান উপমহাদেশে সাইয়্যেদ আবুল আলা- মওদূদী (রঃ) প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী এবং তুরস্কে এ-যুগ সন্ধিক্ষনে বদিউজ্জামান নূরসী প্রদত্ত নূর জামায়াত বা নূর তালাবার আন্দোলন।

২.আজকের বিশ্বে প্রায় ২০০ এর অধিক ছাত্র যুব সংগঠন ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির তৎপরতা চালাচ্ছে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে Clash of civilization গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক Prof.Semuel p : Huntington তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে , মুসলিম জনগনের ঘরে ১৬-৩০ বছর বয়স্ক গ্রুপের মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং কমিউনিজমের আদর্শিক বিপর্যয়ের পর দেশে দেশে ইসলামী জাগরণ সংগঠিত হবার পাশাপাশি ব্যপক গনভিত্তি ও জন সমর্থন অর্জন করেছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে আজ ইসলামী পূনর্জাগরণের বহুমূখি প্রয়াস চলছে। এ প্রচেষ্ঠার অন্যতম দিক হচ্ছে বিশ্ব ইসলামী যুব সংস্থা(world Assembly of Muslim Youth) আন্তর্জাতীক ইসলামী ছাত্র সংগঠনসমূহের ফেডারেশন (International Islamic Federation of Students Organization) ইসলামী জাগরণ সৃষ্টিতে potential শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. নির্যাতিত নিস্পেশিত ও শোষিত - বঞ্চিত জনগোষ্ঠির নিস্কৃতি ও স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে"New- economic order" বা নতুন অর্থ ব্যবস্থায় স্থান করে নিয়েছে বিশ্বব্যাপী শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামী জাগরণে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখছে।

৪. ইসলামী দাওয়াহ ও মিডিয়া বর্তমানে সতন্ত্র বিষয় হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন থেকে এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে আসছে। এ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক পরিচালিত আন্তঃ ধর্ম, সংলাপ ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে যথেষ্ঠ পারদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

www.icsbook.info

৫. আফগানিস্তান কেন্দ্রিক রুশ ভল্লুকদের খপ্পর থেকে মুজাহিদগন মুক্ত হওয়ার পর পর্দার অন্তরালে নাটকীয়ভাবে তালেবানের উত্থান হলেও মূলতঃ দুনিয়ার বেশ কিছু জায়গায় মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আফগান রনাঙ্গন এক হিসাবে কাজ করছে। এ রনাঙ্গনের অন্যতম সিপাহসালার গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে মধ্য প্রাচ্যে আদর করে কালবুদ্দিন বা দ্বীনের কলব বলে ডাকা হয়।

৬. যুগের চাহিদা পূরণে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনকে সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট তৈরিতে দুনিয়ার দেশ সমূহের মাঝে মিশরের নাগরিক কাতারে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত মুসলিম ব্রাদারহুড প্রভাবিত ইসলামী স্কলার আল্লামা ইউসুফ আল- কারজাভী , তিউনিশিয়ার আন-নাহদার প্রধান রশিদ আল-ঘানুচি, তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা তইয়েব এরদোগান , বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর কারা নির্যাতীত নেতা প্রফেসর গোলাম আযম ,সুদানের ইখওয়ানের নেতা ও স্পীকার ড.হাসান আল-তুরাবী, মালয়শিয়ার পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা আনোয়ার ইব্রাহীম প্রমূখ ইসলামী ব্যাক্তিগণ অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। স্মরণ করার মতো যে , পাকিস্থান জামায়াতে ইসলামীর মরহুম কাজী হোসাইন আহমদ রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেন। কাস্মীরের আযাদী আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রনয়ন , মধ্য এশিয়ার জাগরণ তৈরিতে ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টি ও পাকিস্তানের সকল ইসলামী দলকে এক প্লাটফর্মে আনয়নে এম,এম,এ (মোত্তাহিদা মজলিশে আমল) গঠন তার অবদানের উল্লেখযোগ্য দিক।

৭. মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন জনপদের নাম বাংলাদেশ । এদেশের জমিনে আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম নিয়ামত ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ ইসলামী ছাত্রশিবির। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ইতিহাসের কঠিনতম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। সেই সাথে চলছে ইসলাম বিরোধী মহলের মিডিয়া ও তথ্য সন্ত্রাস। অপরাধ একটাই ইসলামী আদর্শের একটি সু-সংগঠিত শক্তি হওয়া এবং এক পর্যায়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে ফ্যাক্টর হওয়া। আমেরিকার সবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রদত্ত আদলে গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার অবয়ব তৈরিতে কিছুটা সক্ষম হলেও ইউরোপের বুক চিরে নতুন বিপ্লবের যে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তাতে বাংলার ইসলামী যুব আন্দোলনের সাবেক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে মিশরের শহীদ সাইয়্যেদ কুতুবের উদ্বৃতি তুলে ধরতে চাই । আদালতে যখন তাঁর ফাঁসির রায় ঘোষনা করা হয় - তখন তিনি হাঁসছিলেন। তার এ হাঁসির কারণ সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি দুটি কথা বলেছিলেন ১. যে বিজয়ের জন্য আমার সংগ্রাম , তা নিজ চোখে দেখে যেতে পারছি বিধায় আমি হাঁসছি। ২. সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে মিশরের যুবকদের কাছে আমার আবেদন- আমার যেখানে শেষ , সেখান থেকে তোমাদের শুরু। তাই দেখা যায় আজ দুনিয়ার ৭০টির ও অধিক দেশে ইখওয়ানের শাখা-প্রশাখা মস্কো, পিকিং, ওয়াশিংটনের তখতে তাউস খান খান হয়ে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের মূলধারা থেকে নবীনদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সরকারের সকল প্রদক্ষেপ ব্যার্থ হয়েছে। সকল প্রকারের অপপ্রচার ও মিথ্যাচার উপেক্ষা করে , সীমাহীন জুলুম - নির্যাতন উপেক্ষা করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যুবকদের অবস্থান অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী শক্ত ও সক্রিয়। শহীদ আল- মামুনের যোগ্য উত্তরসূরীদের হাতে আল্লাহর সাহায্যে বাংলার জমিনে বিজয় পতাকা উড়বে, এ প্রত্যাশায়............।

লেখকঃ আমীর , বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
বুড়িচং উপজেলা।

www.icsbook.info

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সংকট নিয়ে কিছু কথা

মু. খাইরুল বাশার

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সহ প্রায় সারাবিশ্বে সর্বাপেক্ষা গভীর ষড়যন্ত্র আর জুলুমের শিকার ইসলামী আন্দোলন। মূলত এমন কোন যুগ হয়তো অতিক্রম হয়নি যখন এ পথের অনুসারীগন আল্লাহর দ্বীন প্রচার কারীগন এমন ঘোর বিপদের সমুখ্যিন হননি। তবে আশার কথা হলো যত বিপদ আর পরীক্ষাই আসুক না কেন দ্বীনের প্রকৃত পতাকাবাহীগণ দাওয়াতী কার্যক্রম, শিক্ষা, সংস্কার, ধৈর্য তাক্বওয়া সর্বপরি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে হলেও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলামের প্রশান্তিময় পতাকাকে সমুন্নত করেছেন। শয়তানের দোসররা যতই ষড়যন্ত্র করুক তাতে লাভ নেই। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে তাদের ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার জুলুম, নির্যাতন যতই করা হোক না কেন তিনি, নূরকে প্রজ্জলিত করবেনই আল্লাহর তায়ালা বলেন-

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্নরুপে বিকাশিত করবেন যদিও অস্বীকারকারীরা তা অপ্রীতিকার মনে করে : (সূরা আছ ছয়া-৮)

রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন-

'আমার উম্মতদের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর জয়ী থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত (কেয়ামত) আসে এবং তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।"

একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের সকলের অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যারা ইসলামী বিশ্বাস মূল্যবোধ তথা ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্নকারী ও নির্মূলকারীরুপে আবির্ভূত হবে দৌড় ও চক্করের পরে একসময় তারা নিজেরাই নির্মূল হয়ে যাবে। অতীত ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান ইতিহাস এমন সাক্ষীই আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। ভবিষ্যতে ও এর ব্যতিক্রম হবে না। নিরেট বাস্তবতা হলো সাময়িক সময়ের জন্য জেল, জুলুম, নির্যাতন করা যায় এমনকি কিছু সংখ্যক ভাইদের জীবন কেড়ে নেয়া যায় কিন্তু পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হলেও ইসলামের কালজয়ী সুমহান আদর্শকে নির্মূল করা যায় না। তা কখনো সম্ভব নয়, কালিমার পতাকা কখনো থেমে পড়ে না। পড়তে পারে না । আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু নাস্তিকবাদী অপশক্তিগুলো নানারুপে নানাবেশে ওলী আওলিয়াদের এ পূন্যভূমিতে শহীদ মালেক, শহীদ সাব্বির, আল-মামুন, ইব্রাহীম ও শাহজানের রক্তভেজা এ জমিনের পথে ঘাটে আজ কিলবিল করছে। গো-ভাগারে যেমন মাংসাশী শকুনের মেলা বসে তেমনি আজ ইসলামী আন্দোলন, তাহযীব তমুদ্দণ ও প্রিয়মাতৃভূমি বাংলাদেশের উপর নাস্তিক্যবাদী অপশক্তির মেলা বসেছে। তারা এ দেশটাকে ও ইসলামী বিধি বিধান

www.icsbook.info

বিশ্বাস মূল্যবোধকে অতি কর্কশ ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে প্রানে টেনে হিচড়ে খাওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে। যদিও অল্লাহ তায়ালা তাদের সে আশা নস্যাত করে দিবেন।এ দেশের মুসলিম তাওহীদী জনতা তাদের সে খায়েশ কখনো পূরণ হতে দিবে না। আমরা জোড়ভাবে বিশ্বাস করি অতি সহসাই এঘোর বিপদ কেটে যাবে। যারা অত্যাচার আর নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে তাদের পতন। অত্যাচার হলো জঘন্য অপরাধ, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যাচার হলো পাপ দ্বারা আল্লাহর সাথে লড়াই কারা এবং এটা শধু হৃদয়ের অন্ধকার থেকে সৃষ্টি হয়। যখন জনগোষ্ঠি বা দলকে অত্যাচারের অন্ধকার ঘিরে ফেলে তখন তার কোন কিছুই কাজে আসে না।

ইসলামী আন্দোলনে নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চালু করা হয়েছে তা ইতিহাস কালো কালি দিয়ে লিখে রাখবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান টার্গেট হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ

আজকের বাংলাদেশকে বিভীষিকাময় চোখে দেখতে হচ্ছে গুম, হত্যা, মারামারি কাটা কাটি, হানাহানির ভয়াবহ দৃশ্য। বড় করুণ দৃষ্টিতে দেখতে হচ্ছে লাশের কফিনে আপনজনদের হাতে পড়ার দৃশ্য। কত জন আহত হচ্ছে অন্ধকার কারাগারে বিনা দোষে ধুকে ধুকে মরছে দুর্নীতি প্রতারণায় মাধ্যমে কতজনের জীবন বিপন্ন হচ্ছে সহায় সম্বল হারাচ্ছে। চলছে অন্যায় অপরাধ অপকর্ম, অপপ্রচার, জুলুম, নির্যাতন, অবিচার, ব্যভিচার অনৈতিক কাজের মহড়া। আর এ সকল কিছুই বিগত ২০০৯ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা সেকুলারিস্টদের দ্বারা সৃষ্টি। তারা এমন পরিস্থিতি অব্যাহত রাখার অথবা তারচেয়ে অধিক পরিমাণে এসকল নিকৃষ্ট কার্য চালু করার জন্য যাবতীয় কুট কৌশলের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের উপরই নেমে এসেছে অকথ্য নির্যাতন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনে নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চালু করা হয়েছে তা ইতিহাস কালো কালি দিয়ে লিখে রাখবে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান টার্গেট হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নেতা কর্মীগণ। কেননা তারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে তাদের যথেচ্ছাচারী মতাদশের্র পর্শ্চাচার এ ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় কত অসহায় । তাদের বেদতুর ব্যর্থ মতাদর্শের বেলেল্লাপনা ইসলামের সুমহান জীবন ব্যবস্থার মোকাবেলায় কত কুৎসিত তাদের আদের্শ বিবর্জিত মতবাদের অসারতা ইসলামের চিরকল্যাণকর মতবাদের মোকাবেলার কত কদর্য। তাই তারা ইসলামের শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা উৎখাত করতে এমন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠেছে। তারা তাদের ভোগ বিলাসের জন্য এ ইসলামকেই প্রতিবন্ধক মনে করে। তাদের দুনীর্তি অন্যায়, অপরাধ নির্বিচারে পরিচালনার জন্য ইসলামী আন্দোলনকেই বাধা মানে করে। এমতাবস্থায় তারা হত্যা, গুম, অত্যাচার, অপপ্রচার আর গভীর ষড়যন্ত্রের পথ প্রতিনিয়ত প্রশস্ত করে যাচ্ছে। ইসলামের শ্বাশত সুন্দর ও শান্তিময় বিধানকে আড়াল করতে, নিরুৎসাহিত করতে নমরুদ, ফেরাউন আর আবুজাহেলদের মত খলনায়কের ভূমিকা পালন করছে।

যদিও তারা মারমূখী মিডিয়ার কল্যাণে মুখরোচক বক্তব্য দিয়ে দেশপ্রেমিক, জনগণের সেবক দেশের উন্নয়নকারী হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে কিংবা নিজেদের স্বাধীন চেতা বা মুক্তমনের নেতা হিসেবে পরিচয় তুলে ধরে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের অনুসারীদের দেশদ্রোহী সন্ত্রাসী, জঙ্গি হিসেবে অপবাদ দেয়ার প্রয়াসপায় প্রকৃত পক্ষে তারাই দেশদ্রোহী চরম দূর্নীতিবাজ সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের মূলহোতা কিংবা, দেশের অভ্যন্তরে বা অন্যদেশে অবস্থানরত কোন না কোন প্রভূর অভিপ্রায়লালিত এক একজনের বশংবদ ক্রীতদাস। তাই তারা তাদের সেই আহলাদিত প্রভূদের ইশরায় ইসলামী জীবনাদর্শকে নি:শেষ করে দিতে ঘৃণ্য উন্মাদনায় অতিবিপ্লবী হয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। ইসলামের অগ্রযাত্রায় বড় ভীত হয়ে তারা ইসলঅমের কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিতে হেন কোন অপচেষ্টা নেই যে তারা করেনি।

www.icsbook.info

এত কিছুর পরও যখন আন্দোলনের কাজ স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে। সময়ের ব্যবধানে তারা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের ভেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে করুন পরিনতির মুখোমুখী হবে। মহান আল্লাহ বলেন- 'আর আমি এমনিভাবে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি- যেন তারা সেখানে ষড়যন্ত্র করে। তদের সে ষড়যন্ত্র নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা উপলব্দি করতে পারেনা।' (সূরা আনআম-১২৩)

তবে ইসলাম বিদ্বেষীদের এ ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। আমরা দেখতে পাই রাসূল (সঃ) কে ও গ্রেফতার করতে তাকে হত্যা করতে কিংবা দেশদ্রোহী হিসাবে দেশ থেকে বাহির করে দিতে তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষীরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেন -
'আর অস্বীকারকারীরা যখন ষড়যন্ত্র করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করতে কিংবা আপনাকে (দেশ থেকে) বের করে দিতে, তখন তারা যেমন (বিভিন্ন) ষড়যন্ত্র করত তেমনি আল্লাহও ষড়যন্ত্র করতেন। বস্তুত আল্লাহর ষড়যন্ত্র বড় উত্তম। (সূরা আনফাল-৩০)

অপর এক আয়াত দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সঃ) এর আগেও আম্বিয়ায়ে কেরামগণ অনুরূপভাবে ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। যেমন বলা হয়েছে, 'তাদেরও পূর্বে যারা ছিল তারা ষড়যন্ত্র করেছে। আর এ সকল ষড়যন্ত্র তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। অস্বীকারকারীরা জেনে নেবে যে, পর জীবনের যন্ত্রনার আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (সূরা-রা'দ-৪২) এ কথা আমাদের সকলেরই জানা ষড়যন্ত্রকারীদের শেষ পরিনতি কখনোই ভালো হয় না। প্রকৃতির নিয়মের মতো ষড়যন্ত্রকারী যে-ই হউক যত চালাকই হউক একসময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভয়ানক পরিনতির কথা পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত করেছেন এভাবে-
''যারা ষড়যন্ত্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারনাতীত। কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদের পাকড়াও করবে তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবেনা (সূরা নহল ৪৫-৪৬)

হযরত সালেহ (আ:)এর সম্প্রদায় যখন ষড়ন্ত্র করেছিল তখন ও আল্লাহ সে ষড়যন্ত্র নসাৎ করেদিয়ে তাদের ধংস করে দিয়েছিলেন সে কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করে বলেন-
''তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক ষড়যন্ত্র করেছিলাম কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ তাদের ষড়যন্ত্রের পরিনাম আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানুবাদ করে দিয়েছি। (সূরা নমল ৫০-৫১)।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় ষড়যন্ত্রকারীরা যতই ক্ষমতাবান হউক , ধুরন্দর হউক কিংবা নিজেদের চতুর মনে করুক তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

লেখক-
সাবেক অফিস সম্পাদক
কুমিল্লা জেলা উত্তর।

www.icsbook.info

শাহাদাতই জীবন ও জান্নাত

মুহাম্মদ আবু কাউছার ইউসুফ

এমন একটি বিষয়ে আমি কলম ধরেছি। যা আমার সমগ্র জীবনের চাওয়া। আমার রবের নিকট আমি চাই, যা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও মোহময়। যা সত্যিকারার্থে ''শারাবান তাহুরা''- পবিত্র শরাব। যা মুমিনকে আকাংখার বস্তু, আমার প্রিয় নবীর ছিল যা পাওয়ার তীব্র আকাংখা,যার নাম ''শাহাদাত'' ইমানী আবেগ সৌভাগ্য বশত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার প্রক্রিয়া। যার পদবী ''শহীদ''।

শাহাদাত শব্দের অর্থ:

শাহাদাত আরবী শব্দ। শাহাদাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যার অর্থ সাক্ষ্যদান bear witness উপস্থিত থাকা, শপথ করা dectare-oath. শাহাদাত বরণ করা, প্রত্যক্ষ করা। evidence জানা, দেখা, অন্তর দৃষ্টি, দর্শন ইত্যাদি।

কুরআনে শব্দটির ব্যবহার:

সেই মহিলাটির পরিবার থেকে একজন সাক্ষ্য দিল। (সূরা ইউনুস: ২৬)

এছাড়াও আল বুরুজ-০৯, আল বাকারা ১৮৫, সূরা নূর২, ৪৮ সূরা নিসা ৭২, সূরা আহযাব ৪৫, সূরা হজ্জ ৭৮, সূরা হামীম ৩৫

অন্যত্রে আল্লাহর বাণী:

একই ভাবে তিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান। আর মানুষের ঈমান কে পরীক্ষা করেন। আর কিছু বান্দাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। (ইমরান-১৪০)

শাহাদাতের তাৎপর্য ও মাহাত্ম

শহীদেরা জাতির ধমনী। যারা ধারণ করে রেখেছে বিশুদ্ধ রক্ত। কোন আঘাত, নির্যাতন, বাধা, হিমালয় তাদের লক্ষ্যচূত করতে পারেনি। শহীদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাক্ষ্য দিতে অবশেষে নিথর হয়ে পড়ে। শহীদেরা উম্মতের রাহবার, জাতির বধির কর্ণে তারা কানফাটা চিৎকার, শাহাদাত সবচেয়ে বড় কুরবানী, কামিয়াবীর এক নাম। শাহাদাত রক্তের স্রোতধারায় প্রবাহিত এক জীবনের নাম। কবি মতিউর রহমান মল্লিক যথার্থই গান গেয়েছেন-

রক্তের দিন আসলেই আসে বিজয়ের ভোরবেলা,
ভীরু কুয়াশার লগ্ন, ফুরায় বসে রোদ্রের মেলা।

www.icsbook.info

শাহাদাতই জীবন

কুরআনে শাহাদাত কে জীবনের জীবন বলা হয়েছে। শাহাদাতের প্রতিটি ফোঁটা রক্তের মধ্যে শত শত জীবন নিহিত। শাহাদাতকে মৃত্যু বলা হারাম। শহীদেরা জাতির জীবনের আকাশের ধ্রুবতারা। হামাশার অন্ধকারে জীবনের লক্ষ্য যখন হারিয়ে যায়, শহীদেরা তখন চেতনার আলো জ্বালায়। পথহারা নাবিক যেমন করে মহাসমুদ্রে ধ্রুবতারা দেখে পথ খোঁজে নেয় কবি Binyon এর ভাষায়, শহীদেরা তেমনি আলোর জৌতিস্ক-

As the stars that are starry in the time of our darknecs.
to the end. to the end they remain.

অনন্তকাল ধরে, শহীদেরা জীবন উৎসর্গ করে জীবনী শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে, কুরআনে আল্লাহর বাণী-

"আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত্য বলোনা বরং তারা জীবিত। তোমরা বুঝতে পররা।" (সূরা আল বাকারা- ১৫৫)

শাহাদাতের শ্রেণী বিন্যাস

১. শাহাদাতে হাকিকী- "যারা সচেতন ভাবে আল্লাহর রাহে তারই দ্বীনের বিজয়ের প্রয়োজনেই শত্রুর হাতে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তারাই হাকিকী শহীদ।"

এরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে সম্মুখ সমরে যারা জীবন দিয়েছে, তারা মর্যদার দিক থেকে ১ম শহীদ।

২. ঈমান ও আমলের কামেলের সাথে অ'াত তীরের (অস্ত্রের) আঘাতে বা এক পর্যায়ে পালাবার সময়ে যারা নিহত হয়েছে। মর্যাদার দিক থেকে এক পর্যায়ে পালাবার সময়ে যার নিহত হয়েছে। মর্যাদার দিক থেকে তার ২য়তম শ্রেণীর শহীদ।

৩. ঈমান ও আমলের দূর্বলতাসহ সম্মুখ যুদ্ধে যারা নির্ভীকভাবে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন মর্যাদার দিক থেকে তারা ৩য় তম শ্রেণীর শহীদ।

৪. দুর্বল ঈমান কিছু ফিস্ক ও গুনাহর জীবনসহ সম্মুখ সমরে জীবন দিয়েছেন তারা ৪র্থতম শ্রেণীর শহীদ। হযরত ফোজায়েল ইবনে ওবায়েদ (রা.) থেকে গৃহীত।

২. শাহাদাতে হুকমী- "যারা শত্রুর হাতে যুদ্ধে নিহত হয়নি, আল্লাহ অনুগ্রহ করে যাদের মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন তারাই হুকমী শহীদ।"

রাসূল (সা.) বলেন, যারা শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দিবেন, সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম, তিরমিযি)

হুকমী শহীদের যারা মৃত্যুবরণ করেন-

১. মহামারীতে যারা মৃত্যুবরণ করেন।

২. পানিতে ডুবে মারা যাওয়া।

৩. নিউমোনিয়া বক্ষ্য ব্যাধিতে মারা যাওয়া।

৪. পেটের পীঁড়ায় মারা যাওয়া।

৫. আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ।

৬. ভূমি ধ্বসে মৃত্যুবরণ।

৭. যে নারী সন্তান প্রসবে মারা যায়। (আবু দাউদ/নাসায়ী)

উল্লেখ, থাকে যে, হাকিকি শহীদের মর্যাদা হুকমী শহীদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার হুকমী শহীদের মর্যাদা সাধারণ মুমিনদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশী।

শাহাদাতের মর্যাদা

কাব্যিক ছন্দে, শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদা ও তুলনাহীন গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, কবি ফররুখ আহমদ,

"জীবনের চেয়ে দ্বীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি,
শহীদী রক্তে হেসে উঠে যার জিন্দেগানী"।

www.icsbook.info

শহীদের গুনাহ থাকবে নাঃ শহীদের সকল অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। অন্যের ঋণ ব্যতিত।
"শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয় অন্যের হক ছাড়া।"

শহীদরা চিরঞ্জীবঃ শহীদদের মৃত বলা হারাম করেছে কোরআন
"সাবধান, আল্লাহর রাহে জীবন দানকারীকে মৃত্যু মনে করো না, সত্যিকারার্থে তারা জীবন্ত, প্রভুর নিকট থেকে রিযক প্রাপ্ত।" (ইমরানা: ১৪৪)

শাহাদাতের পূর্বে বেহেশত দেখানোঃ শহীদের এত উঁচু মর্যাদা যে শাহাদাতের পূর্বেই তাদেরকে বেহেশত দেখানো হবে-

শহীদদের আমল নষ্ট হয় নাঃ
যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ-৪)

শাহাদাত ও মৃত্যু এক নয়ঃ শাহাদাত ও মৃত্যু সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস।
"যারা আল্লাহর পথে নিহত তাদের মৃত্যু বলোনা" (বাকারা-১৫৪)

বীর পুরুষরাই শাহাদাত কামনা করেঃ মুমিন বীর পুরুষদের কাম্য শাহাদাত, শাহাদাতের উদ্দীপনা ঈমানের তেজ দ্বীপ্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ-
"পরকালের বিনিময়ে তারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়"। অর্থাৎ শাহাদাত লাভের মাধ্যমে জান্নাত লাভের গ্যারান্টি রয়েছে।

শহীদের জন্য মহাপুরুস্কারঃ শহীদদের রয়েছে ক্ষমা, অনন্ত জীবন লাভ, আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক প্রাপ্ত, সর্বদায় আনন্দে থাকা। তাছাড়া তাদের জন্য এমন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তাদের উত্তরসুরীদের জন্যও মর্যাদা রয়েছে। (সূরা আল-ইমরান ১৭০-১৭২)

শহীদেরা তৃষ্ণা অনুভব করে নাঃ মুজাহিদের নিকট শাহাদাত তৃষ্ণার্ত মরুযাত্রীর একগ্রাস সুশীতল পানির মতই আকর্ষনীয় সুমধুর। রাসূল (সা.) বলেছেন-
"শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হবার কষ্ট অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে, কেবল ততটুকুই"। আবু হুরায়রা (তিরমিযী)

কিয়ামতের দিন শহীদেরা তাজা রক্ত নিয়ে উঠবেঃ রাসূল (সা.) বলেন,
"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে আঘাত নিয়েই উঠবে আর তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। এবং রক্ত হবে রক্তের মতই, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মতো।" (বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রা.)

শহীদের লাশ পচেনাঃ হযরত আমর ইবনে জামুহ (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) উভয় আনসার সাহাবী উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে তাদের একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। এর চল্লিশ বছর পর একবার পানির প্রবল বেগে কবর ভেঙ্গে গেলে তাদের কবরে তাদের এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে অবস্থায় তারা নিহত হয়েছিলেন।
উহুদ যুদ্ধের অর্ধশত বছর পর হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.) এর শাসনামলে মুসলমানদের খাল/কূপ খননের আওতায় উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবর পরে যায়। মোয়াবিয়া (রা.) তাদের লাশ উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করার কথা ঘোষনা দিলে, কবর থেকে শহীদের অক্ষত লাশ কফিনসহ উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করা হয়। খননের এক পর্যায়ে হামজা (রা.) পায়ে কেদালের আঘাত লাগলে তা থেকে রক্ত ক্ষণন শুরু হয়।

শহীদের দুনিয়া আসার বাসনাঃ উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন তুমি আর কি চাও? সে বলল হে আল্লাহ, আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও আমি আবার তোমার পথে শাহাদাত বরণ করব। (বুখারী)

www.icsbook.info

জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদাঃ মিকদাম ইবনে মাদীকারব (রা.) বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেন, শহীদের ৬টি মর্যাদা ও মহা পুরুস্কার রয়েছে-
১. রক্তের ফোটা পড়তেই তাকে ক্ষমা করা হয়. ২. তার স্থান জান্নাত দেখান হয়। ৩. কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয। ৪. কিয়ামত ও জাহান্নামের ভয়ংকর আতংক থেকে রক্ষা করা হয়। ৫. মাথার উপরে ইয়াকুতের মুকুট পড়ানো হবে যা পৃথিবীর সব কিছু থেকে উত্তম। ৬. ৭২ জন ডাগর চক্ষুধারী হুর তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে এবং সত্তর জন আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে। (তিরমিযি, ইবনে, মাজাহ, মেশকাত)

আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জীবন, আমার হৃদয় চায় আমি তার রাহে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবিত হই আবার লড়াই করি আবার শহীদ হই আবার জীবিত হই, লড়াই করি ও শহীদ হই। (বুখারী, আবু হুরায়রা (রা.)

শহীদ পরিবারের গৌরবঃ আল্লাহ যাদের শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এটি তার পরিবারের জন্য অত্যন্ত সোভাগ্যও গৌরবের বিষয়। রাসূল (সা.) বলেন, শহীদগন তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে ৭০ জন জাহান্নামি বাসীকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়ার অনুমতি পাবেন। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)
এছাড়াও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে- সূরা মুয্যাম্মিল-২০, সূরা আল-ইমরান- ১৯৫, কাসাস-৫, তাওবাহ-১১১, সূরা সাফফাত-১০২, সূরা ত্বাহা-১০৮, সূরা মুরসালাত-১২-১৫, সূরা আকসা ৩৪-৩৭ আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত রয়েছে।
শাহাদাতের তামান্নায় উজ্জীবিত থাকা পরম সৌভাগ্যঃ নবুওয়াতের দরজা বন্ধ কিন্তু শাহাদাতের দরজা উম্মুক্ত। শাহাদাতের তীব্র বাসনায় উজ্জীবিত ছিলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহান দূত রাসলূ (সা.) , সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়েীন, তাবে তাবেয়ীন সহ সকল মুমিন মুর্দে মুজাহিদগণ। রাসূল (সা.) বলেন-
আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জীবন, আমার হৃদয় চায় আমি তার রাহে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবিত হই আবার লড়াই করি আবার শহীদ হই আবার জীবিত হই, লড়াই করি ও শহীদ হই। (বুখারী, আবু হুরায়রা (রা.)
উমর (রা.) দোয়া করতেন -
"হে আল্লাহ আমাকে তোমার পথে শাহাদাতের মর্যাদা দিও।"
মৃত্যুর বিছানায় বিখ্যাত বিজয়ী বীর সাহাবী হযরত খালিদ (রা.) বালকের মত ক্রন্দন করে বলেছিলেন, "আমার জন্য এই মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক"।
ইমামে আযম আবু হানিফা (রাহ.) মনসুরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে কাযীর পদ গ্রহণ না করে জেলখানাকেই বেচে নিয়েছিলন। ফলে (খাবারের সাথে) তিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন।
ইমাম গাজ্জালী (রাহ.) বলেন, " যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না নেই সে হৃদয়ে নিফাক রয়েছে"।
মুজাদ্দিদ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) ফাসীর মুখোমুখি দাড়িয়ে বলেছেন, "মানুষের জীবন মৃত্যুর ফায়সালা জমিনে হয় না আসমানে হয়।"
ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক শহীদ আব্দুল মালেক বলেছিলেন, "বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেত সেই চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।" শহীদ আ: মালেকের জানাযায় দাড়িয়ে আওলাদে রাসূল সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী আফসোস করেন- " হায়! আমি যদি আব্দুল মাকে হতাম।! আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা লাভ করতাম। তাহলে আমার জীবন স্বার্থক হতো।"
বিশ্ব বরেণ্য মুফাচ্ছির ইসলামী আন্দোলনের রাহবার আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন "কুরআনের জন্য ফাঁসির মধ্যে ঝুলব, শহীদ হবো তবু বাতিলে কাছে মাথা নত করব না"।
এই জন্যই হয়তো কবি নাঈম সিদ্দিকী বলেন,

"অমর শহীদ কবরের বুকে চির সত্যের বসন চুমি
হৃদয়ে হৃদয়ে খোদা-রাসূলের ঝান্ডা যে আজ ওড়ালে তুমি"।

লেখকঃ
সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
বুড়িচং উপজেলা পশ্চিম

www.icsbook.info

যুগে যুগে ফাঁসির রায়

মু. মহিউদ্দিন

ইতিহাস সাক্ষী ফাঁসি, জুলুম নির্যাতন করে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করা যায়নি, যাবেওনা ইনশাআল্লাহ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর পথহারা মানুষের পথপ্রদর্শক হিসাবে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী রাসুলই মহান রবের এই দুনিয়ায় তারই কথা বলার অপরাধে পৃথিবীর স্বার্থলোভী কাফের মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে হত্যার জন্য অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু নমরুদ পারেনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে হত্যা করতে। হযরত মূসা (আঃ) কে হত্যার জন্য সারা দেশে চিরুনি অভিযান দিয়েও হত্যা করতে পারেনি খোদাদ্রোহী ফেরাউন।

হযরত জাকারিয়া আঃ কে দ্বিখন্ডিত করে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে হত্যার জন্য আবু জাহেল ,আবু লাহাব, উতবা, শায়বারা উমরকে পাঠিয়েছিল হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী উমর রাসুল(সঃ)কে হত্য করতে এসে ইসলামের সু-শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহন করেন। এভাবে রাসুল (সঃ) এর পরে তার সাহাবী হযরত ওসমান (রাঃ) মুসলিম নামধারী ক্ষমতালোভী কিছু নাস্তিকদের / মুরতাদদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) ও মুরতাদদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহজাদা ঈমাম হাসান ও হোসাঈন (রাঃ) মুসলিম নামধারী ক্ষমতালোভী মুরতাদ ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে ঈমাম ইবনে তাইমিয়া , ঈমাম আবু হানিফা ও ঈমাম মালেক সহ অনেকে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সর্বশেষ বিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাইয়্যেদ বদিউজ্জামান নুরসিকে দীর্ঘ আটাশ বছর কারগারে আটক রাখা হয়। মিশরে শায়খ হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের মিশরে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়।

সম্মানিত শিক্ষক সাইয়্যেদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। পাকিস্তানে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাইয়্যেদ আবুল আলা-মওদূদী (রঃ) ফাঁসির রায় দেওয়া হয়। রায় শুনে মাওলানা বলেছেন "মওতকা ফায়সালা আসমানসে হুতে হায়, জমিনসে নেহী"। বর্তমানে এই বাংলাদেশে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসিসর আল্লামা দেলোয়ার হোসাঈন সাঈদী , আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ , জনাব কামরুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসির রায় দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী ফাঁসি, জুলুম নির্যাতন করে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করা যায়নি, যাবেওনা ইনশাআল্লাহ।

লেখক-
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

www.icsbook.info

আল -মাহমুদের কবিতা

শহীদদের স্মরণে

রক্তের উৎস ধারা কারা আনে?
কারা গায় আল্লাহর বিজয় ?

আমার সালাম শুধু বলে দিও বলো, নেই ভয়।

ভয় নেই, হে অক্ষয় অবিনাশী আত্মার পাখিরা
তোমাদের কলকণ্ঠে ছিঁড়ে যাবে আকাশের শিরা।

ভেঙ্গে যাবে মেঘপুঞ্জ, খুলে যাবে নীলিমার খিল
পৃথিবীর দৃশ্য ছেড়ে শুরু হবে চিরঞ্জীব দৃশ্যের মিছিল।

সেখানেই বেঁচে থাকা , সেই শুরু গায়েবের ঘর
বিদ্যুৎ বিভায় হলো উদ্ভাসিত যাদের কবর।

আমরা পৃথিবীবাসী শুধু দেখি রক্ত আর ক্লেদ
বুঝিনা মৃত্যুর ভাষা সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ।

borro
comp

www.icsbook.info

আলো ও সুঘ্রাণের ইতিহাস

মতিউর রহমান মল্লিক

অনেক আগেই আমি শহীদদের সম্পর্কে জানবার জন্যে
এক ঝাঁক জালালী কবুতর
উড়িয়ে দিয়েছিলাম।
কেবল শহীদ আব্দুল মালেক ভাইয়ের গ্রামের বাড়ী
অন্তত দু'বার আমি গিয়েছি-
শিমুল আর শিমুল সেখানে;
যেখানে প্রতি বছরই ছড়িয়ে যায় তাঁর বিচূর্ণ মস্তক
এবং বিক্ষত বক্ষের রক্তের পতাকার মত
অলৌকিক এক কারুকাজ!

বস্তুত এ ভাবেই শহীদেরা চিরকালের মত অমর থেকে যায়
এবং এভাবেই কেউ যেন মুদ্রিত করে গেছে দলিলেরও অধিক দলিল।

তারপর এই সব আলোচনা
এবং সমুদ্র যাত্রার এক ফাঁকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাখিরা
দিয়ে গেল আরেক খবর-
বলে গেল মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মহূর্তেও দৃষ্টি নাকি
প্রশান্ত ও প্রজ্ঞাবান দূরগামীর মতো
দূরন্তরে থাকে ঃ
নিস্পলক-
অনবরত অন্য কোথাও!
এবং কবর থেকে বেরিয়ে পড়ে আলো ও সুঘ্রানের অভূতপূর্ব অধ্যয়ন

যেমন নিস্পলক তাকিয়ে থাকলো শহীদ মুহসিন কবীর
যেমন শহীদ আল- মামুনের কবর থেকে বেরিয়ে আসলো
আলো ও সুঘ্রানের ইতিহাস
হায়! আমারও যদি এরকম সাত সমূদ্র তের নদী কপাল হতো!

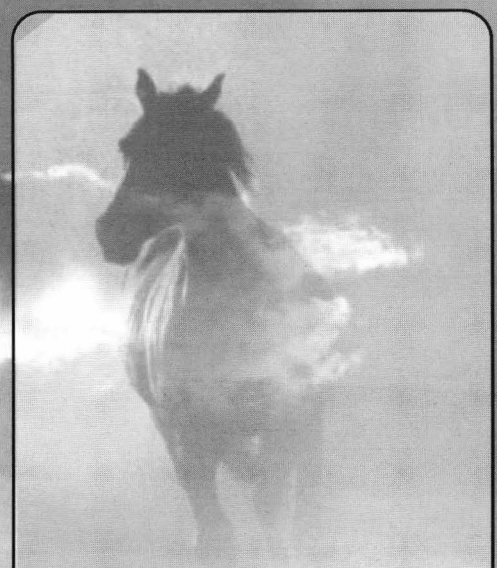

সাহসের ঘোড়া

মোশারফ হোসেন খান

পৃথিবী উপচে পড়ে বিষন্নতা , শকুনের ডাক
চোখের উপরে মেঘ,মাথার ওপরে কালো কাক।
দূর থেকে ভেসে আসে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গীত
জনপদ- লোকালয় ছেয়ে যায় শোকের ইঙ্গিত।

শানীত প্রহর ভেঙ্গে তবু এসো দীপ্ত মহাকাল
রক্তের তরঙ্গ ফুঁড়ে জেগে উঠো সমুদ্র উত্তাল।
পাহাড় টপকে এসো দুর্বিনীত সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ- হিমালয়, পর্বতের চূড়া।

থাকনা শোকের নদী, আসমূদ্র হৃদয়ের জ্বালা
তবুও ক্রন্দন নয়। শুরু হোক হিসাবের পালা !
পাতালের গুহা জেগে ওঠো সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ- হিমালয়,পর্বতের চূড়া।
মানুষ তরঙ্গ হও মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও ভেঙ্গে চলো কালের কপাট।

www.icsbook.info

প্রেরণার বাতি

মু. আশরাফুল ইসলাম

মামুন ভাইয়া তুমি আমাদের নয়তো শুধু স্মৃতি
তুমি হলে দ্বীনের কাজে প্রেরণার বাতি।
সকল কাজে স্বরণ রাখতে আল্লাহকে ঠিক
ঠিকানা হিসাবে নিয়েছিলে জান্নাতের মসজিদ।

করতে তুমি আল্লাহর কাজ নিঃস্বার্থ ভাবে
তোমার সকল কাজ চিরদিন স্বরণীয় হয়ে রবে।
তোমার কাজের লক্ষ্য যেন সফল করি মোরা
ইসলামের বিজয় আনতে যাক পড়ে যাক সাড়া।
তোমার থেকে শিক্ষা নিয়ে এই কুমিল্লাবাসী
হতে যেন পারে ওগো জান্নাত বাসী।

শহীদদের পিপাসা

মু. রুহুল আমিন শরীফ

মন চায় শরীক হতে শহীদদের দলে
অমর হয়ে বেঁচে থাকি
পৃথিবীর মাঝে।

ইচ্ছে হয় শহীদ হই
পিপাসার টানে
যেন জান্নাত হয় মোর
চির দিনের ঠিকানা।

মনটা আমার সবল করে
ইচ্ছে নিয়ে আছি বেশ
আল্লাহ তুমি কবুল কর
এইতো মোর কামনা।

মামুন আমার প্রেরণা

মু. মনিরুজ্জামান

মামুন তুমি আমার প্রেরণা,
মামুন তুমি আমার উৎসাহ উদ্দিপনা।
মামুন তুমি আমার কর্মের বল,
মামুন তুমি আমার অশ্রু জল।

মামুন তুমি ছিলে এক আল্লাহ ভক্ত,
তাইতো তুমি দিয়ে দিলে শেষ বিন্দু রক্ত।
মামুন তুমি করেছ শুধু এক আল্লাহর কাজ,
তাইতো তুমি পরে নিলে জান্নাতেরই তাজ।

হে ফুলকলিরা

মাহমুদুল হাসান

হে ফূল কলিরা !
হাসি মুখে বিসর্জন দিয়ে দিলে স্বীয় জান
একটি জীবন্ত কোরানের রাখতে মান।
অকাল মৃত্যুকে মেনে নিয়েছ করনি প্রতিবাদ
প্রাণভরে পান করেছ শাহাদাতের অমৃত স্বাদ।
তামাম শুধা পানকারীদের হাত রেখে হাতে
বেহেশতে মেতে থাকো হুর গেলমানদের সাথে।

তোমরা আমাদের অগ্নি সন্তান ও অনুপ্রেরণা
এ সংকটময় সময়ে এগিয়ে চলার ধ্যাণ ধারনা।
দীপ্ত শপথ নিয়ে সম্মুখে যাওয়ার অগ্নি শ্লোগান
সংগ্রামী বিপ্লবী মুসলিমদের মান সম্মান।

ধন্য তোমরা ধন্য, এ জীবন তোমাদের ধন্য;
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়ের জন্য।
হে প্রভূ! তাদের সাড়ীতে মোদের কর কবুল
হতে চাই মহান শহীদদের মর্যাদার সমতুল।

শিক্ষার্থী
ধামতি কামিল সাদ্রাসা
১০ম শ্রেনী।

www.icsbook.info

দেখেছি মায়ের কান্না

আবু সালেহ মোঃ ইয়াহইয়া

আমি দেখেছি কত মায়ের কান্না,বাবার আহাজারি
ব্যথিত হৃদয়ে মলিন বদনে আকাশ হয়েছে ভারী।

আমি দেখেছি কত মায়ের বুক যে হয়েছে ফাঁকা
সজল নয়নে আকাশ পানে নির্বাক চেয়ে থাকা।
আমি দেখেছি বোনের কপোল ভিজে ঝরছে অশ্রুধারা
ব্যাকুল হয়ে ভাইয়ের খোঁজে ফিরছে সর্বহারা।

আমি দেখেছি কত বাগানের ফুল অকাল জরে পড়া
বিকশিত হয়ে সুরভি ছড়ানো হলোনা আর সারা।
আমি দেখেছি কত পাখির ছানার ভেঙ্গেছে ডানা
পাখা মেলে তাই বিশ্বটাকে হলোনা তার জানা।

আমি দেখেছি ওই যে শত তরুনের নিলাভ চেহারা
লোহার শিকলে পড়েছে বাঁধাযে অজুত স্বপ্নেরা।
আমি দেখেছি কত ভাই আমার হয়েছে চোখ হারা
হাত-পা হারিয়ে চলছে তবু গৌরব বুক ভরা।

আমি শুনেছি কত মজলুমানের আকুল ফরিয়াদ
শোষনে পীড়নে বিষাদে তার করুণ আর্তনাদ।
আমি শুনেছি বাতাশের বুকে ব্যাথার গুঞ্জরণ
সত্যের আলো নিভিয়ে দিতে মিথ্যার আস্ফালন।

আমি জেনেছি কভূ বিফলে যাবেনা এই আয়োজন
নিরবে নীশিতে প্রভূর চরণে অশ্রু বিসর্জন।
আমি জেনেছি লাখো তরুণ আবার করছে পণ
বিজয় কেতন উরাবার তরে লড়বে আজীবন।

২৭ মে ২০১৩, কাশিমপুর কারাগার, পার্ট-২
লেখক- কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক,
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

সেরা ফুল

ইলিয়াস সরকার

শহীদ মামুন নয়তো মৃত
আল্লাহর মেহমান
আল-কোরআনের বানী সেতো
আল্লাহর ফরমান।

হাসি মুখে যে প্রাণ বিলাল
রেখে গেল খোলা চিঠি
হাতের লেখা চিঠি পড়ে তার
মানবতা পাবে জ্যোতি ।

আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে
করেনিতো সে ভূল
শহীদি স্মারক উৎসর্গ তাই
বাগানের সেরা ফুল।

শহীদ মামুন

মোঃ ছাইদুর রহমান

শহীদ মামুন,
একটি চেতনার নাম।
ঢেলে দিয়ে বুকের তাজা খুন
রেখেছিল কোরানের মান।
মরেনি মামুন বেঁচে আছে এখনো
লখো মুজাহিদের ভীড়ে
সবুজ পাখি ডানা মেলে সেতো
উড়ছে জান্নাতের নীড়ে।

খোদার রাহে দিয়েছে জীবন
মৃত্যু কি তারে কয়?
থাকবে মামুন মোদের মাঝে
হবেনা কখনো ক্ষয়।

কালাকচুয়া ফাজিল মাদ্রাসা
১০ম শ্রেণী

www.icsbook.info

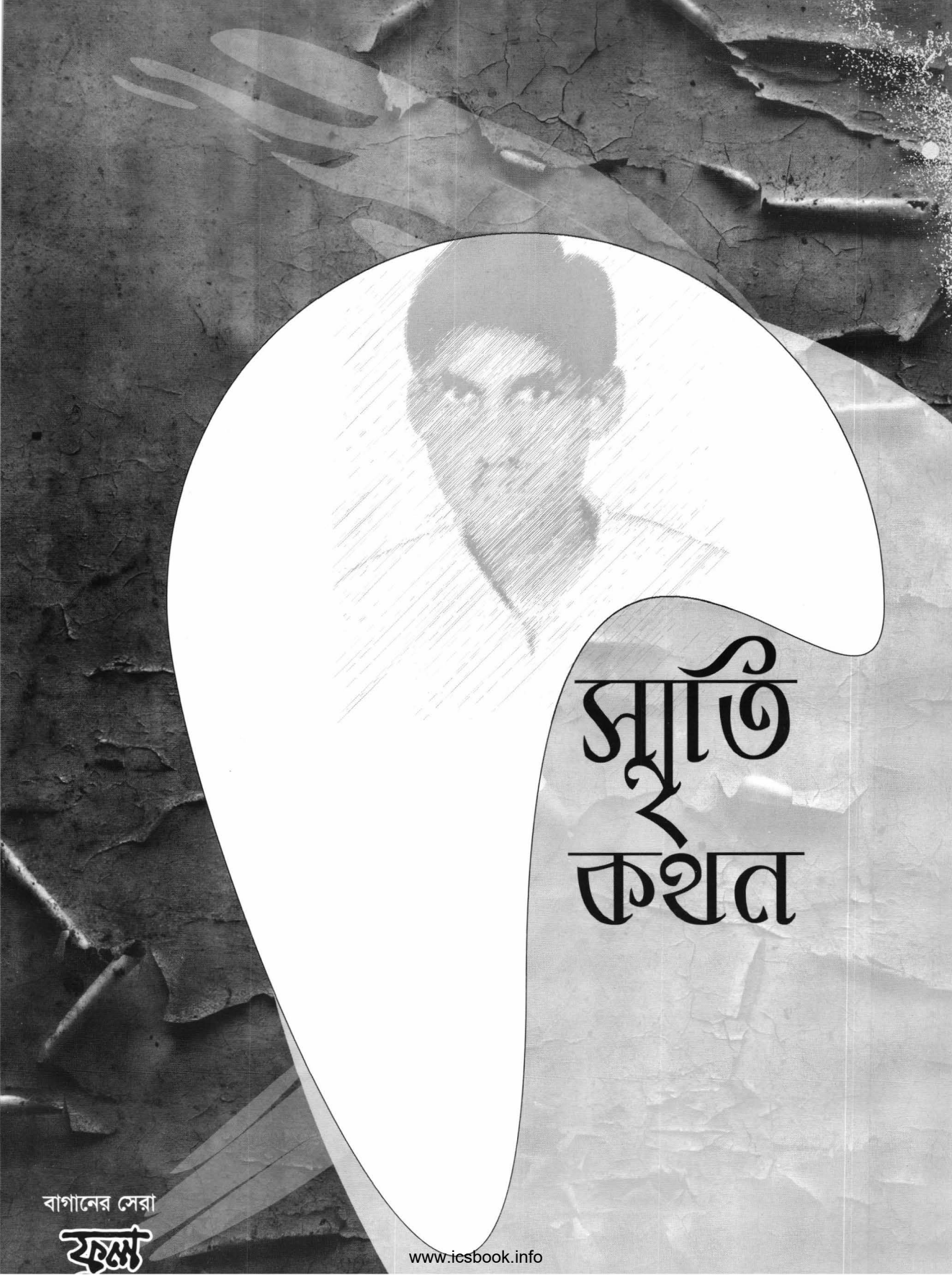

স্মৃতি কথন

বাগানের সেরা ফসল

www.icsbook.info

স্মৃতি কথন

অনন্য প্রতিভার মুক্ত দিগন্ত
শহীদ আল-মামুন

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

কেন্দ্রীয় সংগঠনের বায়োডাটা পূরণ করেই শহীদ আল- মামুন তার ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কলামে লিখেছিলেন যা তা হল " আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য উদ্দেষ্য হচ্ছে শহীদি মৃত্যু। যেহেতু দুনিয়ার জীবনেও একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় তাই আমিও একটি লক্ষ্য -উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার জীবন সাজাতে চাই তা হল প্রথমত ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অবসর গ্রহন করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান । আমি তৎকালীন বুড়িচং উপজেলা সভাপতি থাকার কারণে সকলের বায়োডাটা সঠিক পূরণ হয়েছে কিনা তা পড়তে থাকি এবং এক পর্যায়ে শহীদ আল-মামুনের বায়োডাটা পড়ে অবিভূত হই। কি অপূর্ব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য "শহীদি মৃত্যু, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অবসরকালীন জনপ্রতিনিধি ইউপি চেয়ারম্যান"। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য -উদ্দেশ্যকে কবুল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ইউপি চেয়ারম্যান থেকে আরো বেশী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। পরিকল্পিত ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন শহীদ আল-মামুন ভাই। ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন তিনি। দাখিল পরিক্ষায় স্টার মার্কস ও আলিম পরিক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তির্ণ হয়ে তাঁর স্বীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হওয়া যাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যাবে তা জেনে বুঝেই তিনি "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়"কে বেছে নিয়েছিলেন। বুড়িচং উপজেলা রোডের তালতলা মৌচাক হোটেলের সামনে তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ দেখা। তাঁর হাতে ব্যাগ এবং তাঁর সবচেয়ে পছন্দকৃত শিমূল তুলার বালিশ ও লেপ। সালাম বিনিময়ের পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন? আল্লাহ আপনার স্বপ্ন পূরণ করুক এই কামনা করি। অশ্রু সিক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন , এই আমার বকেয়া এয়ানত ও মেসের বকেয়া টাকা । সকলের কাছ থেকে বিদায় ও য়ো নিকেত পারিনাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবাইকে বলে যাব। আমাকে মাফ করে দিবেন । ক্যাম্পাসে যাওয়ার পূর্ব মহুর্ত পর্যন্ত সদস্য প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত ডায়েরী লিখে গেছেন। মেধাবী ও প্রভাবশালী ছাত্রদের মধ্যে পরিকল্পিত ভাবে কাজ করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। বিশ্বিবিদ্যালরয়ে অবস্থান কালীন সময়েও চিঠির মাধ্যমে তাঁর এ কাজ অব্যাহত ছিল। শহীদি গান শোনা ছিল তাঁর শখ। সাহসীকতার সাথে সমাজ সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের ভূল ত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে কুন্ঠাবোধ করেননি। তাঁর গ্রামের সকল যুবকদের সংগঠিত করে দ্বীনের পথে রাখতে রাসূল (সঃ) এর গঠিত " হিলফুল ফুজুল" রেশ ধরে গড়ে ছিলেন রিদাল্লাহ সংগঠন। যা আজো সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একদিকে ভাল ছাত্র অন্যদিকে ভাল সংগঠক ও সাহসী সাজ সংস্কারক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার বাসনা ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে অবসর জীবন যাপন এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে শহীদি মৃত্যু - এ যেন অনন্য প্রতিভার মুক্ত দিগন্ত।

লেখকঃ
সাবেক জেলা সভাপতি
কুমিল্লা জেলা দক্ষিণ

www.icsbook.info

যে স্মৃতি ভুলব না

মো: আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তর শহীদ আল-মামুন স্মরনে একটি স্মরণীকা প্রকাশ করবে জানতে পেরে বুকটা হাহাকার করে উঠল। কারণ যার কাছে টাকা পাঠিয়ে, পড়ালেখার উপদেশ দিয়ে চিঠিলেখার কথা, কিন্তু আজ তার স্মরণে কিছু লিখতে হবে এটা আমার মনকে এখনো বুঝাতে পারিনি। আল্লাহ্ তুমি আমায় শক্তি দাও আমি যেন আমার ছোট ভাই শহীদ আল মামুনকে উদ্দেশ্য করে লিখতে পারি। আমাদের তিন ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে মামুন ছিল সবার ছোট। জন্মের পর আব্বা তার নাম রেখেছিলেন মো: কফিল উদ্দীন। আমার বড় বোন তখন চট্টগ্রামে থাকতেন। তিনি আমার মাধ্যমে মামুনের জন্মের কথা জানলেন। আমি বাড়িতে আসার সময় তিনি আমাকে বললেন। আমাদের ছোট ভাই এর নাম যেন রাখা হয় ইবনে মামুন। তখন তার নাম ছিল ইবনে মামুন। গ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষকরা তার নামে লিখেন আল্ মামুন। সেই থেকে সে আল মামুন নামে পরিচিতি পায়।

আমার আব্বার একটি বড় আশা ছিল তার একটি ছেলেকে তিনি মাদ্রাসায় পড়াবেন। আল্লাহ্ যেন তার ডাক শুনলেন। মামুন কে ভর্তি করালেন আমাদের নিজ গ্রাম বাকশীমূল সিনিয়র মাদ্রাসাতে। এই মাদ্রাসা হতে ১৯৯৬ ইং সনে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পরীক্ষা পাশ করে। তারপর পার্শ্ববতী খাড়াতাইয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা হতে ১৯৯৮ ইং সনে ১ম বিভাগে আলীম পরীক্ষা পাশ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়া এন্ড ইসলামীক স্ট্যাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়।

আমার লেখা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি মামুনের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়েছি। আমি প্রায় সময় তাকে দেখেছি পাঠ্য বইয়ের সাথে সাথে আরো অনেক সাংগঠনিক বই পড়তে। অর্থ্যৎ সে মাদ্রাসায় লেখাপড়ার সাথে সাথে সাংগঠনিক লেখাপড়া ও করেছে। সাংগঠনিক দ্বায়িত্ব সে খুব কঠিন ভাবে পালন করেছে।

মামুন খুব ভদ্র স্বভাবের ছেলে ছিল বলে গ্রামের সবাই তাকে খুব আদর করত। গ্রামে সকলের নিকট তার খুব সুখ্যাতি ছিল। গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক কাজ সে একাগ্র চিত্তে করতে ভালবাসত। দুই ঈদের নামাজে তাকে দিয়ে ঈমাম সাহেব বক্তৃতা দেওয়াতেন নামাজীরা তার বক্তৃতা প্রাণ ভরে শুনত। শবে বরাত, শবে কদর, ইত্যাদি পবিত্র দিবস পালনের দিন মসজিদে সবাই তার বক্তৃতা শুনত। সব সময় তাকে দেখেছি মানুষকে ইসলামের পথে ডাকতে। এমন কি ১৯৯৬ইং সনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমাদের আপন চাচাতো ভাই মোঃ সাজ্জাত হোসেন চেয়ারম্যানের প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় সে কোরআন, হাদিসের মাধ্যমে ইসলামিক বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মন কেড়েছিল। তার কর্মের প্রতি খুশী হয়ে আমার জেঠা বলেছিলেন উনি মারা গেলে তার জানাজার নামাজ যেন মামুনকে দিয়ে পড়ানো হয়। মামুন কথা দিয়েছিল জেঠার সাথে। আমাদেরকে বলে দিয়েছিল জেঠা মারা গেলে যেন তাকে খবর না দিয়ে দাফন করা না হয়। কিন্তু নিয়তির বিধানে মামুনের জানাযার নামাজে আমার জেঠার অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে।

www.icsbook.info

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার জন্য তার আগ্রহ এত ছিল যে আমার মনে হতো যদি সে ভর্তি পরীক্ষায় না টিকত তাহলে আত্মহত্যা করবে। তার মনের এই অবস্থা দেখে আমি বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছি। যে দিন টেলিফোনের মাধ্যমে জানলো সে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছে সেদিন তাকে আমি এত আনন্দিত দেখেছি, আমার মনে হয়েছে সে একটা চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

২৮শে জুন '৯৮ সন্ধ্যায় আমার বাসায় সে আসে। সাথে একটা ব্যাগের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পত্র। আমার বাসায় ব্যাগ রেখে পাশেই আমার বড় বোনের বাসায় রাত্রি যাপন করে। ভোরে নামাজ শেষ করে দু'ভাই মিলে আমার বাসায় বসে একটু আলাপ আলোচনা করি। তারপর বাসে উঠানোর জন্য কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এর পশ্চিম পার্শ্বে নাজিরা বাজার বাস ষ্ট্যান্ড এ যায়। সময় সকাল ৭টা এবং ২৯শে জুন' ৯৮। একটু পরেই কুমিল্লা থেকে 'আশা' সার্ভিসের একটি বাসে আমি তাকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্য তুলে দেই। বাসে উঠার সময় তার সাথে আমার শেষ কথা ছিল, সে কথা আমি কোন দিন ভুলবনা, যে কথা আমার কানে আজো আমি শুনতে পাই এবং আজীবন শুনতে পাব তা ছিল মামুন আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল ভাই প্রতি মাসের ১/২ তারিখের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দিবেন।' আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রেখে ছিলাম কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য মাত্র চার মাসের মাথায় আমাকে মেনে নিতে হলো মামুনের শাহাদাৎকে।

৩১ শে অক্টোবর '৯৮ বাসার পাশেই সেলুনে বসে পত্রিকা পড়ে দেখি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের সভাপতি নজরুল ভাই গ্রেফতার। তাই সারা দিন মনটা খারাপ ছিল। রাত্রি ১০টার সময় মামুনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখলাম। সেই চিঠি নিয়ে পরদিন অফিসে গেলাম। চিঠি পোস্ট করতে যাব এমন সময় পত্রিকায় দেখি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। বুকটা হাহাকার করে উঠল। প্রথমে চোখে পরে শহীদ মুহসিন কবিরের ছবি। তার পর আশংকাজনকের তালিকায় মামুনের নাম, ঢাকায় প্রেরণ। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পরি। তৎক্ষণাৎ আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। এই দিন আবার চৌদ্দগ্রামের ছেলে শাহাবুদ্দিন শাহাদাৎ এর প্রতিবাদে কুমিল্লায় অর্ধ দিবস হরতাল ছিল। যা হউক বাসায় এসে আপাকে বলে ১টার দিকে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বিকাল ৫ টার দিকে বিজয় নগরে দেখি শিবির/জামাতের মিছিল এবং প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারে লেখা মামুন হত্যার বিচার চাই। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে মিছিলে ডুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করি মামুনের বাড়ি কোথায়? তখন সে বলল কুমিল্লায়। আমি তখন চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। মিছিলের অন্যান্যরা আমাকে সান্তনা দিলেও আমি বুঝতে পারি এটা আমার ভাই মামুন। মাগরিবের নামাজের সময় হওয়াতে মিছিল বায়তুল মোকাররম ফেরত আসে। বায়তুল মোকাররমে এসে মামুনের কফিন দেখতে পাই। সেখানে জানাজা শেষে রাত্র ৯টার সময় কুমিল্লার উদ্দেশ্য রওয়ানা হই। পথিমধ্যে তার রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল বুড়িচং এ একটি জানাজা হয়। তার কফিন বাড়ীতে আনার পরের ঘটনা লেখার মাধ্যমে বর্ণনা করার মত নয়।

আমার মেঝো ভাই এখনো তার শোকে কাতর হয়ে আছে। আব্বা আম্মা ও কোন রকম বেঁচে আছে।

Man is not immortal তাই আমাদের সকলকেই এই সুন্দর ধরা থেকে বিদায় নিতে হবে। তার এই গৌরবময় বিদায়েয় লগ্নে তার সাথীরা আমাদেরকে যে সহযোগীতা করেছেন তা আমরা কখনো ভুলতে পারব না। আমার মনে হয় আমরা এক মামুনকে হারিয়ে হাজারো মামুনকে পেয়েছি। তাদের মাঝেই মামুনকে আজীবন খুঁজে পাবো। আমি মামুন এবং তার চির সংগী শহীদ মুহসিন কবিরের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ তাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করে নেন। আমিন।

লেখক-শহীদ মামুনের বড় ভাই

www.icsbook.info

স্মৃতি কথন

শহীদ আল-মামুনের কথা আজও মনে পড়ে

মোঃ জাকারিয়া খাঁন সৌরভ

১৯৯৮ সালের কথা। ১লা নভেম্বর চৌদ্দগ্রামে শিবির কর্মী সাহাবুদ্দিন ও জামায়াত নেতা হাজী সুরুজ মিয়া হত্যারপ্রতিবাদে বৃহত্তর কুমিল্লায় সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল আহবান করে প্রতিবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির । আমি তখন বুড়িচং বাকশীমূল ইউনিয়নের দায়িত্বে। পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে থানা সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন কর্মী নিয়ে আমরা বুড়িচং উপজেলা সদরে হরতাল পালন করছি। শান্তিপূর্ন ভাবে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করে আমরা থানা সভাপতির নেতৃত্বে স্থানীয় শিবির অফিসে গিয়ে বসি, বসতেই টেবিলে থাকা সংবাদ পত্রের একটি নিউজ দেখে সকলে আৎকে উঠি। হেড লাইনের নিউজ ছিল' কুষ্টিয়ায় ছাত্রশিবির- ছাত্রলীগ বন্ধুক যুদ্ধে নিহত ১, আহত অর্ধশতাধিক'। বিস্তারিত পড়ে জানতে পারলাম ইবিতে তৎকালীন গ্রেফতারকৃত শিবির সভাপতি নজরুল ইসলামের মুক্তির দাবীতে শিবিরের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা, এলোপাথারী গুলিবর্ষণে শিবির নেতা মহসিণ কবিরের শাহাদাত। আহতদের মধ্যে ৫/৭ জনের অবস্থা আশংকাজনক তাদের প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে প্রেরণ। এদের মাঝে রয়েছে আল-মামুন ১ম বর্ষ দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ বিভাগের ছাত্র। আমরা অনেকে বলতে লাগলাম , এটা আমাদের বুড়িচংয়ের মামুন ভাই হবে। থানা সভাপতি গিয়াস ভাই বললেন যেহেতু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেনা , এটা মামুন ভাই কিনা । তাই এ ব্যাপারে কেউ মন খারাপ করবেন না।সকলে বাড়ী চলে যান। আমি জেলার মাধ্যমে ফোন করে দেখি ঘটনা কি ? বিকালে এসে জানবেন । আর যারা বাকশীমূলের (মামুনের একান্ত শিল্পী, কবির ,মোশারফ, জসিম) তাদের কারোরই মামুন ভাইয়ের বাড়ীতে এ খবর বলার দরকার নেই । আমি ফোন করে খবর নিয়ে বাকশীমূল যাবো। এদিক দিয়ে তারা বাকশীমূল পৌছার পূর্বে কুমিল্লা থেকে বাড়ীতে খবর পৌছে মামুন আর নেই।মামুন তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আল- আমিন , কবির , জসিম বাড়ীতে পৌছতেই এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আমি তখনো এই খবর পাইনি। হরতাল শেষে আমি বাড়ী চলে যাই। এবং বিকালে বুড়িচং আসার পথে এক কর্মী আমাকে জিজ্ঞাসা করে জাকারিয়া ভাই জানাজা কয়টায় ? জিজ্ঞেস করলাম কার জানাজা ! এমনিই সে বলতে লাগলো আমাদের প্রিয় মামুন ভাই শাহাদাত বরণ করেছে। এ কথা শুনে আমি থ হয়ে যাই। কোন রকমে, হাঁপিয়ে বুড়িচং পৌছেই দেখি তৎকালীন জেলা সভাপতি সাইফুল আলম ভাই,শিবিরের থানা সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ভাইকে নিয়ে শহীদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য মটর সাইকেল নিয়ে প্রস্তুত। আমি পৌছতেই আমাকে সহ নিয়ে বাকশীমূল রওয়ানা করলেন। শহীদের বাড়ীতে পৌছতেই আমরা আৎকে উঠি। এ যেন কোন বাড়ী নয়, যেন খুনঝরা কারবালরা প্রান্তর। শহীদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও সাথীদের কান্নায় বাকশীমূলের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মামুনের মা চিৎকার করে বলছে, তোমরা সকলেই তো আসলে, আমার মামুন কে কেন নিয়ে আসলেনা ? তখনো মামুনের লাশ বাড়ীতে পৌছেনি। সেদিন কেউ তার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেনি।

www.icsbook.info

অবশেষে রাত ৯টার দিকে শহীদের লাশ বাড়ীতে পৌছায়। এ সময় আরেক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহীদের মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন। দৌড়িয়ে এসে মামুনকে চুমু খেলেন। সকলেই যেন তাঁদের আপনজনকে খুঁজে পেলেন। সেদিন আমি মামুনের লাশ দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, নিশ্চয়ই মামুন শহীদ হয়েছে। মামুন এমনিতেই সুন্দর ছিলেন, আর চেহারা থেকে তখন নূর ঝরছিলো। রাত প্রায় ১টা । জানাজা সামনে রেখে শহীদি কাফেলার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখলেন। শহীদের লাশ দাফন করা হলো। দোয়া মোনাজাত শেষ হলো। কিন্তু শহীদের সাথীরা কবর ছেড়ে আসতে চাইলেন না । আজো যখন ১লা নভেম্বর আসে সেই স্মৃতি হৃদয় পটে ভেসে উঠে।

মেঘনা, গোমতি, তিতাসের তীর ঘেষা প্রাচীন বাংলার সমতট, শিক্ষা- সংস্কৃতির লীলা নিকেতন কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার বাকশীমূল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মামুনের জন্ম। তার পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ । মাতার নাম মোসাঃ সামছুন্নাহার বেগম। ৩ ভাই ৫ বোনের মধ্যে মামুন ছিল সবার ছোট। বড় ভাই সহকারী তফসিল অফিসার। মেঝো ভাই সৈনিক (পরবর্তীতে ২০০০ সালে তিনি মামুনের শোকে জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ইন্তেকাল করেন) । ছোট বেলা থেকে মামুনের মাঝে এক প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। তার কথাবার্তা, চাল-চলনে , লেখা-পড়ায় এলাকায় সকলের কাছে তিনি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেন।

মামুন ১৯৯৫ সালে বাকশীমূল সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে একমাত্র ষ্টার মার্ক পেয়ে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লেখা পড়ার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াত সাধারণ ছাত্রদের মাঝে পৌছে দেওয়ার জন্য মামুন সবসময় ব্যাকুল থাকতেন। পায়ে হেটে হেটে তিনি এলাকার ছাত্রদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন । ডেকে ডেকে সকলকে মসজিদে নিয়ে যেতেন। একা হলে মামুন গুন গুন করে গান গাইতেন। তার একটি প্রিয় গান ছিল, পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয় । ইতিমধ্যে মামুন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী মানে উন্নিত হন। ১৯৯৭ সালে খারাতাইয়া ফাযিল মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে আলিম পাশ করেন। এ সময় মামুন থানা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করে নিজেকে সদস্য প্রার্থী মানে উন্নিত করে।

মামুনের ইচ্ছা ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের উপর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ইসলামের খেদমতে নিয়োগ করবেন। এ আশা নিয়ে ১৯৯৮ সালে আল মামুন কুমিল্লা জেলা উত্তর থেকে স্থানান্তর হয়ে ইবি ক্যাম্পাসে যান। মামুন দূরে চলে গেলেও সবুজ গাঁয়ের প্রতি তার টান প্রবল ছিলো। প্রায় সময়ে মামুন এলাকার কর্মীদের নিকট, দায়িত্বশীলদের নিকট চিঠি লিখতেন। আমার কাছেও একটি চিঠিতে লিখেছেন-" জাকারিয়া ভাই, ইবি ক্যাম্পাসে এসে মাহে রবিউল আউয়ালের যে র‍্যালী করেছি, জীবনে কখনো এত জনশক্তি নিয়ে র‍্যালী করতে
দেখিনি। আমার মনে হয় শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন ও শহীদ আমিনুর রহমানের রক্ত যেন ইসলামী বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করছে।

শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে তাঁর মেঝো ভাইয়ের একটি মেয়ে হয়েছিল । মামুন চিঠিতে লিখেছেন তাঁর নাম যেন রাখা হয় সুমাইয়া। কারণ ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। মামুন সর্বশেষ তাঁর মায়ের কাছে লিখেছিল মা তোমার কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে। ক্লাস চলছে ,সামনে রমযানের বন্ধ হবে । ছুটিতে বাড়ী আসবো । আমার জন্য দোয়া করো। মামুন বাড়ীতে আসলেন ঠিকই কিন্তু জীবিত নয়, লাশ হয়ে। শাহাদাতের দিনও মামুনের চিঠি বাড়ীতে পৌছে।
শাহাদাতের দিন মামুনের সদস্য শপথ কন্টাক ছিল । তার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে সেদিনের রিপোর্টও লেখা ছিল। যা কোন সাধারণ ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। মামুন ছিল একটি গোলাপের কলি । যা কিনা সম্পূর্ণ ফোটার আগেই মালি হাতে তুলে নিয়ে গেলেন।

লেখক-আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
বুড়িচং সদর ইউনিয়ন শাখা

www.icsbook.info

স্মৃতি কথন

স্মৃতির পাতায় শহীদ আল-মামুন

মোঃ মিজানুর রহমান

বছরটি ছিল ১৯৯৬ সাল। আমি সবেমাত্র যোগদান করলাম বুড়িচং উপজেলার দ্বীনি শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান খাড়াতাইয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ পদে। শিক্ষকতার জীবনে মেধাবী ছাত্রের সন্ধান মিললেই মনটি আনন্দে ভরে উঠে। খাড়াতাইয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসায় ১৯৯৬ইং সালের মে মাসের ২২ তারিখে যোগদান করেই পেয়ে গেলাম আল মামুনের মতো একজন মেধাবী ছাত্রকে। আল মামুন দেখায় যেমন ছিল একজন সুদর্শন পুরুষ তেমনি কথা-বার্তা, আচার-আচরণেও ছিল খুবই অমায়িক ও ভদ্র। সদা হাস্যোজ্জল চেহারায় সকলের সাথে মিলিত হতো।

শিক্ষকদের ক্লাসের পাঠদান সহসাই আয়ত্ব করে নিতে পারতো। কোন বিষয়ে ক্লাসে বুঝে না আসলে সাথে সাথেই প্রশ্ন করে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা লাভ করতো। মাদরাসার সকল শিক্ষকের কাছে ছিল আল-মামুন খুবই প্রিয় ছাত্র। একজন আদর্শ ছাত্রের যে সব গুণাবলী থাকা প্রয়োজন ছিল আল মামুনের মধ্যে সবগুলোই ছিল বর্তমান। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষ শেষ করে আল-মামুন ১৯৯৭ইং সালে হয়ে যায় আলিম পরীক্ষার্থী। আলিম পরীক্ষায় সে অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে পাশ করে প্রথম বিভাগে। আলিম পাশ করেই ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার জন্য ভর্তি হয় বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়ায়। মাদরাসা পুড়য়াদের মধ্যে হাতেগোনা দু'একজনই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। আল-মামুন লেখা-পড়ার পাশাপাশি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে শুনে মনটি আনন্দে ভরে যেত। কারণ একজন মুমিন হিসেবে জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ তথা ইসলামী আন্দোলনের কাজে শরীক হওয়া ফরজ। আর সে ফরজ কাজটি করতে গিয়েই আল-মামুনকে দিতে হলো তার জীবন। দিনটি ছিল ১৯৯৮ইং সনের ২ নভেম্বর। খবর এলো আল-মামুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের গুলির আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছে। খবরটি শুনে যেন বুড়িচংয়ের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

তখন বুড়িচংয়ের আমীরের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল হলো। শহীদের কফীন নিয়ে আসা হলো। কফীনের সাথে আসলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ জনাব ডা: সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো: তাহের ও জি.এম. রহিমুল্লাহ। বুড়িচংয়ে প্রথম জানাযা হলো উপজেলা পরিষদ চত্বরে। আর দ্বিতীয় জানাযা হলো শহীদ আল-মামুনের নিজ বাড়ী বাকশিমুলে। জানাযা শেষে দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হলো। শুরু হলো দু'আর পর্ব। দু'আ পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পিত হলো আমার উপর। কি যে দৃশ্য না দেখলে অনুভব করা খুবই কঠিন। উপস্থিত লোকজন আবেগ জড়িত কণ্ঠে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে দু'আ করতে লাগলো শহীদের জন্য। আমি ও নিজেকে নিয়ন্ত্রক করতে পারলামনা। দু'হাত উঁচু করে বললাম ''হে আল্লাহ! কি অপরাধ ছিল তাঁর? কেন তাঁকে জীবন দিতে হলো? তুমি তাঁকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করো''।

শহীদদের ব্যাপারে আল-কুরআনের ঘোষণা- ''যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা। তারা আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছ থেকে জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত।'' এ কথা স্মরণ করেই লেখনীর যবনিকা টানলাম। আল্লাহ যেন শহীদ আলমামুনকে জান্নাতুল ফেরদাউসে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তাঁর সাথীদেরকে তার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

অধ্যক্ষ, খাড়াতাইয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

www.icsbook.info

দা'ওয়াহ্ বিভাগে শহীদ আল-মামুনের পদচিহ্ন খুঁজে পেয়েছি

রিদওয়ান বিন ওয়ালী উল্লাহ

অল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, 'আর আমি জীন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 'ইবাদাত' করবে (আয্-যারিয়াত:৫৬)।' পৃথিবীর আদি থেকেই অগণিত দূত এসেছেন পথহারা মানুষকে আলোর দিশা দিতে। মহানবী (স.) এর হাত ধরে সেই কাফেলার পরিপূর্ণতা বিধান হয়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম।'(আল-মায়েদা:৩)

রাসূল (স.) এর যুগেই তাঁর সাহাবীরা খোদায়ী সুধা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বব্যাপী। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশেও মুসলমানরা ৬০০ বছর ধরে শাসন করে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেই সোনালী ইতিহাসের চাকা। ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের ঘাড়ে উড়ে এসে জুড়ে বসল ঔপনিবেসিক বৃটিশ হানাদার বাহিনী। মুসলমানদের হারানো অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে শহীদ হলেন সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.)। পিচ ঢালা রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে ১৯৬৯ সালে আমাদের প্রিয় আ: মালেক ভাই নবীর শিক্ষাকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিলীন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে যারা মেতে উঠেছিল তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন । বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে মায়ের বুক খালি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরকে স্বাক্ষী রেখে ১৯৮২ সালে পরম প্রিয় প্রভুর ডাকে সাড়া দেন শহীদ সাব্বির, হামিদ, আইয়ূব আর জাব্বার ভাইয়েরা। ১৯৮৫ সালে ভারতের কলকাতার কুখ্যাত হাইকোর্ট কোরআন বাজেয়াপ্তের দু:সাহস দেখাতে চাইলে বুকের তাজারক্ত ঢেলে দিয়ে সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন চাঁপাই নবাবগঞ্জের শহীদ শীষ মোহাম্মদ, মোহা: সেলিম, আ: মতিন, আর রশিদুল হকের মত কোরআন প্রেমীরা। আমাদের শহীদ আল-মামুন ভাই সেই জান্নাতী কাফেলারই ঝান্ডাবাহী। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে অক্টোবর 'ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব' খ্যাত মানবতাবিরোধী ছাত্রলীগের কুক্ষাত সন্ত্রাসীরা সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সামনে গুলি করে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারাবদ্ধ, প্রভুর কাছে সদা মস্তকাবনত, খোদাদ্রোহী শক্তির আতঙ্ক, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ত্বের অতন্দ্র প্রহরী, মায়ের কলিজার টুকরা আমাদের প্রিয় মামুন ভাইকে। ১ লা নভেম্বর বাবা-মা, ভাই-বোন আর সাথীদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মামুন ভাইয়ের খুনের স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে তার পদচারনায় মুখরিত কলা অনুষদ। কিন্তু মামুন আর ফিরে আসে না। মামুনের সাথীরা আজও খুঁজে ফেরে প্রিয় ভাইকে। কলা অনুষদের সামনে অবস্থিত শিবিরের টেন্টে গেলে মনে হয় মামুন ভাই আজও ডেকে যান- তুমি কি আজকের কাজগুলো আঞ্জাম দিয়েছ ভাই? তোমার অনুষদের সব মানুষগুলো কি কোরআনের দাওয়াত পেয়েছে?

১৯৯৮/৯৯ সেশনে কুমিল্লার বুড়িচং-এ প্রাণ প্রিয় মাকে একা রেখে মামুন ভাই ভর্তি হন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন বলে জানান তাঁর বড় বোন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও যেন খোদায়ী কোন ইশারায় ইসলামী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হয়ে জাতিকে তার কাখিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার দায়িত্বানুভূতি নিয়ে ভর্তি হন এখানে। বৃটিশভারতে মুসলমানরা তাদের আচার-অনুষ্ঠান কিংবা ইবাদাত মনের মত করে পালন করতে পারত না। তারা সর্বদা খুঁজে বেড়াত আল্লাহর দাসত্বে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে একটি সুন্দর ভূখন্ড। সেই চেতনা থেকেই ১৯৪৭ সালে ঐতিহাসিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন হয় পাকিস্তান। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই একটি

www.icsbook.info

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছিল ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। যেন ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই আশাই পূরণ হলো। আর শহীদ আল-মামুন মুসলমানদের হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা সেই লক্ষ্য পূরণে এসে হাজির হলেন এ ক্যাম্পাসে। আমাদের শহীদদের মাঝে আমি কোরআনে ঘোষিত শহীদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। যদি তাই না হবে, তবে কতজনই তো শহীদ হতে চান, সবাই তো হতে পরেন না। শহীদ শুধু তারাই হন যাদের শহীদ হবার যোগ্যতা থাকে। আল- মামুন ভাই তাদেরই একজন। সেই প্রমাণ আমি শহীদের মায়ের কথায় পেয়েছি। মামুন ভাইয়ের মা স্বাক্ষ্য দিয়েছেন তার সততার। মায়ের স্বাক্ষ্যই আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট। কারণ, রাসূল (স.) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে প্রভুরসন্তুষ্টি, পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে প্রভুর অসন্তুষ্টি।'

২০১৩ সালের রমযানে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তারেক মনোয়ার (বর্তমান ইবি সভাপতি) ভাইয়ের অনুমুতিতে বিশ্বাবদ্যালয়ের অর্থ সম্পাদক (মনিরুল ইসলাম), ছাত্রকল্যাণ ও আইন বিষয়ক সম্পাদক (খন্দকার তাজুল ইসলাম আনন্দ), সহ. শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক (সাদিকুল ইসলাম) এর সাথে শহীদের মায়ের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য অর্জন করে আমি ধন্য হই। এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি মুহূর্ত। শহীদের বড় বোন মনোয়ারা বেগম বলেন, মামুন ভাইয়ের ইমিডিয়েট একজন বড় বোন ছিলেন। তিনি বড় হয়েও মামুন ভাইকে ভয় করতেন। কারণ, নৈতিকতা সংরক্ষনে মামুন ভাই বড় বোনকে কখনো কলেজের কোন প্রোগ্রামে একা যেতে দিতেন না। মামুন ভাইয়ের মাকে বলেছিলাম- মা, মামুন ভাইয়ের দু'একটি স্মৃতির কথা আমাদের শুনান। মা কিছুই বললেন না। শুধু তাকিয়ে থাকলেন শুন্যের দিকে। যেন শহীদের পাখি হয়ে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলছেন- আমি শহীদের গর্বিত মা। যে আওয়াজ শুধু জান্নাতীরাই অনুভব করে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'দা'ওয়াহ এন্ড- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ'। যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরুর একটি। এ বিভাগের আরেক সূর্য সন্তান শহীদ রফিকুল ইসলাম ভাই। ওয়ালী উল্লাহ ভাই তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরী। যিনি ইসলাম বিদ্বেষীদের চক্ষুশূল হয়ে গুমের ভাগ্য বরণ করেন। আমি দা'ওয়াহ বিভাগেরই ০৬/০৭ সেশনের ছাত্র। আমিও এ বিভাগের একজন নগন্য দায়িত্বশীল ছিলাম। শহীদ আল-মামুন আর রফিক ভাইয়ের বিভাগের ছাত্র হতে পেরে আমি পুলকিত হই। বিভাগে কাজ করতে গিয়ে কোন বেগ পেতে হয়নি। শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। ছাত্রদেরকে সর্বদা মাঠে পেয়েছি আন্দোলনের কাজে। যেন এক জান্নাতী পরিবেশ। মনের মাধুরী মিশিয়ে সংগঠনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছি। দা'ওয়াহ বিভাগ আর শিবির যেন সমার্থবোধক শব্দ। জাতি এ বিভাগের কাছে এটাই আশা করে। সংগঠনের জন্য নতুন কিছুতো করতে হয়ই নি, বরং মনে হচ্ছিল আমি শহীদদের রক্তের বিনিময়ে উর্বর ভূমিতে উৎপাদিত ফসল কেটে ঘরে উঠাচ্ছি মাত্র। যেন আল-মামুন আর রফিক ভাইদের শাহাদাত, নাজিম (বর্তমানে আল-ফিকহের শিক্ষক) ভাইয়ের গুলি বরণ, ওয়ালী ভাইয়ের গুম এ বিভাগকে পরশ পাথরে পরিণত করেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের একটি লীলাভূমি। বাংলাদেশের সংকটময় সময়েও আল-মামুন ভাই সহ ৫ শহীদের রক্ত, দু'ভাইয়ের গুম, দান্দান শহীদ আর অসংখ্য ভাইয়ের নির্যাতন বরণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী অন্দোলনের দূর্বার ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমিন।

লেখক,

শিক্ষার্থী, দা'ওয়াহ এন্ড- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

গবেষণা সম্পাদক- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইবি শাখা

সম্পাদক- ত্রৈমাসিক মানচিত্র

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ridwanullah88@gmail.com

www.icsbook.info

শহীদ মামুনের রিপোর্ট, মামুনের চিঠি
নিরন্তন প্রেরণার উৎস

মু.ফখরুল ইসলাম

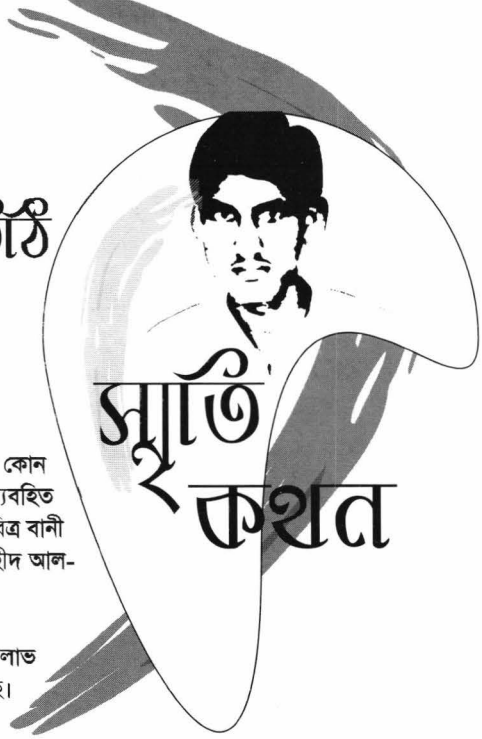

স্মৃতি কথন

যার মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কারো ভয় ছিলনা, যার জীবনে সাংগঠনিক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিলনা , যার জীবনে শাহাদাতের স্বপ্ন ছাড়া অন্য কোন স্বপ্ন ছিলনা। শাহাদাতের অব্যবহিত পূর্বে যার জীবনের শেষ স্লোগান ছিল জেল জুলুম নির্যাতন-আন্দোলনের প্রশিক্ষণ,যার পবিত্র বানী থেকে শেষ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলূল্লাহ, তার নাম শহীদ আল-মামুন।

মামুনের সাথে আমার পরিচয়টা দীর্ঘ দিনের না হলেও তার সাথে যতটুকু পরিচয় ও সঙ্গ লাভ করেছি তাতেই তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য আমার সত্তাকে বিপুল ভাবে নাঁড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। এবং সে সফল ভাবে আমার হৃদয়ের গহীনে সুদৃঢ় আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে । আর এ কারণেই মামুনের কথা মনে হতেই হাজারো কথার অজস্র স্মৃতির ঝর উঠে আমার মনে। প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মহুর্তে আমার সর্বাত্মাজুড়ে অনুরনিত হয় মামুনের অনেক স্মৃতি অনেক কথা।

আদর্শ, ত্যাগ আর কোরবানির উজ্জল প্রতীক হয়েই যেন তাঁর আগমন ঘটেছিল ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে । ভর্তি পরীক্ষার শুভেচ্ছা মিছিলের ফাঁকে কিঞ্চিত পরিচয়ের মাঝেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার মিষ্টি ভাষা আমাকে তার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বেশ কিছু দিন পর মামুন এসেছিল ক্যাম্পাসে। মাত্র তিন মাসের ক্যাম্পাস জীবনে সদস্য বৈঠকে যখন তাঁকে প্রশ্ন পত্র পাওয়ার কন্টাক এ পাঠানোর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয় কখন তাকে আরো গভীর ভাবে জানার তীব্র আগ্রহ জম্মে। আর যখন সিদ্ধান্ত হয় মিজান ভাইকে ক্যাম্পাসে আনার সার্থে মামুন কে শৈলকূপা থানা শাখার দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন সঙ্গত কারণেই আমি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ি। কেননা তখন আমি ছিলাম শৈলকূপা থানা শাখার তত্বাবধায়ক। সেটআপ প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আর আমি গিয়েছিলাম। বৈঠকে মামুনের আচরণ,দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা,সংগঠনের প্রতি অনুরাগ আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। প্রোগ্রাম থেকে ফেরার পথে মামুন আমার সাথে কন্টাকের সময় রেখে দেয়। মনে পড়ে একদিন সন্ধায় মামুন আমার রুমে এলে সহাস্যবদনে জানায় ফখরুল ভাই আজ আপনার সাথে কন্টাক করতে চলে এসেছি এবং রাতে আপনার নিকট থাকব। আমি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে বসতে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সুন্দর জোস্না রাতে জিয়া হলের ছাদে গিয়ে বসলাম। তাঁর রিপোর্ট, ডায়েরী,সাংগঠনিক নোট দেখে আমি অবাক হলাম আর মনে মনে আমার সাথে তুলনা করে দেখলাম কোথায় আমার অবস্থান আর কোথায় মামুনের? আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি মামুনকে একটি পরামর্শ দিতে। মামুনকে ঘিরে ভবিষ্যতের এক বিশাল স্বপ্নের জাল বুনে তাকে সাথে করে ফিরে এলাম নিজ রুমে।

মামুনের শাহাদাতে আমি এতটাই বেদনাহত হয়েছিলাম যে , যেন নিঃশ্বাস নিতে ভূলে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা তখন সবাই শহীদ মহসিনের লাশের সামনে হাজার হাজার ছাত্র জনতাকে শান্তনা দিতে পারছিলাম না। আর শহীদ মুহসিনও ছিল আমার আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। কেননা ৯৩ তে যখন সন্ত্রাস দমনের আসামী সহ বেশ কিছু মামলার পরওয়ানা নিয়ে ফেরারী জীবন কাটাচ্ছিলাম তখন অসংখ্য রাত কাটিয়ে ছিলাম মহসিনের সান্নিধ্যে। শহীদ মামুনের জীবন ও কর্ম আমার নিকট অত্যন্ত প্রেরণার উৎস। মামুনের সাংগঠনিক জীবনে পেশ করা সর্বশেষ রিপোর্ট ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য চিরন্তন প্রেরণার উৎস। শৈলকূপা থানা শাখার সেপ্টেম্বর ৯৮ এর সাথী বৈঠকে গিয়েছিলাম মেহমান হিসাবে যা ছিল মামুনের জীবনে শেষ সাথী বৈঠক। একে একে সবার রিপোর্ট পেশ করার পর সভাপতির রিপোর্ট পেশের পালা। মামুন রিপোর্ট পেশ করে শোনায় পিন পতন নিস্তব্দতার মাঝে, আমি তম্ময় হয়ে শুনছিলাম শহীদের রিপোর্ট। রিপোর্ট পেশের পর প্রশ্ন করার পালা। উপস্থিত সাথীদের কারো পক্ষে একটি প্রশ্ন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি আমার পক্ষেও না। ভারসাম্যপূর্ন জীবনের এক জলন্ত উদাহরণ শহীদ মামুনের রিপোর্ট।

কোরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নে মামুনের অনুরাগ, দাওয়াতি কাজে একজন স্বার্থক দায়ী ইলাল্লাহ, জামায়াতে নামাজ পড়ার প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ,সাংগঠনিক দায়িত্বের প্রতি গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, নিয়মিত আত্নসমালোচনা, ডাক যোগে

www.icsbook.info

দাওয়াতী কাজের এক জীবন্ত উদাহরণ শহীদ আব্দুল মালেকের যোগ্য উত্তরসূরী শহীদ আল-মামুন। এই ধরনের মহৎ চরিত্রের অধিকারীদের উদ্দেশ্যেই কবি গেয়েছেন-

" সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরনের মাঝে তাই তুমি করে গেলে দান।"

শাহাদাতের পরদিন গিয়েছিলাম শহীদ মামুনের মেসে। শাখা সেক্রেটারী নজরুল কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিলোনা। আমি নিজেই নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। নজরুল মামুনের নিজ হাতে লিখা একটি চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে পড়তে বলল। শহীদের নিজ হাতে চিঠিটা পড়তে গিয়ে আমার হৃদয় স্পন্দন উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। বারবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার কারণে ঠিকমত পড়তে পারছিলাম না। মামুন চিঠিতে লিখেছেন তার মাদ্রাসার জনৈক হুজুরকে উদ্দেশ্য করে তার কোরআন তেলাওয়াত সহীহ করার তাগীদ দিয়ে। চিঠিটা আমাদের সবার জন্য একটি হেদায়েতের আলোক বর্তিকার মতই মনে হলো আমার নিকট। সংক্ষিপ্ত পরিসরেতার দীর্ঘ ৪পাতার চিঠিটা বিস্তারিত উপস্থাপন সম্ভব না হওয়ায় এর কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরছি।

মামুন তার চিঠির শুরুতেই একজন দ্বীনি ভাইকে হৃদয়ের সবটুকু মহব্বত উজার করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ভাবে এহতেসাব করা দরকার তার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে লিখেছেন-

"জীবনের প্রথম থেকেই যা শিখেছি তা আপনাদেরই অবদান" একজন শিক্ষককে যতটুকু সম্মান দেখানো দরকার তার বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেনি মামুন। সংস্কারের উদ্দেশ্যেই সমালোচনার পরিপূর্ণ শর্ত বজায় রেখেই মামুন অত্যন্ত দরদ ভরা মন নিয়ে সম্মানিত হুজুরের ত্রুটিপূর্ন স্পষ্ঠভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ভীত জিন্দা দীল মুজাহীদের মনে আল্লাহর ভয় যে কত জীবন্ত ছিল তা চিঠিতে লেখা নিম্নোক্ত চয়ন থেকে জানা যায়- আপনি কি ভূলে গেছেন আখেরাতের বিচার দিবসের কথা? যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন শত সহস্র লক্ষ কোটি মানুষের সম্মুখে। আজ যদিও তা মুসল্লিদের সম্মুখে ঢেকে রাখা যায় কাল কিয়ামতের ময়দানে কি পারবেন ঢেকে রাখতে? এজন্য কি আপনাকে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে না? তিনি যিলযালে ঘোষণা করেন নাই ..... আর যারা বিন্দু পরিমানও পাপ করবে আল্লাহ তারও হিসাব নিবেন।

দুনিয়ার তুলনায় মামুনের নিকট আখেরাত কত বেশী প্রিয় ছিল তা উপলব্দি করা যায় যখন চিঠির ভাষা হয়- আপনি কি আখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন? আর যদি আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েই থাকেন তাহলে কি ভূলে গেছেন রাসুলের সেই হাদীস " পৃথিবী হচ্ছে পরকালের পূজি সঞ্চয়ের স্থান।" মামুনের ঈমানের দৃঢ়তার স্বাক্ষর মিলে তার চিঠির ভাষায় , এতো দিন ঈমানের পরিচয় দেয়াই আল্লাহর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট। সুতারাং তাই করতে চাই। আপনার কারণে আমরা পাপের ভাগীদার হতে চাইনা। এ থেকে মুক্তি পেতে চাই, মুক্তি দিতে চাই সাধারণ জনসাধারণকে। ইসলামী আন্দোলন ও শরীয়তের ব্যাপারে যে কতটা আপোষহীন আর স্পষ্ঠবাদী ছিল তার প্রমাণ মিলে যখন সে লিখে- আপনি তো জানেন আমি আমার বাবাকে ও অন্যায় ছেড়ে দিতে রাজী নই। যার কারণেই মাদ্রাসায় তালা লাগিয়েছিলাম, মাদ্রাসা ত্যাগ করেছিলাম, মাদ্রাসার পরিবর্তন আনতে সংগ্রাম করেছিলাম।

আমার পরিবার,পরিজন,পাড়া-পড়শি, আত্মীয়-স্বজন সকলে আওয়ামী লীগ করলেও আমি নিজে একসময় ছাত্রলীগ করলেও আজ আর তা করছিনা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। ব্রত হয়েছি ইসলামী আন্দোলনে। এসব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ সমাজকে সমূলে উৎপাটন করে আল-কোরআন ও আল- হাদীসের আলোকে ঢেলে সাজাবো। এ জন্যই আপনাদের দোয়া

আল্লাহর সন্তুষ্টিই যে মামুনের জীবনে একমাত্র কাম্য ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে- আপনি হয়তো রাগ করতে পারেন যে, আমি আপনার ছাত্র, আপনার বিরুদ্ধে কেন কথা বলছি।

আপনি শিক্ষক হিসাবে অবশ্যই আপনাকে মর্যাদা দেই এবং দেব। কিন্তু এমন সম্মানতো দেখাতে পারিনা যার জন্য আমাদেরকে কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। এ ধরনের প্রতিবাদ করাতো রাসুলের বানী আর এই শিক্ষাইতো আপনিই দিয়েছেন।

হক কথায় যে মামুন একান্ত আপনজনকে ছাড় দিতে নারাজ তার প্রমাণ- হুজুর দেখেন আপনি জামায়াত করেন আর আমি শিবির করি। দুজনই একই দলভুক্ত। তাছাড়াও আপনি আমার শিক্ষক। তার পরও আমি কেন বিষয়টি নিয়ে এমন করছি। তা আপনি বুঝতেই পারছেন। একমাত্র আল্লাহর ভয়ে। মুলতঃ মামুনের জীবন ও কর্ম ছিল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অনুকরনীয় , অনুসরণীয়। তার আচরণ, কথাও কাজ ছিল অপূর্ব মিল । মামুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে অসংখ্য ভাইয়ের ছোয়া ও সান্নিধ্য পেয়েছি, কিন্তু তোমার মত অনুসরনীয় , অনুকরণীয় কাউকে পাইনি। এটা শুধু আমার নয়, এক বাক্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কেউ স্বীকার করে। তুমি, একমাত্র তুমিই আমাদের মাঝে সেরা।

www.icsbook.info

তুমি আজ আমাদের মাঝ থেকে অনেক দূরে, তুমি মহান প্রভূর একান্ত সান্নিধ্যে। পাপ পংকিল এই নশ্বর পৃথিবীতে তোমার সান্নিধ্য লাভ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আমার সুসম্পন্ন সত্তা দিয়ে তোমাকে অনুভব করবো আজীবন, আমৃত্যূ। অনেক দূরে হলেও তুমি আমার অতি নিকটে। তোমার জীবন আমার কাছে আদর্শের এক আশ্চার্য প্রতীক, এক জীবন্ত বিস্ময় এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস। আমার হৃদয়ে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে তোমার যৎকিঞ্চিত সান্নিধ্য।

সব শেষে আমার প্রতি তোমার শেষ আবদারের কথাটি স্বরণ করছি। তুমি আমার নিকট অনেকবার আবদার করেছিলে একটি রাত তোমার নিকট থাকতে। কিন্তু পরীক্ষা আর অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে বলেছিলাম পরে সময় সুযোগ করে থাকব। তুমি হয়তো অপেক্ষা করেছিলে আমার আগমনের। কিন্তু আজ আর এক রাত্রি নয় চিরন্তন আখিরাত কাটাতে চাই তোমার সান্নিধ্যে, তুমি কি অপেক্ষা করবে আমার জন্য জান্নাতের সিঁড়িতে? আমি আসব তোমার অপেক্ষার যবনিকাপাত ঘটিয়ে।

লেখক - ফখরুল ইসলাম।

শহীদ আল- মামুন ঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মোবারক হোসেন ভূইয়া

প্রতিটি সৃষ্টিই ধ্বংসশীল। এই পৃথিবীও চিরদিনের নয়। ধ্বংস হয়ে যাবে সে নিজে এবং তার মাঝে বসবাসরত প্রতিটি প্রাণী। মৃত্যুর দূতের সাথে সাক্ষাৎ প্রতিটি মানুষের জন্য এক অবিসম্ভাবী সত্য। তার হাত থেকে কেহই রেহাই পায়নি। পাবেওনা কখনও। কিন্তু কোন কোন মানুষ চিরদিন বেঁচে না থাকলেও তার স্মৃতি গুলি বেঁচে থাকে। পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তাঁর অসংখ্য স্মৃতির কারণে বেঁচে থাকেন বহু বছর, বহু যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। স্মৃতি -বিস্মৃতির রোমাঞ্চতার মাঝেই বুঝি টিকে আছে পৃথিবী। কিংবা বেঁচে থাকবে অনাদিকাল যাবত।

শহীদ আল- মামুন তেমনি একটি নাম। একটি প্রাণ, একটি স্মৃতি, বিকশিত একটি প্রতিভা কিংবা ফুটন্ত গোলাপ। যা বার বার দোলা দিয়ে যায় অসংখ্য ব্যাথাতুর হৃদয় পটে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বুড়িচং থানা সাথী শাখার এক শিক্ষা বৈঠকে মামুন ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ইতিপূর্বে জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান সাজ্জাত হোসেনের ছোট ভাই আল- মামুন শিবিরের অগ্রসর কর্মী সে সংবাদটুকু শুনেছিলাম। পরিচয়ের সুযোগ তখনো পাইনি। সেদিনকার পোগ্রামে সুযোগ পেয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। সে এক মহাশান্তি, দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়া , সেদিন থেকে থানা শাখার বিভিন্ন প্রোগ্রামে আসা যাওয়ার মাধ্যমে তার সাথে আমার গড়ে উঠেছিল অদৃশ্য সুতোর এক সু-গভীর বন্ধন। সে সুতো কখনো ছিড়ে যাবার নয়। কিন্তু আকস্মাৎ গর্জন বিহীন ঝড়ে ছিড়ে গেল সে সুতো। দুটি অংশের একটি চলে গেল কোন অচেনা অজানা কন্টকাকীর্ণ মরু পথ ধরে। বড় শুন্য হয়ে গেল আমার হৃদয়। তাঁকে খুঁজি আজ প্রতিটি শিক্ষা বৈঠকে, থানা শাখার বিভিন্ন সাধারণ সভায় । থানা শিবিরের কার্যালয়ে, যেখানে বসে বসে তিনি পোগ্রাম পরিচালনা করতেন। আর তাঁর অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী

www.icsbook.info

বাকশীমূল গ্রামের চেয়ারম্যান বাড়ীর প্রাচীর ঘেরা দেয়ালের ভেতরে। শিশুকাল বাল্যকাল পেরিয়ে যেখানে তিনি তারুন্যে পদার্পণ করেছেন।

কিন্তু না! কোথাও তিনি নেই ; শুন্য শুন্য আজ পৃথিবী; শুন্য সব কিছুই। যখনই তার কথা মনে পড়ে তখনই মনে কেন যেন শিহরণ লেগে উঠে। সে এক বেদনার্ত শিহরন, হঠাৎ বুকটা টান- টান করে উঠে। কখন যে দু-ফোঁটা অশ্রু বেয়ে পড়ে।

আমি যখন খারাতাইয়া শাখা সভাপতি , মামুন ভাই তখন বুড়িচং সদর শাখার সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত। আমার শাখার এক পোগ্রামে থানা মেহমান হিসেবে পেলাম। আমরা প্রস্তুত হয়ে মেহমানের অপেক্ষায় ছিলাম। ৪/৫ মিনিট দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তিনি সাইকেল যোগে হাজির হলেন। মুখে তাঁর স্বভাব সুলব হাঁসি।বলেই ফেললেন একটু দেরী হয়ে গেল বুঝি। দেরী হওয়ার কৈফিয়ত আপনা আপনিই বলতে লাগলেন। এটাই তাঁর অকৃত্রিম দায়িত্বানুভুতি।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর । মামনু ভাই কেন্দ্রীয় কন্টাকে গেলেন। বুক ভরা আশা সদস্য প্রার্থী হবেন। ঠিক তাই হল। আমাকে চিঠিতে লিখলেন " মোবারক ভাই ! অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আমি সদস্য প্রার্থী হয়েছি। দেখা করতে পারলে ভাল ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে পারিনি বলে দুঃখিত, দোয়া করবেন যাতে সুস্থ হয়ে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারি । এই ছিল তাঁর চিঠি লেখার হৃদয় কাড়া ভাষা। থানা শাখার বিভিন্ন মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। মিছিলের শ্লোগান ধরতেন শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে। শাহাদাতের প্রতিবাদে মিছিল চলছে, মিছিল যখন থানা পরিষদ চত্তরে পৌছল তখন ছাত্রলীগের সন্ত্রসীদের সাথে শুরু হল কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নিল। মামুন ভাই ছিলেন সেদিন সবার সামনে । বীর দর্পে মোকাবেলা করেছিলেন খোদাদ্রোহীদের। প্রিয় ভাইটি একদিন চলে গেল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। দাওয়া এন্ড ইসলামীক স্টাডীজ বিভাগে ভর্তি হলেন। শুরু হল তার ইউনিভার্সিটির জীবন। তবে না! সে সুখময় জীবন দীর্ঘ হল না। হঠাৎ কোন এক তুফানে ভেঙ্গে দিল সে সুখের নীড়। ৩১ অক্টোবর ইবির শান্ত ক্যাম্পাস । শিবিরের মিছিল চলছে শান্তিপূর্ন ভাবে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে পুরু ইবি অঙ্গন। বিক্ষোবে ফেটে পরছে সাধারণ ছাত্র জনতা ও শিবির কর্মীরা। সে এক বিশাল জন সমুদ্র। এ দৃশ্য সহ্য হলনা বর্বর হায়েনাদের। ঝাপিয়ে পড়ল নিরীহ ছাত্র জনতার উপর। ছাত্রলীগ নামধারী রক্ত পিচাস,নরপশুদের বুলেটের আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গেল হাস্যজ্জল মুখটি। পরদিন ১ নভেম্বর বেলা ১১.২০মিনিটে ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চলে গেলেন ওপারের সেই সুন্দর ভূবনে। মহুর্তের মাঝে সেই সংবাদটুকু ছড়িয়ে পড়তেই ঘোড় অমানিশা যেন পৃথিবীকে গ্রাস করে নিল। সবার চোখের অশ্রু প্রিয়জন হারা আর্তনাদ। বিশেষ করে শহীদের মায়ের মানিক হারানো আর্তনাদে যেন খোদার আরশ কেঁপে উঠেছিল। নিজ এলাকায় শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হল থানা পরিষদ চত্তরে । শহীদের অসংখ্য সাথী ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিত হল শেষ বারের মতো প্রিয় মুখটি দেখার জন্য। রাত ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হলো সালাতে জানাজা।

শহীদের কফিন যখন আপন নীড়ে গেছে তখন রাত ১টা। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি অন্তত ২/৩হাজার মানুষ শহীদের লাশের অপেক্ষায়। জানাজাসহ দাফন সম্পন্ন হতে রাত্র ২টা বেজে গেল। তখনো শহীদের অসংখ্য সাথী বেহুশ হয়ে আছে। কারো মাথায় পানি দেওয়া হচ্ছে, জ্ঞান ফিরলেই আবার চিৎকার দিয়ে ফিট হয়ে যায়। সেদিনকার এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণায় অসংখ্য অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলেও আওয়ামী দস্যুদের হিংস হৃদয় কেঁপে উঠেনি। শহীদ আল-মামুন আজ নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি গুলো রয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর মানুষ তাকে ভুলেনি। তেমনি আমিও ভূলতে পারিনি। তাইতো সেদিন সুবহে সাদিকে ঘুমের ঘরে তাঁকে কাছে পেলাম । দেখছি তাঁর কফিন আমার সামনে। তখন আমি বুড়িচং থানা সভাপতির দায়িত্বে আছি। পাশেই দেবিদ্বার থানা সভাপতি গিয়াস উদ্দিন ভাই। তিনি শহীদের চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে হাত বুলাচ্ছেন। তৎখনাৎ শহীদ আল-মামুন উঠে বসে গেলেন, আর বলতে লাগলেন, "তোমরা আমাকে মৃত ভেবেছ,আমি মরিনি"। সাথে সাথেই কান্নার রোল পরে যায়। উপস্থিত সবার চোখেই পানি আর মুখে একটিই কথা মামুন মরেনি। শহীদের গর্বধারীনি মা ও সহোদর বোনেরা তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এই ছিল আনন্দের কান্না, মহা প্রাপ্তীর অশ্রু। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। আর সপ্নের কথা মনে পড়তেই আল্লাহ আল্লাহ চিৎকার শুরু করলাম। ক-ফোটা অস্রু চোখ বেয়ে মাটিতে পড়ল। আয়নার পাশে দাঁড়াতেই দেখি দু'গন্তে দু-ফোটা অশ্রুর দাগ শুকিয়ে আছে।

লেখক- শহীদের অত্যন্ত কাছের বন্ধু ও দ্বীনি ভাই।
সাবেক সভাপতি, বুড়িচং উপজেলা

www.icsbook.info

যে স্মৃতি এখনো কাঁদায়

মাওঃ মু.আল- আমিন শিল্পী

মামুন একটি গোলাপের নাম। এই গোলাপের কাজ ছিল তাঁর সু-ঘ্রান বহিয়ে দেয়া। তিনি পেরে ছিলেন সে কাজটি করতে অল্প সময়ে। যার প্রমান আমি নিজে। ক্লাস ওয়ান থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এত বেশী মেধাবী ছিলনা সে। ৮ম শ্রেনীতে পড়া অবস্থায় ছাত্রশিবিরের কর্মী হয়েছিলেন। তারপর আসা যাওয়া শুরু হল সংগঠনের দায়িত্বশীলদের। দেওয়া হল রিপোর্ট বই । রিপোর্ট বইয়ের প্রত্যেকটা কলাম হয়ে গেল তার কাছে আলোর দিশারীর মত। নিয়মিত কোরআন, হাদীস,সাহিত্য অধ্যয়ন,৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় , দৈনিক ৮ ঘন্টা পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের ফলে যেন তাকে আর পায় কে ? নবম শ্রেণীতে ক্লাস রোল ১, দশম শ্রেণীতে ও তাই । দাখিল পুরো উপজেলায় সবচেয়ে বেশী মার্কস পেয়ে বসলেন। পেলেন ষ্টার মার্কস। আমি ছিলাম তার ক্লাসের অধ্যয়ন কৃত ছাত্র। আলিম পরিক্ষায় তার পেছনে আমার সিট ছিল। এখানেও অর্জন করে নিলেন ফাষ্ট ক্লাস। তার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যাইনি। কিন্তু শুনেছি প্রথম ২ সেমিষ্টারে ফাষ্ট ক্লাস পাওয়ার মার্কস আছে তার। কি অসম্ভব মেধা ছিল তার বুঝানো যাবেনা অল্প কথায় লিখে। চরিত্র, ধৈর্য , বুদ্ধি ও তাকওয়া যা বুঝায় তার মাঝে সবই ছিল। আর তার চাচাতো ভাই সাজ্জাদ চেয়ারম্যানের কয়েকটা নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করে ভাল রাজনৈতিক নেতা ও বক্তা হিসাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তার বক্তব্য ও প্রজ্ঞা দেখে আমাদের এলাকার মানুষ বলতো মামুন সাজ্জাদ থেকে আরো বড় নেতা হবে ।তাকে দিয়ে এলাকা সংস্কার হবে। কিন্তু মামুন যখন শহীদ হল , এই খবর এলাকার মসজিদে মাইকে প্রচার করা হল ,তখন মানুষ যে যেখানে ছিল বোবার মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলতে লাগল এটা কি হল। মূলত এটা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এখানে কারো কোন হাত নেই। শহীদ হওয়ার আগে যেদিন মামুন ভাই তার নিজ গ্রাম বাকশীমূল থেকে বিদায় নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রওয়ানা দেন সেদিন আমাদের ঘরে বাদ আসর শেষে খাবার গ্রহন করেন। আমিও বুড়িচং থাকি বিধায় মামুন ভাইয়ের সাথে বের হই। কে জানতো মামুন ভাইয়ের এটাই শেষ যাওয়া। যদি জানতাম ইবিতে গেলে এরকম ঘটনা হবে তাহলে কোন দিন তাঁকে যেতে দিতাম না। বুড়িচং এ আমাকে জড়িয়ে ধরে মোয়ানাকা করলেন এবং পিঠে হাত দিয়ে বললেন বাকশীমূলের এই এই ছেলে গুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন। সাথী মানে আনার জন্য আমিও তাদের কাছে চিঠি লিখব। দেখা গেল যেদিন শহীদ হল লাশের সাথে আমার ও মসজিদের ইমাম কবির ভাই সহ অনেকের নামে চিঠি আসলো। তার স্বপ্ন ছিল সমাজের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে সু- শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। অসহায় মানুষের মুখে হাঁসি ফুটানো। কিন্তু একটি বুলেটের আঘাতে হাসতে হাসতে মামুন ভাই চলে গেলেন জান্নাতে। শহীদ মামুন ভাই প্রত্যেক ঈদে ঈদগাহে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে আলোচনা পেশ করতেন । সে শহীদ হওয়ার পর এই শূন্যতা এখনো পূরণ হয়নি। এইবার রমযানের ঈদে আমরা হাজী মনির হোসাঈন, মোশারফ হোসেন , শহীদের ভাই আবুল কালাম আজাদ, বড় ভাই শাহ আলম, মোশারফ হোসেন, জসিম উদ্দিন , সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন, আল আমিন আজম শাহ, মামুন ভাইয়ের ভাতিজা সাকিব সহ আমরা অনেকে কবর জিয়ারত করে মামুন ভাইয়ের ঘরে গিয়ে মামুন ভাইয়ের আম্মাকে সালাম দিলাম , ওনি সালামের জবাব দিলেন,আমাদেরকে দেখে বললেন তোমরা দেখছি সবাই আইছো ,আমার মামুন নামায পইড়া আইছেনি। তার কান্নায় আমরাও ধৈর্য ধরতে পারেনি। (আমি মামুন ভাইয়ের মাকে জেঠি বলে ডাকি)

খালাম্মা চিৎকার দিয়ে আমার ছেলেটিকে কোলে নিলেন (মুত্তাকী মাহমুদ আবির) চুমো খেলেন। দুজনের গালের সাথে গাল অনেক্ষণ লাগিয়ে রাখলেন। ছেলেকে ঈদের বখশিষ দিলেন, নিজ হাতে খাওয়ালেন , তখন আমার ধারণা হলো আমার মামুন বেঁচে থাকলে এই ধরনের নাতি পুতি থাকতো তাদের আমি প্রান ভরে আদর করতাম। এই স্মৃতিগুলো উজ্জল হয়ে থাকবে আমাদের প্রেরণার বাতিঘরে। যুগ যুগ ধরে কোরানের মিছিল থেকে যে সকল ফুটন্ত গোলাপ গুলো মাবুদের দরবারে চলে গেল, তাদের মধ্যে মামুন ভাইও একজন। আল্লাহর নিকট দোয়া করছি হে আল্লাহ - তুমি তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে আসীন কর। আর আমরাও যেন তার রেখে যাওয়া কাজকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শাহাদাতের মাধ্যমে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি এই আরযি তুমি কবুল কর। আমিন -

লেখক- সাবেক অফিস সম্পাদক
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর।

www.icsbook.info

প্রেরক-
মোঃ রবিউল হোসেন
সভাপতি
ইসলামী ছাত্রশিবির
...

প্রাপক
মোঃ আল মামুন
রেজি নং- ৩৯৩
...
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় মোবারক কাকা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনার চিঠি ৮-২ আগস্ট সকাল ১০ ঘটিকায় পেয়েছি। বিস্তারিত জেনে খুশী হলাম। এ সময় আমরা দীর্ঘ পনের দিন বন্ধের পর আল্লাহর রহমতে একযোগে নিরাপদেই হলে উঠি। আর ঠিক এমন মুহূর্তে আপনার চিঠি পেয়ে মনে খুবই আনন্দ পেলাম, জানতে পারলাম ভাল আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালই আছি।

আমার জীবনের যদি কোন আনন্দদায়ক সংবাদ শুনে থাকি, তা হল আমার মোবারক কাকার ডিগ্রীর শুভ রেজাল্ট। এ রেজাল্ট শুনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। অবশ্য আপনার চিঠি লিখার পূর্বেই আমি বাড়ীর চিঠির মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। এ রেজাল্ট ছিল আমার দীর্ঘ দিনের কাংখিত। আর এ আকাংখাটা ছিল আপনার সদস্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকাংশে। কিন্তু আপনি যদি এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শীঘ্রই সদস্য না হতে পারেন, তাহলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কেননা, সদস্য হতে আপনার কোন সমস্যা নেই। সমস্যা নেই পারিবারিক ভাবে, সমস্যা নেই শিক্ষাগত ভাবে আর সমস্যা নেই কোন দিক থেকেই। আর আপনিও সদস্য হওয়ার আকাংখাই ব্যক্ত করেছেন চিঠির মধ্যে। সেজন্য আপনাকে আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও এহতেছাব দিচ্ছি যেগুলোর বাস্তবায়ন মানেই আপনি সদস্য।

পরামর্শঃ

(i) দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (ii) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। (iii) সাথী শাখার সভাপতি- সেক্রেটারী সহ সকল সদস্য ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে নিজেকে সদস্য হতে আগ্রহী এ কথা ব্যক্ত করা এবং পরামর্শ নেয়া। (iv) শীঘ্রই কোন কলেজে ভর্তি হওয়া এবং সকল প্রকার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দেয়া। (v) এলাকায় অবস্থান করা। (vi) সংগঠনকে বুঝাতে হবে যে, "আমি আরো অনেক দিন সংগঠন করবো এবং এলাকায় কাজ করবো। সেজন্য ক্যারিয়ার জন্য ছোটাছুটি করব নাকো।" (vii) নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্ত মাথা পেতে সাথে সাথে আনুগত্য করা। (viii) যাই পড়বেন, তা পড়তে হবে সদস্য সিলেবাসের আলোকে। (ix) আলোচনা চক্র সহ কখনো কোন প্রোগ্রাম, এমনকি মিছিল-মিটিং ও অনুমতি ব্যতীত মিস করা যাবেনা। (x) আলোচনা চক্রে ... করতে হবে। (xi) নিয়মিত রিপোর্ট রাখতে হবে। (xii) কোরআন- হাদিস এবং আত্মসমালোচনার নিয়মিত ... হবে। (xiii) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সহিত আদায় করতে হবে। (xiv) প্রতিদিন কমপক্ষে একজন কর্মী ও একজন সমর্থক/ বন্ধু যোগাযোগ করতে হবে। (xv) সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও ... থাকতে হবে। (xvi) পাঠ্য নিয়মিত পড়ার চেষ্টা

P.T.O

বাগানের সেরা ফুল

www.icsbook.info

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় বর্ষবিবর ভাই,

পত্রের প্রারম্ভে শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন ও শহীদ আমিনুর রহমানের রক্তে ভেজা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে জানাই শান্তির অমীয় বার্তা সালাম ও আন্তরিক ভালবাসা। আশা করি, মুহূর্তের মাঝেই [redacted] কাংখিত রেজাল্ট অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের মহান দায়িত্বের কাজে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমার স্বাস্থ্য অবস্থা বেশী একটা ভাল নয়, হালকা জ্বর, সর্দি, কাশি, তার পরেও রাব্বুল আলামিন যতটুকু ভাল রেখেছেন, সেজন্য শোকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি হয়তো পত্রিকার মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন। সংগ্রাম ও ইনকিলাবে যা এসেছে, তাই। বাকীগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা। আমাদের ৮ জন ভাইকে তারা বিভিন্ন স্থানে তুলে পিটিয়েছে। ছাত্রলীগের ২জন সশস্ত্র সংঘর্ষে মারা যাওয়াতে আহত হয়, সশস্ত্র যুদ্ধে তারা ৫ মিনিটও টিকতে পারেনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তারা ৩ গ্রুপে ৩ দিক থেকে সমানে আক্রমণ চালিয়েছিল, আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে গিয়েছিল গুলির আওয়াজে, পশু-পাখি পর্যন্ত চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে শুরু করেছিল। যাই হোক, সেদিন আল্লাহ ইসলামী শক্তিকেই বিজয়ী করেছেন, ইনশাআল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ-পাশে মেসে অবস্থান নিয়েছে। আমিও হলে ছিলাম, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই শেখপাড়ায় ভাড়া মেসে অবস্থান নিয়েছি। বর্তমানে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি চলছে। আগামী ৩১ তারিখ হল এবং ১ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় খুলার কথা, কি হয় জানা নেই। যেই কোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেরও আশংকা রয়েছে। দোয়া করবেন।

আমি ৮.৫ নিয়ে ২৯ শে জুন দুপুর ২:৩০ মিঃ বিশ্ববিদ্যালয় এসে পৌঁছি পূর্ণ নিরাপদেই। যমুনা সেতু হওয়াতে যানজট কমে যায় এবং ফেরীঘাট বেঁচে যায়। ফলে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছা সম্ভব হলো। ১লা জুলাই আমাদের ক্লাশ উদ্বোধন হয়েছে। ডিসেম্বরের পূর্বে বড় কোন বন্ধ নেই। তাই হয়তো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পূর্বে বাড়ী যাওয়া সম্ভব হবেনা। আমাদের ক্লাশে কুমিল্লার আর মাত্র একজন ছাত্র আছে লাকসামের। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় এসে উন্মুক্ত পরিবেশ পেয়ে একদিকে যেমন ভাল লাগছে, পাশাপাশি আপনাদেরকে হারিয়ে আজ হৃদয় মনে শূন্যতার অনুভব করছি। এখানে আমার দায়িত্ব হচ্ছে শান্তিডাঙ্গা শাখার অধীনে ৩টি উপশাখা দেখা-শুনা করা, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের কতগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত, খুবই কঠিন ময়দান। দোয়া করবেন।

কবির ভাই, এলাকায় প্রচুর বন্যা। তাই বিস্তারিত জানালে খুশী হব, আপনাদের পারিবারিক অবস্থা জানাবেন এবং আপনার আম্মা-আব্বাকে আমার ছালাম দিবেন। আপনার লজিং মাষ্টার মুমিন মুন্সীকে আমার ছালাম দিবেন। বুড়িচং থেকে সভাপতি-সেক্রেটারী সহ সকলসাথী ভাইদেরকে আমার ছালাম জানাবেন এবং বুড়িচং থানার সাংগঠনিক অবস্থা সহ সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা জানাবেন।

আপনার খাড়াতাইয়া শাখার অবস্থা জানাবেন। হয়তোবা এখনই সময় হচ্ছে নতুন সভাপতির নতুন পরিচালনায় বিপ্লবী চেতনায়, আর তাই হওয়া দরকার। কাজ যাই করবেন, চিন্তা চেতনা সহকারে পরিকল্পিত ভাবে করবেন, সবসময় মানের নতুন জনশক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাবেন বেশী বেশী।

www.icsbook.info

স্থানীয়, প্রভাবশালী ও মেধাবী ছাত্রদেরকে যেকোনভাবেই হোক, দ্রুত সাথী মানে নিয়ে আসার জোর চেষ্টা চালাবেন। যোগাযোগ করতে হবে বেশী বেশী এবং নিয়মিত প্রোগ্রামাদি করতে হবে, এ ক্ষেত্রে সাময়িক পাঠকে প্রাধান্য দিবেন বেশী করে। ছফিউল্লাহ এবং কামরুল আমিনকে কাছে করে হলেও সাথী বানানো দরকার। সবসময় মনে রাখবেন, "আমার অনুপস্থিতিতে যেন আমার চেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল এখানে কাজ করতে পারে।" এ আলোকে পরবর্তী দায়িত্বশীল তৈরী করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সদস্য হওয়ার জোর চেষ্টা চালাবেন, এ জন্য সিলেবাস ভিত্তিক অধ্যয়ন করতে হবে। নিজেকে সিলেবাস কিনে নিতে হবে। রিপোর্টের মান নিয়মিত ভাল করতে হবে। পড়া-লেখাও যার যার সাংগঠনিক সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। নোট, দারস, আলোচনা তৈরী করতে হবে এবং শিখাতে হবে। আলোচনা চক্রে ভাল করতে হবে। চিঠিতেই মিস করা যাবেনা।

কবির ভাই, ইনশাআল্লাহ সংগঠনের অবস্থা জানাবেন। কারো কাছে টাকা বাকী থাকলে উঠিয়ে নিবেন। প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি প্রোগ্রামে বসার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, কারো সাথে তর্ক-বিতর্কের কারণে যেন সংগঠন থেকে ছুটে না যায়। সেজন্য কখনো তর্কে যাওয়া যাবেনা, বুঝানোর চেষ্টাই করতে হবে। কেহ টাকা দিতে না পারলে সময় দিবেন। তবে যাকাতকে উঠিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। কোনটাতো একান্ত হলে দিতে চাবেনা। টাকা আলোকে যেকোন আয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবেন। হিসাব রাখতে হবে সঠিক ভাবে। নতুবা সমস্যায় পড়বেন। জসিম ভাই এবং আলামিন ভাইরা যেন ইনশাআল্লাহ, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা কোনটি থেকে ছিটকিয়ে না পড়ে, সেজন্য সচেতন দৃষ্টি রাখবেন। সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। সবসময় অধঃস্তন জনশক্তিকে ভালবাসার মাধ্যমে কাছে টেনে নিয়ে আসবেন। কথাবার্তা বলতে হবে কোমলতার সুরে, কঠোরতার সুরে নয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজের এলাকার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখবেন। মনে রাখবেন, "সেই প্রকৃত দায়িত্বশীল, যে তার নিজ এলাকার প্রতি নজর রাখে।" নতুবা, পরে, ছেলেদের থেকে একটি সালামও আশা করা যাবেনা।

আমাদের মসজিদের ব্যাপারে আমি চিন্তা করেছি। এভাবে আর ছেড়ে দেয়া যায়না। ~~চিঠির মাধ্যমে আমি বিস্তারিত জানাতে পারছিনা হুজুরকে এবং ইমামতি ছেড়ে দিতে বলেন, আর যদি~~ না ছাড়ে, আমি বাড়ীতে এসে ছাড়ার মত প্রচেষ্টা অবলম্বন করা যায়, ইনশাআল্লাহ করব। কেননা, এর জন্য আমরাও পাপের ভাগী হব। আপনাদের কাজ হবে এখন থেকে পরিকল্পিতভাবে জনমত সৃষ্টি করা। শুধু বলতে হবে যে, উনার কেরাত শুদ্ধ নয়, নামাজ হবেনা। আগামী ২মাসের মধ্যে উনি ইমামতি না ছাড়লে আমাকে জানাবেন। ছাড়লেও জানাবেনই। বাড়ীর চিঠিতে জানতে পারলাম, মোশারফ ভাই দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। সালাম দিবেন এবং মিষ্টি বেশী করে খেতে বলবেন। তবে এ রেজাল্ট শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। সবশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকের মত এখানেই শেষ করলাম। আপনার রেজাল্ট হলে সাথে সাথে জানাবেন। চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম। খোদা হাফেজ। ইতি —

জাহাঙ্গীর ভাই ভালই আছেন।
উনার কাছ থেকেই সংবাদের ভরপুর।

আপনার দ্বীনি ভাই
মো: আল মামুন। P.T.O

স্মৃতির পাতায় | শহীদ আল মামুন

কর্মী শিক্ষা শিবিরে বক্তব্যরত শহীদ আল মামুন (১৯৯৭)

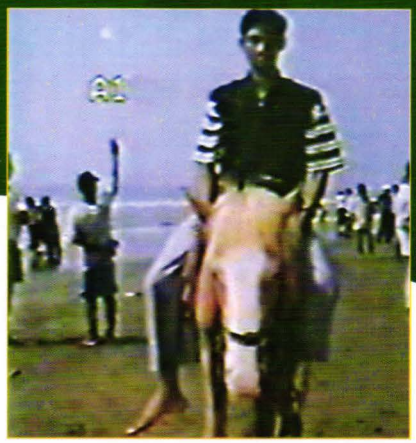

কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে শহীদ আল মামুন

এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদ আল মামুন

শহীদ আল মামুনের কবর জেয়ারত করছেন দায়িত্বশীলবৃন্দ

শহীদ আল মামুন এর মায়ের সাথে একান্ত সাক্ষাতে জেলা নেতৃবৃন্দ

শহীদ আল মামুনের ১৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় বিতর্ক সম্পাদক মু. সাজ্জাদ হোসাইন।

www.icsbook.info

স্মৃতির পাতায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর

A+ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১২ এ বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল জাব্বার।

A+ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১২ এ বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল জাব্বার।

দেবীদ্বার উপজেলা পূর্ব সাথী শাখার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক মু. ইসমাইল।

বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৩ উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মু. মোবারক হোসেন।

A+ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৩ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক মু. ইসমাইল।

A+ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৩ এ প্রধান অতিথি চ.বি সভাপতি মু. ইমরুল হাসান এর সাথে কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ।

www.icsbook.info

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইসলামী ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তরের বর্ণাঢ্য র‍্যালী।

২৮ অক্টোবর পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা জেলা উত্তরের দোয়া মাহফিল

জেলা সভাপতি সহ সদ্য কারামুক্ত ভাইদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক মু.ইসমাইল।

সাথীদের শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মু.এমদাদুল হক মামুন।

কর্মীদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক মু. ইসমাইল।

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতালের সমর্থনে শিবিরের মিছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ও অবৈধ তফসীল ঘোষনার প্রতিবাদে শিবিরের অবরোধ পালন।

www.icsbook.info

কেন্দ্র ঘোষিত প্রতিবাদ দিবসের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে নেতৃত্ব দেন ছাত্রশিবির কুমিল্লা জেলা উত্তরের সভাপতি লুৎফুর রহমান খান মাসুম ও ময়নামতি ইউনিয়ন শাখার আমির অধ্যাপক লোকমান হাকিম ভূঁইয়া

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূনর্বহাল ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে কুমিল্লা জেলা উত্তরের দাউদকান্দিতে হরতালের সমর্থনে মিছিল

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাকে বিচার বিভাগীয় রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা এর গায়েবানা জানাযায় তৌহিদী জনতার একাংশ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূনর্বহাল ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে কুমিল্লা জেলা উত্তরের দেবিদ্বারে হরতালের সমর্থনে মিছিল

কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেনের শারীরিক সুস্থতা কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান

শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা এর স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠান

www.icsbook.info

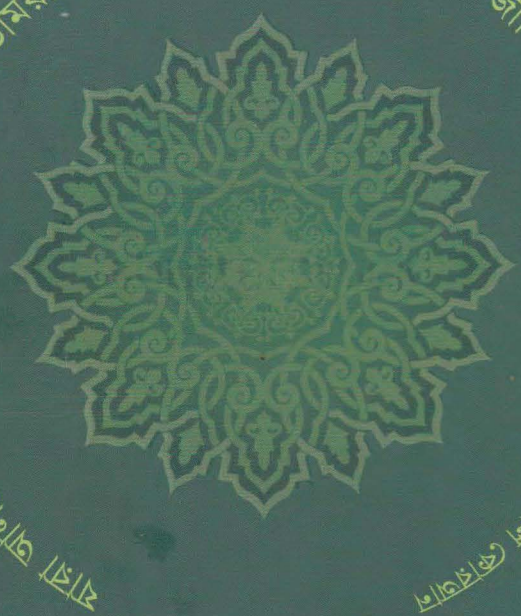

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
কুমিল্লা জেলা উত্তর